পুতুল নিয়ে খেলা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ডি এম লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬
দাম তিন টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩-বি. বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬
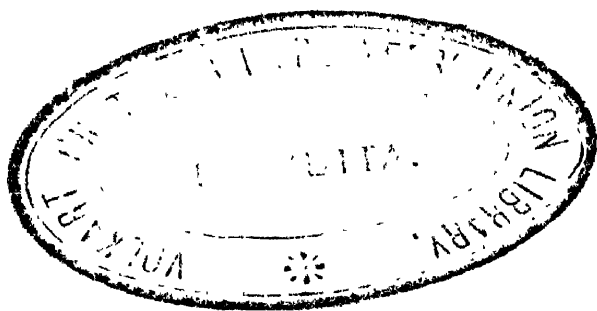
পুতুল নিয়ে খেলা

পূর্ণিয়া প্যাক্ট

১

'আগুন নিয়ে খেলা'র নটোরিয়াস সোম ব্যালার্ড পিয়ারে জাহাজ ভিড়লে তল্লাস করে দেখল তার নামে এসেছে একখানা তার ও তিনখানা চিঠি।

তার করেছে কুণাল-ললিতা-কল্যাণ। "Welcome to India and us." বিলেত যাবার আগে সোম কুণাল-ললিতার বিয়ে দিয়ে গেছল। ইতিমধ্যে তাদের একটি ছেলে হয়েছে আর তারা সেই ছেলের নাম রেখেছে বন্ধুর নামানুসারে 'কল্যাণ'। বন্ধুপ্রীতির এহেন নিদর্শন দুর্লভ বলে সোমের চোখ সিক্ত করলে সুখে।

একখানা চিঠি কোন এক লাইফ ইনসিওরেন্স্ কোম্পানীর, সোম ওখানা কোপদৃষ্টিতে ভস্ম করল। অন্য একখানা চিঠি তার তৃতীয়া প্রিয়ার, সেই যিনি বলতেন মনের মিলনই হচ্ছে স্থায়ী মিলন, দেহের মিলনে কেবল গ্লানি ও অবসাদ। তাঁর স্বভাব বদলায়নি, অভিজ্ঞতাও বাড়েনি। মণীন্দ্রলাল বসুর 'মায়াপুরী' থেকে চুরি করা ভাব ও চোরাই ভাষা দিয়ে তিনি পূর্ণ পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে এই কথাটি বিশদ করেছেন যে বেলা জানে তার তরুণ তার কাছে একদিন ফিরবে, লালমণি রাজপুত্র আনবে রাজকন্যা পদ্মাবতীর বাঞ্ছিত পদ্ম, রাজকন্যার কানে কানে বলবে, তুমি যে পদ্ম চেয়েছিলে, রাজকন্যা, সে পদ্ম আমার বুকেই ফুটে আছে, আমি সমস্ত জগৎ ঘুরে তবে তার সন্ধান পেলুম।'

শেষ চিঠিখানা পড়ে তার ক্রোধ ও অপমানের পরিসীমা রইল না। লিখেছে তার বিধবা বোন সুমিত্রা।

"দাদা, সুদীর্ঘ তিন বছর পরে সুদূর বিদেশ থেকে জয়ী হয়ে তুমি ফিরেছ, ভগবান তোমাকে নীরোগ ও নিরাপদ রেখে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে এখন সেটা দিন গুণে বলা যায়, আশা করি পথে কোথাও নাম্‌বে না, সোজা এখানে চলে আসবে, সোমবার পৌঁছানো চাই।

পৌঁছে যা দেখ্‌বে তার জন্যে তোমাকে তৈরি থাকতে সাহায্য করা আমার উচিত। সেইজন্য লিখ্‌ছি যে একখানা বেনামী চিঠি পেয়ে বাবা যারপরনাই লজ্জিত বিমর্ষ ও বিরক্ত হয়ে রয়েছেন। চিঠিখানা আমাকে পড়তে দিলেন না, ছোট মা-কেও না। গম্ভীর ভাবে বল্লেন, খারাপ চিঠি। আমরা তাঁকে কত বুঝিয়ে বল্লুম যে দাদার কোন শত্রু তার নামে কলঙ্ক আরোপ করেছে, নইলে বেনামী লিখ্‌ল কেন? বাবা বল্লেন যে সব খুঁটিনাটি দিয়েছে সে সব কখনো বানানো হতে পারে না, তার এক আনাও যদি সত্য হয় তবে অমন ছেলের মুখদর্শন কর্‌লে পাপ হবে।

চিঠিখানা তিনি তাঁর দুই একজন উকীল বন্ধুকে দেখিয়ে পরামর্শ চাইলেন। কেমন করে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে তুমি কাকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে গেছ্‌লে। এতে অন্যায়টা যে কী ঘটল আমি তো তা স্থির কর্‌তে পার্‌লুম না। স্বাধীন দেশের স্বাধীন চাল আমাদের কল্পনার বাইরে, তাই আমরা তার কদর্থ করে থাকি। ওরাও তো আমাদের বৈধব্যকে সন্দেহের দৃষ্টিতে কলুষিত দেখে, আমাদের পক্ষে যা সহজ ওদের চক্ষে তা কুটিল।

কার পরামর্শে জানিনে, বাবা তোমার জন্যে অপেক্ষা না করে

কাগজে এক বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বসেছেন। তার কাটিং তোমাকে পাঠালুম। তার উত্তরে রোজ তিন চারখানা করে চিঠি আসছে। গোষ্ঠবাবু বলে দিনাজপুরের এক ভদ্রলোক তো সশরীরে ও সবান্ধবে এসে সহরে কোথায় বাসা নিয়ে দুবেলা বাড়ীতে হাজিরা দিচ্ছেন। অধম আমিও দু চারখানি চিঠি পেয়েছি এই বিজ্ঞাপন সম্পর্কে। আমাদের থার্ড মুন্সেফের স্ত্রী সেদিন ছোট মা-কে ও আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তোমার একচোট নিন্দা শুনিয়ে দিলেন ও দিব্যি সপ্রতিভ ভাবে প্রস্তাব করলেন যে তাঁর মেজ মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলে তোমার চরিত্র শোধ্‌রাতে পারে।

বিজ্ঞাপনটি এই :—

WANTED A HANDSOME, EDUCATED AND accomplished Kayastha bride for a graduate educated in London University, aged 25, of excellent health and very fair complexion being the eldest son of a District Judge.

For details write to :—

J. K. SHOME, ESQ.,
District Judge, Purnea.

সোম একবার পড়্‌ল, দুবার পড়্‌ল, তিনবার পড়ল। বাবা কি ভুলে গেছেন যে তার রংটা বেশ একটু কালো। না ধরে নিয়েছেন যে তিনবছর বিলাতবাসের পুণ্যে কালো রং কটা হয়। স্বাস্থ্য অবশ্য তার গর্ব্ব কর্‌বার মতো, কিন্তু বরের স্বাস্থ্যের জন্য কোন্ মেয়ের বাপ মাথা ঘামান? আর কী ইংরাজীজ্ঞান! Being, কথাটা ওখানে

বসিয়ে দেবার ফলে মানে দাঁড়ায় এই যে, ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো ও বংশ ধবধবে, যেহেতু সে একজন জেলা জজের প্রথম কুমার।

সোম চটবে কি হাস্‌বে ঠিক্ করতে পারল না। বিয়ে করতে তার অনিচ্ছা নেই, কিন্তু বিয়ের আগে সে তাব ভাবী বধুকে তার জীবনেব আদি পর্ব্ব নিরালায় শোনাতে চায়—এই তার ন্যূনতম দাবী। শুনে যদি মেয়েটি বলে, অন্যায় কিছুমাত্র হয়নি, অমন অবস্থায় পড়লে আমিও তাই করতুম, তবে সোম মেয়েটির রূপ, বিদ্যা ও গুণীত্ব নিয়ে চুল চিরবে না, মেয়েটি কায়স্থ না হয়ে কলু কিংবা কামার হলেও সোমেব দিক থেকে আপত্তি থাকবে না। মোট কথা, বাবা যদি তার ন্যূনতম দাবী স্বীকার করে তাকে ঐ দাবী পেশ কববার স্বাধীনতা দেন তবে সে রূপ গুণ জাতি ইত্যাদির বিবেচনা বাবার উপর ছেড়ে দেবে।

তিন বছর ইংলণ্ডে কাটিয়ে প্রেম সম্বন্ধে সে এই সিদ্ধান্ত করেছিল যে ওটা অন্য দশটা ধুয়ার মত একটা ধুয়া। Liberty, equality, world peace, disarmament, ইত্যাদির মতো ওটাও একটা তরুণ-ভুলানো বুলি। আগে যাট মণ ঘি পুড়বে তারপর রাধা নাচবেন। প্রথমত ব্যাঙ্কে সুযথেষ্ট সঞ্চয়, দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যকর পল্লীতে বাড়ী না হোক বাসা, তৃতীয়ত মূল্যবান আসবাব ও বাসন—ন্যূন পক্ষে এতখানি ঘি পুড়লে বিবাহের যজ্ঞানল জ্বলবে। আর যে প্রেম বিবাহান্ত নয় সে প্রেম হয় একপ্রকার সখ, নয় একটা মনোবিকার। সাবধানী ইংরাজ ও দুটোকে চল্লিশ হাত দূরে রেখে পথ চলে। অলস ধনী ও মাথা পাগলা বোহিমিয়ান এই দুই মণ্ডলীতে ঐ দুই শৃঙ্গী আবদ্ধ। এ ছাড়া একটা নতুন মণ্ডলীর উদ্ভব হয়েছে, তাতে প্রেম হচ্ছে শনি রবিবারের খেলাধূলার

সামিল, প্রসাধনের অঙ্গ। ওকে প্রেম বল্লে মানে হয় না, ও হচ্ছে পরিমিত দেহচর্চ্চা। মণ্ডলীটা ব্যবসায়ব্যস্ত নাগরিক নাগরিকার। ওদের মস্ত গুণ এই যে ওরা ধুয়া ধরে নিজেদের ভোলায় না, বুলি আওড়ে পরকে ভোলায় না। ওরা বোঝে না তত্ত্ব, বোঝে তথ্য। সোম এই মণ্ডলীকে আপনার করেছিল। এরা কাজের সময় করে কাজ, উদ্বৃত্ত সময়ে করে পরস্পর বিনোদন। অন্তরে এরা কেউ কারুর নয়, অন্তর্মুখী হতে এরা নারাজ। এদেরই জন্যে মহাকবি "ক্ষণিকা" রচনা করেছেন।

চিপ্ করে পা ছুঁয়ে প্রণাম কর্‌তেই বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। তাঁর নয়নে আনন্দাশ্রু। মুখে সুগম্ভীর হাস্য। কত কী জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌তেন, কিন্তু প্রবল আনন্দের বেলায় তুচ্ছ কথাই মুখে আসে।—"পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো ?"

সোম বল্ল, "অসুবিধা যা হবার তার এখনো বহু বাকী। এত বড় দেশে একটানা রেলপথ যাত্রা শেষ হয়েও শ্রান্তির তৃষ্ণা রেখে যায়। কী গরম !"

"ওমা, গরম কাকে বল্‌ছ, দাদা," সুমিত্রা প্রণাম করে বল্ল, "এখন তো শীত পড়্‌তে আরম্ভ করেছে।"

"বিলেতফের্ত্তাদের," জাহ্নবীবাবু সবজান্তার ভঙ্গীতে বল্লেন, "প্রথম-প্রথম তাপবোধটা কিছু বেশী হয়ে থাকে, মা।"

বাবার অসাক্ষাতে সুমিত্রা বল্ল, "কই আমার জন্যে কী এনেছ, দেখি বাক্সের চাবী।"

তেমনি পাগ্‌লীই আছে। ওর জন্যে সোমের অন্তরে সমব্যথার অন্তঃস্রোত চক্রাকারে ঘুর্‌ছিল, মোহানা পাচ্ছিল না। ওকে খুশি

করে ওর ব্যথা ভোলানোর জন্যে সোম বল্ল, "তোর জন্যে এনেছি একটা নতুন রকমের ফাউণ্টেন পেন। তা দিয়ে অন্ত কিছু লিখ্‌তে নেই, লিখ্‌তে হয় শুধু প্রেমপত্র।"

"যাও," বলে সুমিত্রা নিজেই গেল পালিয়ে। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। এসে সোমের পায়ের কাছে একতাড়া চিঠি ঝুপ করে ফেলে দিল। তার কাছে লেখা সোমের বিয়ের প্রস্তাব। বল্ল, "দাও না, দাদা, চাবীটা। দেখি আমার বিলিতী বৌ-দিদির ফোটো।"

এই বার সোমকে বল্‌তে হলো, "যা," কিন্তু না ভাই না বোন কেউ ওখান থেকে নড়্‌বার নাম করল না। মাঝখান থেকে হাজির হলেন তাদের বিমাতা—কানাই বলাইয়ের মা। তিনি এতক্ষণ ঠাকুরঘরে ছিলেন, সেখানে যে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিলেন তার চিহ্ন ছিল তাঁর কপোলে। কল্যাণ ফিরে এল কোন অচিন্তনীয় বিদেশ থেকে, কিন্তু তাঁর কানাই আর ফিরবে না, সে গেছে বি-জগতে।

সোম তাঁকে প্রণাম কর্‌লে তিনি "বাবা কল্যাণ—" বলে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন।

তারপর এলেন সস্ত্রীক ও ত্রিকন্যক গোষ্ঠবাবু। সোম আড়চোখে একবার মেয়ে তিনটিকে দেখে নিল। না রূপসী, না স্বাস্থ্যবতী, না সবাক্, না সপ্রতিভ। ঐ ভীতসন্ত্রস্ত মূঢ় মেয়ের পালকে সর্ব্বদা তাদের মায়ের মুখপানে নিবদ্ধদৃষ্টি দেখে সোমের হাসি পেয়ে গেল। সে হাসি আরো দুর্দ্দম হলো মা'টির স্বভাবকোপনতা গোপন কর্‌বার আয়াস দেখে। আর গোষ্ঠবাবুর চক্ষুতারকা এমন যে মানুষকে দৃষ্টিসূত্রে সুড়সুড়ি দেয় আর তাঁর কথাগুলি যেন

কাতুকুতু। এঁরা এতদিন জাহ্নবীবাবুকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর কন্যাকে, তাঁর পুরাতন ভৃত্য নিধিরামকে, তৎপত্নী মোক্ষদাকে তোষামোদ করে প্রলোভন দেখিয়ে সোমের বৈলাতিক লীলারহস্য উদ্‌ঘাটন করবেন বলে শাসিয়ে কিছুতেই কার্যোদ্ধার করতে পারেননি, কারণ মেয়েগুলি বিজ্ঞাপন মাফিক্ 'handsome, educated and accomplished' নয়, তাদের একমাত্র যোগ্যতা—তারা কায়স্থকন্যা।

সোম কোনোমতে হাসি চেপে বহুকষ্টে বলতে পারল, "দেখুন, বিজ্ঞাপন দিয়েছেন বাবা, দেশশুদ্ধ লোক জেনেছে যে তিনিই মালিক, আইনত যদিও আমি চার বছর থেকে সাবালক। আর ওদেশে আমি হয়ত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছিলুম, এদেশে আমি পুনর্মূষিক। আমার কাছে আবেদন পেশ করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।"

গোষ্ঠবাবু তখন নাক মুখ ঘুরিয়ে ঢোক গিলতে গিলতে বল্লেন, "আ-আ-আমি স-স-সব স্-অ-ব স্-অ-ব জ্-জ্-জ্-আনি। আ-আ-আ—"

গোষ্ঠগৃহিণী স্বামীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সগর্ব্বে বল্লেন, "প্রদ্যোত আমার ভাই।"

চমক দমন করে সোম শুধাল, "কোন প্রদ্যোত? প্রদ্যোত সিং?"

"সেই।"

সোমের মনে পড়্‌ছিল পেগী ও সে যেদিন ম্যানরবিয়ের থেকে লণ্ডন প্রত্যাবর্ত্তন করে সেদিন আয়ার্লণ্ড থেকে প্রদ্যোত সিং ফির্‌ছিল। সেই যে সোমের বাবাকে বেনামী চিঠি লিখেছে ও গোষ্ঠবাবুর গোষ্ঠে গল্প করেছে সোমের এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না। কিন্তু দু বছর আগের ঘটনা মাস খানেক আগে জানানোর কী কারণ ঘটল? কারণটা সম্ভবতঃ এই যে শিকারকে

বন্দুকের গুলির গতিসীমার মধ্যে আন্‌তে হলে চারিদিকে তুমুল সোরগোল করে তাকে খেদিয়ে নিয়ে আস্‌তে হয়। সোমের প্রত্যাবর্ত্তনপ্রাক্কালে জাহ্নবীবাবুর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থা উপস্থিত হলে সোমের প্রত্যাবর্ত্তনমুহূর্ত্তে সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে গোষ্ঠবাবু হান্‌বেন প্রাজাপত্য বাণ, এক এক করে তিন গুলি, তার একটা না একটা লাগ্‌বেই। জন্তুর প্রতি কী উদারতা! তার যে গুলিটাতে খুশি সেই গুলিটাতে মর্‌বে—তার সাম্‌নে wide choice!

*

জাহ্নবীবাবু কিন্তু ইতিমধ্যে প্রথম ধাক্কা সাম্‌লে উঠেছিলেন। বিজ্ঞাপনের সাড়া পাওয়া গেছ্‌ল আসমুদ্র হিমাচল থেকে। ভারতবর্ষে যে এমন সব জায়গা আছে আর এ সব জায়গায় যে বাঙালী কায়স্থ আছে পূর্ণিয়ার জেলা জজ অত জানতেন না। কুস্তোড় কলিয়ারি, মঙ্গলদই, রেহাবাড়া, মৌলবী বাজার, মহেঞ্জোদারো, তেজগাঁও, নওগাঁ, আকিয়াব, পোর্ট ব্লেয়ার, কোলাবা, নেলোর, ভুসাওল, খাণ্ডোয়া। যে সব জায়গার নাম জানতেন সেগুলিও সংখ্যায় কম নয়। কল্‌কাতা থেকে এসেছে ঊনপঞ্চাশখানা দরখাস্ত। কাজেই হাজার দুর্নাম রটলেও ছেলের পাত্রীর অভাব নেই, এর জন্য তিনি নিজেকেই অভিনন্দন করলেন. কেমন লোকের ছেলে!

পাত্রী দেখ্‌তে বেরোলে ওর সঙ্গে দেশ দেখাও হয়, তীর্থ করাও হয়। কিন্তু জাহ্নবীবাবুর ছুটি ছিল না। তিনি ছেলেকে ডাক দিয়ে বল্লেন, "তুমি তো দেশ ভ্রমণ ভালোবাসো বলে জানতুম। পরের দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌লে। এবার নিজের দেশটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নাও। চাকরীর নিকট সম্ভাবনা তো নেই, ঘরে বসে বসে কর্‌বে কী!"

ততদিনে সোমেরও শ্রান্তি মোচন হয়েছিল। করবার মতো কাজও ছিল না হাতে। বল্ল, "যে আজ্ঞে।"

জাহ্নবীবাবু আলবোলার নল মুখে পুরে খানিক ভুড ভুড ভুড় ভুড আওযাজ কবলেন। বল্লেন, "কুস্তোড কলিয়াবি, মঙ্গলদই, নান্দিয়ার পাড়া, ভাওয়ালী, মাউ জংসন, কুকিচেরা, ঢেঙ্কানাল, মেমিও, তুলসীয়া —এসব না দেখ্‌লে ভাবতবর্ষেব দেখ্‌লে কী!"

সোম মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বল্ল, "তা তো বটেই।"

"ডিব্রুগড থেকে পণ্ডিচেরী পর্য্যন্ত একটা দৌড় দাও।" জাহ্নবীবাবু যেন নিজে অমন একটা দৌড় দিযে অভিজ্ঞ হয়েছেন এইরূপ ভঙ্গীতে বল্লেন, "তাবপব পণ্ডিচেবা থেকে বাওলপিণ্ডি।" পিণ্ডির কথায মনে পড ল গযা। "তাবপব বাওলপিণ্ডি থেকে গযা হযে ঘরেব ছেলে ঘবে ফিরে এসো।"

সোম বল্ল "একখানা Indian Bradshaw কেনা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। তাবপব ঐ সব প্রসিদ্ধ স্থানে—কুস্তোড কলিয়ারিতে, মাউ জংসনে, ঢেঙ্কানালে—কোন্ কোন হোটেলে উঠ্‌তে হবে তাদের ঠিকানা—"

"হোটেলে উঠতে হবে না," জাহ্নবীবাবু আবাম কেদারায শাযিত অবস্থা ছেড়ে ছিন্নগুণ ধনুকেব মতো পিঠ সোজা করে বসে বল্লেন, "ওসব জায়গায় আমাদের স্বজাতীয ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁদের বাড়ী আতিথ্য স্বীকাব কবাতে লজ্জাব কিছু নেই।"

সোম ভাব্‌ল মন্দ না। বেলের পাথেয় জোটাতে পার্‌লে বছর খানেকের মতো অন্নেব ভাবনা থেকে মুক্তি।

*

সব আগে কোন্ খানে যাবে স্থির কর্‌তে না পেরে সোম

দিনের পর দিন টাইমটেব্‌ল ও মানচিত্র অধ্যয়ন করে কাটালো। তার ছোট মা একদিন তার কাছে এসে বসে সেই শীতান্ত কালে তাকে পাখা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

সোম বল্ল, "মা, তুমি কি কিছু বল্‌বে?"

তিনি বল্লেন, "মানুষের জীবন। কোন দিন আছে, কোন দিন নেই। নলিনীদলগত জলের মতো তরল। কানাই—" তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে আর একবার বল্লেন, "কানাই", তারপর কাপড়ে মুখ ঢাক্‌লেন।

সোম সান্ত্বনা দিয়ে বল্ল, "সাত বছর হয়ে গেল, কানাই কি এতদিন অন্য কোনো মায়ের কোলে জন্ম নেয়নি ভাবছ? ও কি তোমার কান্নার জন্যে কেয়ার করে? যারা কেয়ার করে তাদের কথা ভাবো—আমার কথা, বলাইয়ের কথা।"

"বলাই," ছোট মা চোখ মুছে বল্লেন, "তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌তে চেয়েছিল, কলেজের কর্ত্তারা আস্‌তে দিল না, টেষ্ট্‌ এগ্‌জামিনের আর দেরি নেই বলে।"

"তা হোক্‌, আমিই ওর সঙ্গে দেখা কর্‌বো এখন।" সোম বল্ল।

"মানুষের জীবন," ছোট মা আবার সুরু কর্‌লেন, "মানুষের জীবন অতিশয় চপল। তোমার বাবা তাই আমাকে বল্‌ছিলেন যে আসছে বছর যখন তিনি পেন্সন নেবেন তখন তাঁর সময় কাটবে কেমন করে। নাতি নাতনীর সঙ্গে খেলা করার বয়স হলো, কিন্তু কই নাতি নাতনী?"

সোম বুঝ্‌ল। যেন বোঝেনি এমন ভাব দেখিয়ে বল্ল, "কেন? আমার দুই দিদির সাত ছেলে মেয়ে। তাদের দুই একটিকে আনিয়ে নিতে বাধা কী?"

"পাগল ছেলে!" মা বল্লেন, "তা কি কখনো হয়! ওদের নিজেদের বাড়ী আছে, ওদের ঠাকুমা ঠাকুরদাদারা ছেড়ে দেবে কেন?"

"তা তো বটেই।" সোম বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়্তে নাড়্তে বল্ল, "তা তো বটেই। তা হলে আমাকেই নাতি নাতনী তৈরি কর্‌বার ফরমাস নিতে হয় দেখ্‌ছি। এদিকে যে বাবা আমাকে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো কুন্তোড কলিয়ারি ডিব্রুগড় ফরাকাবাদ পাঠাচ্ছেন।"

"তুমি বাবা আমার কথা শোনো," মা বল্লেন, "অত ঘুর্‌তে হবে না। উনি কেবলই খুৎ খুঁৎ কর্‌ছেন, কোনো পাত্রীই ওঁর বৌ মা হবার যোগ্য বলে ওঁর মনে হচ্ছে না, তাই ঐ সব সৃষ্টিছাড়া জায়গায় পাওয়া গেলেও যেতে পারে ভাব্‌ছেন। অত বাছ্‌লে তুষের সঙ্গে সঙ্গে ধানও যাবে ফেলা। আমি বলি তুমি তুটি কি তিনটি মেয়ে দেখো—কাশীরটি, শ্যামবাজারেরটি আর ঐ দেওঘরেরটি। ও নাকি সুন্দর বীণা বাজায়, সাক্ষাৎ বীণাপাণি।"

"আর কাশীর মেয়েটি?"

"কাশীরটি হলো ওঁর বন্ধু দাশরথি মিত্তির মশাইয়ের ভাই-ঝি। উনিও ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট জজ, এখন পেন্‌সেন নিয়ে কাশীবাস কর্‌ছেন। এঁরও ইচ্ছা কাশীতে বাড়ী করেন। তুই বন্ধুর তুবেলা দেখাশোনা হবে বিশ্বনাথের মন্দিরে আর দশাশ্বমেধ ঘাটে!"

"দাশরথিবাবুর নাম শুনেছি। শ্যামবাজারের মেয়েটি কার ভাই-ঝি?"

"কার ভাই-ঝি জানিনে, কিন্তু ভূষণবাবুর মেয়ে, বি-এ পাস্, কোন বিষয়ে নাকি ফার্ষ্ট হয়েছে। ভূষণবাবু তাকে এম্-এ পড়াতে চান্ না,

বলেন এম্-এ পাস্ মেয়ের বর পাওয়া যাবে না, এক আই-সি-এস্ ছাড়া। আর আই-সি-এস্ই বা এত আসে কোত্থেকে!"

"তা আমিও তো বি-এ'র চেয়ে বড় নই। আমাকে ভূষণবাবু মেয়ে দিতে যাবেন কেন?"

"পাগল ছেলে! কিসে আর কিসে! বিলেতের বি-এ আর এদেশের বি-এ। তোমাকে পাবার জন্যে তাঁর কত আগ্রহ।"

*

বিলেতফেরৎ কৃতী পুত্রকে জাহ্নবীবাবু মনে মনে ভয় করতেন। সে যদি বেঁকে বসে সেইজন্যে সোজাসুজি তাকে আদেশ করতে পারেন না। অনুরোধ করতেও তাঁর পিতৃসম্মানে বাধে। মনোগত অভিপ্রায় সংকেতে বোঝানো ছাড়া কী উপায়! এসব বিষয়ে গৃহিণীর সাহায্য নিতেও তিনি কুণ্ঠিত। পাছে কেউ ফস্ করে ঠাওরায় যে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কথায় তিনি ওঠেন বসেন, তিনি স্ত্রৈণ, সেইজন্যে তিনি সে বেচারির সঙ্গে ভালো করে কথাই কন্ না। পাছে এমন অপবাদ রটে যে তিনি প্রথমার চেয়ে দ্বিতীয়াতে অধিক অনুরক্ত সেই আশঙ্কায় তিনি সে বেচারির সঙ্গে লোকদেখানো কঠোর ব্যবহার করেন। বিধবা কন্যাকে যতসব বাহারে শাড়ী কিনে দেন, সধবা স্ত্রীকে কিন্তে দেন তার সাদাসিধে সংস্করণ। সে বেচারির যদি কোনো সখ থাকে সেটা মেটে সুমিত্রার সৌজন্যে। তিনি সুমিত্রার কোনোকিছুর তারিফ করলে সুমিত্রা তখনি প্রস্তাব করে, "মা, তোমাকে এটা দিই?" তিনি আপত্তি করেন, "না, না, তা কি হয়? আমি বুড়ো মানুষ, আমার গায়ে এটা মানাবে কেন?" সুমিত্রা তাঁকে জোর করে পরিয়ে দিয়ে বলে, "চমৎকার মানিয়েছে; আজ আমরা মুনশেফ বাবুদের বাড়ী বেড়াতে যাবো।"

সোম এ সব জানত। তাই ছোট মা তাকে যা বলেছেন তা যেন তার বাবার বক্তব্য নয় এই ভাণ কর বাবার সামনে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

জাহ্নবীবাবু চোখের চশমা নাকে নামিয়ে তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন।

সোম বল্ল, "ভারি ভাবনায় পড়ে গেছি। কোনখান থেকে যাত্রারম্ভ করি স্থির করতে পারছিনে। আগে যাবো পূব মুখে লালমণির হাট, না আগে যাবো পশ্চিম মুখে লাহেরিয়া সরাই— একেই বলে উভয় সংকট।"

"হুঁ।" কিছুক্ষণ চিন্তার ভাণ করে জাহ্নবীবাবু বল্লেন, "সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ কাশীধাম। সেইখান থেকে যাত্রারম্ভ হলে শুভ। দেওঘরও পুণ্য পীঠ। যিনি বিশ্বেশ্বর তিনিই বৈদ্যনাথ। কালী-ঘাটের কালীও জাগ্রত দেবতা। তোমরা তো প্রায়শ্চিত্ত করবে না। দেবদর্শনে প্রায়শ্চিত্ত আপনা থেকে হয় তাও করবে না?"

সোম শশব্যস্তে বল্ল, "নিশ্চয় করবো। কেন করবো না? তবে শুনছি দেবদর্শনের সঙ্গে আরো কী দর্শন করতে হবে।"

"আমিও তোমাকে তাই বলব-বলব করছিলুম।"

"আমার অনিচ্ছা নেই! তবে আমার একটি ব্রত আছে!"

"ব্রত আছে!"

"আজ্ঞে হাঁ। ব্রত আছে। আমার নিজের কোনো পছন্দ অপছন্দ নেই, আপনারা যাকে পছন্দ করবেন আমি তাকেই বিয়ে করবো। কিন্তু—"

জাহ্নবীবাবু কান খাড়া করে রইলেন।

"কিন্তু বিয়ের আগে তাকে আমি গোপনে কিছু বলতে চাইব।"

"কী বল্‌বে ?"

"বল্‌বো আমার নিজের ইতিহাস।"

"না, না, না, না।" তিনি ক্রমাগত মাথা নাড়্‌তে থাক্‌লেন দম দেওয়া কলের পুতুলেব মতো, আর গ্রামোফোনেব রেকর্ডের মতো তাঁর মুখ থেকে ছুট্‌তে থাক্‌ল, না, না, না, না।

"বেশ। আমি বিয়ে কব্‌বো না।"

"আহা, আমাকে বল্‌তে দাও। তোমাব স্ত্রীকে তুমি গোপনে কিছু বল্‌বে, এতে কার কী আপত্তি থাক্‌তে পারে। কিন্তু সেটা বিয়ের আগে নয়, বিয়েব পবে।"

"না, বাবা।"

"কেন, অন্যায় কী বল্লুম ?"

"অন্যায় এই যে, বিযেব পবে যদি ও কথা শোনাই তবে সে হয়ত বল্‌বে, আগে শুন্‌লে আমি বিয়েই কবতুম না।"

"হা-হা-হা-হা। অমন কথা কোনো হিন্দু স্ত্রী বল্‌তে পাবে ? বিলেত গিয়ে তুমি ক্রিশ্চান হযে এসেছ দেখ ছি।"

"বেশ। আমি বিয়ে কর্‌বো না।"

"হু।" তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বল্লেন, "আমাদেবই দোষ। ভালো চাকরীর মোহে ছেলেগুলোকে বিলেত পাঠাই, চাকরীও আর হয় না, হয় শুধু শিব গড়্‌তে গিয়ে বাঁদর।

সোমেব ইচ্ছা হলো বলে, আমি তো স্কলাবশিপ নিয়ে গেছি' কিন্তু ঐ আগুনে ইন্ধন দিয়ে কী হবে।

"এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি," জাহ্নবীবাবু আবিষ্কার গৌরবে বল্লেন, "কেন লোকে ছেলেকে বিলেত পাঠাবার আগে বিয়ে দিয়ে রাখে। দাশরথি তাই করেছেন, দৈবকীও তাই বলেছেন। আমি আমাদের

সিবিলিয়ান কবির ভাষায় ভাবলুম, 'চাকরী না করে বিয়ে করা গোরু ভেড়ার ধর্ম্ম'। এখন দেখছি চাকরীও হলো না, ধর্ম্মও গেল।"

সোম আর সেখানে দাঁড়ালো না। শ্রোতার অভাবে জাহ্নবীবাবু অগত্যা তূষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন।

*

দাদাকে জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করতে দেখে সুমিত্রা সকৌতূহলে শুধালো, "কোথায় আগে যাওয়া স্থির করলে?"

সোম বল্ল, "রাজপুতানায়। সেখানে এতোগুলো মহারাজা মহারাণা মহারাও আছে, কেউ না কেউ আমাকে প্রাইভেট সেক্রেটারী রাখবে। চাকরী যার উপজীবিকা সরকারী প্রোফেসারী ছাড়া কি তার নাস্তি গতিরন্যথা?"

"সে কি, দাদা," সুমিত্রা বল্ল, "আমরা যে আশা করেছিলুম তুমি বৌ আনতে যাবে।"

সোম হেসে বল্ল, "আমি কি দিব্যি দিয়ে বলছি যে রাজপুতানায় বৌ পেলে আনবো না? কে জানে কোন রাজপুতানী আমার শৌর্য্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ম্বরা হবে।"

"বা কী মজা। রাজপুতানী বৌদি আসবে। নাম তার মীরাবাঈ কি তারাবাঈ। দাদার শ্বশুরের পাকানো গোঁফ কানের কাছে চুলের সঙ্গে বাঁধা। দাড়িতে সিঁথি কাটা, দুদিকে দুই চাঁপা ফুল গোঁজা। নাম হয়ত তলোয়ার সিং। কী মজা!"

সুমিত্রা তালি দিতে দিতে ছোট মা'র কাছে গিয়ে খবরটা দিল। তিনি ছুটলেন স্বামীর কাছে। বল্লেন, "ওগো শুনেছ? ছেলে যাচ্ছে রাজপুতানা, চাকরীর খোঁজে। ওদেশে নাকি বাঈজী বিয়ে করবে।"

"কী বিয়ে করবে? কী বিয়ে করবে?"

"বাঈজী!"

"কুষ্মাণ্ডটাকে বলো চাকরীর জন্যে অতদূর যেতে হবে না সরকারী চাকরীর আশা আছে।"

ছোট মা সোমের কানে ওকথা পৌঁছে দিলে সোম বল্ল, "সে চাকরী যখন হবে তখন হবে। ততদিন বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

তিনি তখন স্বামীর কানে ওকথা তুল্লেন। স্বামী বল্লেন, "ওর ভাবী স্ত্রীকে ও যদি কিছু নির্জ্জনে বলতে চায় তর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

সোম এর উত্তরে ছোট মা'র মারফৎ বল্ল, "যাকে ওকথা নির্জ্জনে বলবো সে ভাবী স্ত্রী হতে অস্বীকৃত হতে পারে।"

ছোট মা'র মধ্যস্থতায় বাবা বল্লেন, "মেয়ে অস্বীকৃত হলে কী আসে যায়? কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। কর্ত্তা অর্থে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা।"

ছোট মা'র মধ্যস্থতায় সোম এর উপর মন্তব্য করল, "তবে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার পাণিগ্রহণ করুন। মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নারীধর্ষণ আমার দ্বারা হবে না।"

এ ঘর ও ঘর করতে করতে ছোট মা পড়লেন হাঁফিয়ে। বাপও ছেলের মুখ দেখবে না, ছেলেও বাপের সুমুখে দাঁড়াবে না। ছোট মা সুমিত্রাকে ডেকে বল্লেন, "আমি আর পারিনে। তুমি হও এঁদের টেলিফোন।"

সুমিত্রা বল্ল, "বাহবা বাহবা বেশ।"

সুমিত্রা কানে শুনল, "ওকে বল, ও যা বলবে তা শুনে মেয়ে যাতে বিয়ে করতে অস্বীকৃত না হয় তার ব্যবস্থা করা যাবে।"

মুখে বল্ল, "বাবা বলেছেন, তোমার কাহিনী শুনে মেয়ে রাগ করবে কি, উল্টে ভাববে যার কলঙ্ক আছে সেই চাঁদ, তাকে বিয়ে না করলে কাকে বিয়ে করবো, জোনাকিকে ?"

সোম জেরা করল। বল্ল, "বাবা কখনো অমন কথা তোর সাক্ষাতে বলেন নি। বাবার নাম করে মিথ্যা বল্লি ?"

তখন সুমিত্রা আর কী করে, সত্য বল্ল।

সোম বল্ল, "মেয়ের আন্তরিক স্বীকৃতি না পেলে শেখানো স্বীকৃতি আমার কোন কাজে লাগবে ?"

সুমিত্রার দ্বারা পল্লবিত হয়ে বাবার কানে উঠল, "দাদা বলছে তোতাপাখীর মতো যে মেয়ে না বুঝেসুঝে 'হাঁ' বলবে দাদা তার অভিভাবককে বেশ বুঝেসুঝে 'না' বলবে।"

বাবা চাটমটে বল্লেন, "কী ! বলেছে কল্যাণ ও কথা !"

তখন সুমিত্রা ডালপালা ছেঁটে মূল উক্তিটি আবৃত্তি করল।

বাবা বল্লেন, "জিজ্ঞাসা কর্ আন্তরিক স্বীকৃতি যদি পায় তবে বিয়ে করবে তো ? না, অন্য ওজর আপত্তির আশ্রয় নেবে ?"

সুমিত্রার আব ভালো লাগছিল না টেলিফোন হতে। যাতে কল্পনার দৌড় নেই সে কি খেলা ?

দাদাকে বল্ল, "কথোপকথনের এই শেষ। তিন মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় টেলিফোন-গার্ল সতর্ক করে দিচ্ছে।"

সোম বল্ল, "আন্তরিক স্বীকৃতির পিছনে কী প্রকার মনোভাব রয়েছে সেটাও ধর্তব্য। তা যদি হয় করুণা, কিম্বা সংশোধনেচ্ছা, কিম্বা ব্যবসায় বুদ্ধি—অর্থাৎ আমাকে বিয়ে করলে কত সুবিধা তাই নিয়ে হিসাবায়ানা—, কিম্বা Cynicism—অর্থাৎ পুরুষমানুষের ইতিহাস ও ছাড়া আর কী হবে—, তবে আমার বিদায়।"

বাবাকে দাদার শেষ বার্ত্তা দিয়ে সুমিত্রা বল্ল, "এবার দাও তোমার শেষ বার্ত্তা। টেলিফোনের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।"

জাহ্নবীবাবুর ইচ্ছা করছিল বল্‌তে, আমার মাথা আর ওর মুণ্ডু। কিন্তু শেষ বার্ত্তারূপে ঐ বাক্যটির উপযোগিতা ওঁকে সন্দিগ্ধ করল। ছেলে যদি টং হয়ে রাজপুতানা চলে যায় ও বাঈজীকে ঘরে আনে—কিছুই বলা যায় না, আজকালকের ছেলে—তবে নিজের ইহকাল ও পূর্ব্বপুরুষের পরকাল দুই এক সঙ্গে খাবে। অমন খানা ওর মুখরোচক হওয়া সম্ভব, কিন্তু ওর মুখে বাড়িয়ে দেওয়া কি সঙ্গত?

চিন্তা করে বল্লেন, "পুত্রবরের নিকট আমার শেষ নিবেদন এই যে, উনি আপাততঃ কাশী দেওঘর প্রভৃতি দু চার স্থলে পরীক্ষা করে দেখুন ওঁর প্রিন্সিপল আমার পলিসীর থেকে কোন অংশে কার্য্যকরী ও ফলপ্রদ।"

সোম ভেবে দেখল পিতা প্রকারান্তরে তার ন্যায্য দাবী মেনে নিয়েছেন, অতএব পিতার গরিষ্ঠ দাবী—কাশী দেওঘর ইত্যাদিতে প্রিন্সিপলের পরীক্ষণ—অসংকোচে স্বীকার করা যায়। অল্পে সন্তুষ্ট হলে চাকরী যে কোনোদিন যে কোনোখানে জোটে, একশো টাকার হেড্‌ মাষ্টারী দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু যে মেয়ে তাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করবে তার সন্ধানে যাত্রা করা তো কঠিন অ্যাডভেঞ্চার।

রাত্রে বাবার পাশে বসে খাবার সময় সোম বল্ল, "কাশী যাবো স্থির করলুম।"

জাহ্নবীবাবুর মুখভাবে সুখের লক্ষণ ছিল না। তিনি বল্লেন, "যাবার আগে একটা তার করে দিও দাশরথিকে। ঠিকানা জেলুটোলা।"

তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা জমল না। সুমিত্রার সঙ্গে যখন দেখা হলো

সোম বল্ল, "সুমি, রাজপুতানার জন্যে বাক্স বিছানা বেঁধে শেষে চল্লুম কাশী।"

"কেন যে ওখানে যাচ্ছ, দাদা। ওখানে তোমার হবে না।"

"তুই কেমন করে জান্লি ?"

"তোমার যেমন ভীষ্মের মতো প্রতিজ্ঞা তুমি ভীষ্মের মতো আইবুড় থেকে যাবে।"

"সেও ভালো, তবু ঠকিয়ে বিয়ে করবো না।"

"তুমি কি সত্যি অন্ধ, না অন্ধতার ভাণ কর্‌ছ, না বিলেত যারা যায় তারা সবাই এমনি ?"

"তোর কী মনে হয় ?"

"আমার মনে হয় তুমি সত্যি অন্ধ। নইলে তুমি কখনো ধরে নিতে না যে কোনো মেয়ে তোমার কাহিনী শুনে বাস্তবিক শক্ পাবে। নেহাৎ যদি অপোগণ্ড না হয়।"

"তুই আমার কাহিনার কী জানিস্। আমার আসল কাহিনীর প্রদ্যোত সিং-ই বা কী জানে। বাবা আমাকে যতটা খারাপ বলে জানেন আমি তার বেশী খারাপ এবং সে জন্যে অনুতাপ করিনে।"

"বুঝেছি। কিন্তু তাতেও তোমার স্ত্রী শক্ পেতো না, যদি বিয়ের পর জান্‌তো।"

"তার মানে তুই বল্‌তে চাস্ যে নারীর মন স্বভাবত অসাড়। আমি কিন্তু নারীকে পাষাণী বলে ভাব্‌তে আজো প্রস্তুত হইনি, সুমি। ওইটুকু রোমান্টিসিজম্ এখনো আমার চিত্তে অবশিষ্ট, মানুষের শরীরে যেমন অ্যাপেণ্ডিক্স।"

"আমি বল্‌তে চাইনে যে আমরা পাষাণী। আমরা কাজের লোক, আমরা খুদ কুঁড়ো যা পাই তাই নিই ও তাই দিয়ে রান্না চড়াই।

স্বামী কুষ্ঠরোগী হলেও আমরা তাকে দোষ দিইনে, সমাজকেও দুষিনে, কাঁদি অদৃষ্টের কাছে, তাও স্বামীকে খারিজ করবার জন্যে নয়, স্বামীর কুশলের জন্যে। জগতে এক পক্ষকে সয়ে যেতে হয়, আমরা সেই সহিষ্ণু পক্ষ। নইলে কোনো পক্ষেই শান্তি থাক্তো না, এক পক্ষ হতো বুনো ওল আর অপর পক্ষ হতো বাঘা তেঁতুল।

সোম হাস্ল। বল্ল, "বুনো ওলের নায়িকা বাঘা তেঁতুল। জগতে যখন আমি আছি তখন সেও আছে। সে শক পাক্ বা না পাক্, তার মধ্যে ঝাঁজ থাক্বে, প্রাণ থাক্বে। নারী তো কত আছে, আমার সবর্ণা না হলে কাকে ছেড়ে কাকে বিয়ে কর্বো? এ সব কথা বাবা বুঝবেন না। তাই তার সঙ্গে কর্তে হলো এমন একটা প্যাক্ট যে আমার দিক থেকে রইল না কোনো প্রতিশ্রুতি অথচ তাঁর আদেশ অনুযায়ী চল্লুম কাশী।"

"ও। এই তোমার মতলব?" সুমিত্রা কৌতুক কলরোলে গৃহ মুখরিত কর্ল। ছোট মা ছুটে এলেন সোম বল্ল, "এই চুপ, চুপ, চুপ।"

ছোট মা বল্লেন, "বলো, বলো, কী নিয়ে এত হাসাহাসি হচ্ছিল?"

"জানো না বুঝি? দাদা কাশী যাচ্ছে একটি বাঘা তেঁতুলের খোঁজে। আমি বলি অতদূর যেতে হবে না থার্ড মুন্সেফের মেয়ে নন্দরাণী থাক্তে।"

ছোট মাও হাস্লেন। চলে যেতে যেতে বল্লেন, "নন্দরাণীর মা'টিও সেই জাতের।"

২

শিবানী

কাশীতে বাড়ী করায় বিপদ আছে। পরিচিত, অপরিচিত, অর্দ্ধ পরিচিত, পরিচিতের পরিচিত, অপরিচিতের পরিচিত, অর্দ্ধ পরিচিতের পরিচিত, যিনিই সদলবলে তীর্থ করতে আসেন তিনিই দিব্য সপ্রতিভ ভাবে গাড়ী থেকে স্থাবর ও অস্থাবর পোঁটলা-পুঁটলি নামিয়ে গাড়োয়ানকে বিদায় করতে করতে হতভম্ব দাশরথি বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেখুন, এটা কি দাশরথি বাবুর বাড়ী ?"

দাশরথি বাবু প্রশ্নকর্ত্তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ও ঘোমটা-দেওয়া পুঁটলিগুলির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন। বলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। এইটেই দাশরথি বাবুর ছত্র। আমিই দাশরথি।"

প্রশ্নকর্ত্তা বিনয়াবনত হয়ে একটি নমস্কার করেন। তারপর পোঁটলাপুঁটলির দিকে ফিরে উচ্চকণ্ঠে বলেন, "প্রণাম করো। প্রণাম করো। ইনিই সেই প্রসিদ্ধ জজ দাশরথি বাবু।"

দাশরথি বাবু এর পর কেমন করে এতগুলি ভক্তকে তাড়িয়ে দেন ? অন্দরে গিয়ে গিন্নীকে ডাকেন, "ওগো যাদুমণি।"

যাদুমণিকে খুলে বলতে হয় না। তিনি সম্বোধনের সুর থেকে আন্দাজ করেন যে বাড়ীতে অভ্যাগত এসেছে। অর্দ্ধেক জীবন কোথায় বাউজান কোথায় হাতিয়া কোথায় জাজপুর কোথায় জামুই এইসব দুর্গম জায়গায় কাটল, একটিও অভ্যাগত এলো না। এখন কাশীতে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে এসে সঞ্চিত অর্থটুকু খুঁটতে খুঁটতে নিঃশেষ করে দিল। হায়, এমন দিন গেছে যেদিন তাঁরা

মাছ খেতে পান্ নি, সপ্তাহে তুদিন হাটে মাছ পাওয়া যায়। মাছ না খেয়ে মিষ্টি না খেয়ে বছরের পর বছর যা বাঁচালেন কাশীতে বাড়ী করে পরকে পাঁচরকম খাইয়ে তার অবশিষ্ট থাক্‌ল না।

সাধে কি যাত্নমণির দাঁত দিয়ে বিষ ক্ষরিত হয়? দাঁতও আব্রুহীন, অধরের অবগুণ্ঠন মানে না। যাত্নমণি ঝঙ্কার দিয়ে লঙ্কামরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেন। তু দিন বাদে অভ্যাগতের তীর্থদর্শন ফুরিয়ে যায়, পোঁট্‌লাপুট্‌লি বাড়ী ছেড়ে গাড়ীতে ওঠে।

তবু দাশরথি বাবুর ছত্রে লোকাভাব ঘটে না। তাঁরও পুণ্য হয়, লোকেরও ধর্ম্মের জন্মে অর্থ দিতে হয় না।

এই ধারায় জীবনপ্রবাহ বইছিল কাশীতে। এদিকে দাশরথি বাবুর দেশে মুর্শিদাবাদে তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রী শিবানী মাসে আধ ইঞ্চি করে বাড়্‌তে বাড়্‌তে চোদ্দ বছর বয়সে লম্বায় চওড়ায় চোকস হয়ে উঠ্‌ছিল। শিবানীর বাড় দেখে তার বাবা মৃগেন্দ্র বাবুর ব্লাড্‌ প্রেসার যাচ্ছিল বেড়ে। ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাবার জন্ম দাশরথি বাবু শিবানীকে আনিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখ্‌লেন। উদ্দেশ্য এই যে কাশীতে যখন এত বাঙালীর আসা যাওয়া, শিবানীকে দেখে তাদের কারুর পছন্দ হতে সময় লাগ্‌বে না। যাত্নমণি দেওরের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, কারণ দেওর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার অনুগত না হয়ে নিজের স্ত্রীর অনুগত। তবু শিবানীকে পাত্রস্থ কর্‌বার দায়িত্ব নিলেন শুধু অতিথিদের উপর যে খরচটা হচ্ছে সেই খরচটাকে সার্থক বলে মনে কর্‌তে। অপব্যয় নয়, প্রয়োজনীয় ব্যয়, দেওরের হিতার্থে। ভাই হয়ে ভাইয়ের এমন উপকার কলিযুগে আর কে কোথায় করেছে? কার ভাইঝিকে দেখ্‌বার জন্মে দেশসুদ্ধ মানুষ

কাশীতে এসে অতিথি হচ্ছে? কে এই ভ্রাতৃবৎসল কলির দাশরথি এবং কে তাঁর সীতা?

অতিথিদেরও এতে মুখ রক্ষা হল। তাঁরা আশ্রয়ের যাচক হয়ে আসেননি, তাঁরা মেয়ে দেখতে এসেছেন, মেয়ে দেখে অনুগৃহীত করতে। গাম্ভীর্য্যের ভাণ করে শিবানীকে যাচাই করেন, বিস্ময়ের ভাণ করে মন্তব্য করেন, "বাস্তবিক আজকালকার বাজারে এমন পাত্রী দেখা যায় না।" কথা দিয়ে যান বাড়ী পৌঁছেই চিঠি লিখে দিনক্ষণ স্থির করবেন। তারপর তাগাদা দিলেও চিঠি লেখেন না। তবু দাশরথি বাবু অভ্যাগতকে বিশ্বাস করেন, তাঁরা যখন গাড়ী থেকে গোষ্ঠীসমেত নামেন ও দু চার কথার পর বলেন, "দাশরথি বাবু, আপনার সেই প্রসিদ্ধ ভাইঝিটিকে দেখতে কাশীতে এলুম" তখন দাশরথিবাবু অন্দরে প্রবেশ করে গৃহিণীকে ডাক দেন, "ওগো যাদুমণি।"

যাদুমণি বিদুষী না হলেও নারী, ইনটুইশন তাঁর জন্মগত ও মর্ম্মগত। তিনি সবই বোঝেন, তবু মনকে প্রবোধ দেন এই বলে, "জীবনে যত মাছ হলো না খাওয়া তাদের দাম মিছে জমাতে যাওয়া। টাকা জমিয়ে কী হবে? সঙ্গে যাবে?"

পাড়ায় থাকতেন এক সিবিল সার্জ্জনের স্ত্রী—অবসর প্রাপ্ত। (স্ত্রী অবসর প্রাপ্ত নন, সিবিল সার্জ্জন স্বয়ং অবসর প্রাপ্ত।) মহিলাটি মহিলা মহলের মোড়ল। শিবানীকে কেউ পছন্দ করছে না শুনে দু চারটে টোট্‌কা বাৎলে দিলেন। বল্লেন, "বিজ্ঞানের অসাধ্য কী আছে? আর বিজ্ঞান খাটে না কোন বিষয়ে? মেয়ে দেখানো কাজটি বৈজ্ঞানিক ভাবে করে দেখুন, ফল অবশ্য পাবেন।" তিনি কী দাবী করেন না, পাড়ার মহিলারা তাঁকে ধরাধরি করে নিজ

নিজ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর নির্দ্দেশমতে দর্শনীয়া কন্যার প্রসাধন করেন। (টীকা।—'ধরাধরি করা' এখানে দ্ব্যর্থ বাচক।)

"ও শাড়ী পরালেই হয়েছে। মরি মরি কী রুচি! খোঁপাটা অমন কুকুরের ল্যাজের মতো হলো কেন শুনতে পারি? ব্রোচটা ওখানে বস্‌বে না, বিশ্রী বেমানান দেখায়।"

সিবিল সার্জ্জনের স্ত্রীর টোট্‌কা অনুসারে দ্রৌপদীর মতো প্রতিদিন দুবেলা শাড়ী বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে শিবানী একটী পুতুলের মতো অসাড় হয়ে উঠ্‌ল। তার মাথার চুলও ক্রমাগত খোলা হচ্ছে, বাঁধা হচ্ছে, তৈলাক্ত হচ্ছে, ধৌত হচ্ছে। তার হাত পায়ের নখ ঘসা হয়, কাটা হয়, পালিশ করা হয়, রঙীন করা হয়। তবু ফল পাওয়া যায় না। গাঙ্গুলী গৃহিণী বলেন, "সবুরে মেওয়া ফলে। বিজ্ঞান তো ভোজবাজি নয় যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বীজ থেকে গাছ গজিয়ে সেই গাছে আম ফল্‌বে।"

বেনারসী শাড়ীতে ফল হয় না, সুতরাং কাশ্মীরী শাড়ী পরো। কাশ্মীরীতে ফল হয় না, অতএব বোম্বাই শাড়ী পরো। তাতেও ফল হয় না, মাদ্রাজী শাড়ী পরো।

কে এক অর্ব্বাচীন টিপ্পনী কর্‌লেন, "তার মানে একশোটা গুলি মার্‌লে একটা লেগে যাবে। তা হলে বিজ্ঞান আর কী হলো।"

গাঙ্গুলী গৃহিণী সিডিশনের গন্ধ পেয়ে জলে উঠ্‌লেন। বল্লেন, "হয়েছে! হয়েছে! মা মাসিমার চেয়ে তুমি বেশী জানো দেখ্‌ছি! তবে তুমিই সবাইকে পরামর্শ দাও। আমরা তা হলে এখান থেকে উঠি।"

বলা যত সহজ ওঠা তত সহজ নয়। গাঙ্গুলী গৃহিণী রথের পথে পুরীর জগন্নাথ মূর্ত্তির মতো দুল্‌তে থাক্‌লেন, কেউ তাঁকে তুলে নিয়ে এগিয়ে দেবার উদ্যোগ কর্‌ল না।

বোঝা গেল তাঁর প্রতিপত্তি—বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি—অস্তমিত হয়েছে। যার পরামর্শে ফল হয় না তাকে মোড়ল বলে মান্তে কেউ প্রস্তুত নয়।

*

শিবানীকে দেখে যাদের অনুমান হয় যে ওর বয়স উনিশ কুড়ি তারা মূর্খ। তার দেহে এখনো লাবণ্যের বন্যা আসে নি। তার সর্ব্বাঙ্গ ভরে উঠে ঢল ঢল করেনি ও দুকূল ছাপাতে উদ্যত হয়নি। সে হচ্ছে সেই জাতীয় লতা যার বৃদ্ধি দ্রুত ও ঘন হলেও যে পুষ্পিতা হবার কোনো লক্ষণ দেখায় না।

প্রৌঢ়রা একটি রাঙা টুক্‌টুকে বোমা পেলে খুশি হন্, তাঁদের পক্ষে শিবানী যথেষ্ট কমনীয় নয়, কাঁচ নয়। আর যুবকরা চান্ শ্রীসম্পন্না বয়ঃপ্রাপ্তা তরুণী বধূ, শিবানীকে তাঁরা ছ সেরা বেগুনের মতো একটা অপরূপ পদার্থ জ্ঞান করেন। তার রং ময়লা। কালো মানুষদের দেশে সেটা তার এক মস্ত অপরাধ। কিন্তু সে জন্যে সে নিজে চিন্তিত নয়, চিন্তিত তার বাবা মৃগেন্দ্র, মা সৌদামিনী, তার জ্যাঠামশাই দাশরথি। কেবল তার জ্যাঠাইমা যাদুমণি বলেন, "পাঁচটা ছেলেমেয়ের মধ্যে সব কটাই ধলা হবে এ তোমার ইংরেজের দেশে হয় কি না বল্‌তে পারিনে, কিন্তু কালা ধলা দুই না থাক্‌লে ভগবানের সৃষ্টি একাকার হয়ে যেতো।" একথা যখন তাঁর মুখে তাঁর স্মরণে তখন তাঁর দাঁতের কথা

চিন্তা কর্‌তে, উদ্বিগ্ন হতে, বিরক্ত হতে শিবানী জানে না। তাকে যে যা কর্‌তে বলে সে তাই করে, তবু খাটুনির চাপে তার বাড় থামে না। ওজন কমাবার জন্যে তার ভোজন কমানো হয়, কিন্তু শরীর তার যেন মনসা সিজের ঝাড়। পড়াশুনা সে তার সাধ্যমতো

করেছে। মেয়ে ইস্কুলে ক্লাস-ওঠা বাড়ীতে সিঁড়ি-ওঠার চেয়ে সোজা, দেশে ফোর্থ ক্লাস অবধি উঠেছিল। তারপর কাশীতে এসে দু বেলা সাজ্‌তে ও সাজ খুল্‌তে ব্যাপৃত থাকায় ইস্কুলে হাজিরা দেবার সময় নেই বলে ভর্তি হয়নি। দাশরথি বাবুর একমাত্র দুহিতা—যিনি প্রকৃতপক্ষে বিধবা হলেও কলেজে কুমারী বলে আখ্যাতা—তাঁরই কাছে শিবানী মুখে মুখে ইংরেজী কথোপকথন শিখ্‌ছে। তাকে গান শেখানোর জন্য সপ্তাহে তিন দিন একজন আসেন—ওস্তাদ নন, কারণ ওস্তাদের ধৈর্য্যের সীমা আছে, যদিও অন্যের ধৈর্য্যের সীমা সম্বন্ধে ওস্তাদ হচ্ছেন নাস্তিক।

এই যার মোটামুটি পরিচয় সে যে সোমের মতো পাত্রের উপযুক্ত নয় তা কি দাশরথি বাবুরা জানতেন না? জান্‌তেন। তবে সম্বন্ধ কর্‌লেন কেন? কারণ দাশরথি বাবুর এক ছেলে বিলেত ঘুরে এসেছে, আর এক ছেলে বিলেতে সাত বছর থেকে Accountancy শিখ্‌ছে, মেয়েকেও তিনি বিলেত পাঠাবার কল্পনা করেছেন—যদি সে সরকারী স্কলারশিপ পায়। কাজেই দাশরথিবাবুর ভাইঝিকে যে বিয়ে কর্‌বে তার স্ত্রীভাগ্য যাই হোক শ্যালক ও শ্যালিকাভাগ্য গৌরবময়। শ্যালক ও শ্যালিকা সম্পদই তার যৌতুক। আর স্ত্রীও তো কাঁচামাল, তাকে দিয়ে যা বানাবে সে তাই বন্‌বে। নিজের হাতে গড়ে নাও। কোনো আফশোষ থাক্‌বে না। সেই তো গার্হস্থ্য স্বরাজ। আজকাল ঘরে ঘরে এত দাম্পত্য অশান্তি কেন? লোকে পরের হাতে তৈরী মেয়ে বিয়ে করে বলে। সব ল্যাঙ্কেশায়ারের কলে প্রস্তুত।

কাজেই সোমকে শিবানীর বর কর্‌তে দাশরথি বাবুদের দ্বিধা ছিল না, তাঁরা মনে মনে বল্‌ছিলেন, উপযুক্ত নয়? তবে উপযুক্ত করে

নাও। শত শত ভদ্রলোক যাকে দেখে না-পছন্দ করলেন সোম যে তাকে পছন্দ করবে এতটা ভরসা তাঁদের ছিল না। তবে ও সব ভদ্রলোক আসলে হচ্ছেন কশাই, ওঁরা দাশরথিবাবুকে প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পণ কত দেবেন। দাশরথিবাবু প্রকারান্তরে বলেছিলেন, এক পয়সাও না। এমন সব শ্যালক শ্যালিকা থাকতে পণ? দাশরথিবাবু ক্রমশ বুঝলেন যে পণ অনুসারে পছন্দ। তবু তাঁর মতো মানী ব্যক্তি পণের কড়ি নিয়ে দরদস্তুর করবেন এ কি কখনো সম্ভব? আর কন্যাও তিনি কম নয়। সব দিক থেকে খতিয়ে দেখলে সোমের মতো পাত্রই তাঁর আশার স্থল। জাহ্নবীবাবুও দাশরথিবাবুর কথা ঠেলবেন না, যদি তাঁর ছেলের দিক থেকে কোনো আপত্তি না থাকে।

দাশরথি বাবু মনে মনে একটা প্রকাণ্ড বক্তৃতা মুসাবিদা করলেন, যেন জুরির প্রতি জজের চার্জ। বাবা কল্যাণ, তোমরা নব্য তরুণ, তোমরা ভাবো ভাবত, তোমরা পণ নিতে পারো না। কী চাও তোমরা? রূপ? দেহের রূপ যে দেহের চেয়েও নশ্বর। বিদ্যা? দুজনের মধ্যে একজন বিদ্বানই যথেষ্ট, নইলে বিরোধ অনিবার্য। টাকা? হায়রে দেশ। ডিগ্রীর মোহ এখনো ঘুচল না। ভেবে দেখ কল্যাণ, পৃথিবীতে শাশ্বত যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে বনেদিয়ানা। আমরা বনেদি বংশ কুলীন। আমাদের এভল্যুশনের জন্যে বহু শতাব্দী লেগেছে। এ বাড়ীর মেয়ে কেবলমাত্র জন্ম সত্ত্বে এত বাঞ্ছনীয় যে চন্দনকাঠের বাক্সের মতো রঙের প্রলেপের অপেক্ষা রাখে না। বাজারের মেয়ে হলে accomplishments-এর আবশ্যক থাকত। তোমরা গৃহশ্রী চাও না নটী চাও?

সোম দাশরথি বাবুর পরিচয় পেয়ে রেলষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের উপর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই তিনি একেবারে গলে গেলেন। বল্লেন, "থাক্, থাক্, হয়েছে, হয়েছে।" নিজের বিলেতফেরৎ ছেলেও তাঁকে সকলের সাক্ষাতে এমন মর্য্যাদা দেয়নি। ষ্টেশন থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত তাঁর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হলো' না—উত্তেজনায়। তারপর হাঁক দিলেন, "ওগো যাদুমণি।" যাদুমণি বেরিয়ে আসতেই সোম তাঁকে একটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম ঠুকে দিল। তিনিও হতবাক্। সোম এদিকে একধার থেকে প্রণাম করতে লেগেছে। বাড়ীতে দুইতিনজন অভ্যাগত ছিলেন, তারাও বাদ গেলেন না। দাশরথিবাবুর বিধবা মেয়ে কুমারী কাননবালা মিত্র চোখে চশমা এটে ঐ পথ দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, যেন সোমকে দেখতেই পাচ্ছিলেন না—সোম তার পায়ের কাছে ঢিপ করে প্রণাম করলে তিনি প্রথমে চকিত ও পরে এমন বিনম্রভাবে নমস্কার করলেন যে পাঠক ওখানে উপস্থিত থাকলে পাঠকের মনে হতো মিস মিত্র ঐ নমস্কারের মহলা দিয়ে আসছিলেন পরশু থেকে তার শোবার ঘরের আয়নার সম্মুখে।

কৌতূহলী হয়ে শিবানী সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল, পাছে সোমের ভক্তির আবেগ সাগরলহরীর মতো সেই সামান্য বালিকার চরণে চূর্ণ হয় এই আশঙ্কায় যাদুমণি বিশ্রী একটা নিষেধ বাক্যের দ্বারা সেই বালিকাকে স্বস্থানে স্তম্ভীভূত করে দিলেন দেখেশুনে সোমও তার ভালো-ছেলেমির বেগ সম্বরণ করল।

কে একটি চাকর এসে তাকে পাখা করতে লাগল। যাদুমণি বল্লেন, "বোসো, বাবা বোসো।" দাশরথি বল্লেন, "তোমাকে দেখেছিলুম মুন্সীগঞ্জে, তখন তুমি চার পাঁচ বছরেরটি।" যাদুমণি আপত্তি

করে বল্লেন, "না, না, আমার রবি তখন কোলে, আর এ ছেলে তখন হামাগুড়ি দিচ্ছিল।" দাশরথিবাবু বল্লেন "সে কী করে হয়?" স্বামীস্ত্রীতে এই নিয়ে ঘোরতর বচসা উপস্থিত। দুজনেই স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে কার কখন চোখ উঠেছিল, হাম হয়েছিল, কা'কে কোনখানে কাঁকড়াবিছেতে কামড়েছিল, ভূতে পেয়েছিল, কে কোন বার গলায় মাছের কাঁটা আট্‌কে প্রায় পটল তুলেছিল—এই সকল অলিখিত তথ্য উদ্ধার কর্‌তে থাক্‌লেন।

বাড়ীর বুড়ী ঝি—বুড়ী ঝিদের নাম যা হয়ে থাকে তাই অর্থাৎ মোক্ষদা—তর্কের মোড ফিরিয়ে দিয়ে বল্ল, "ঠিক্ মায়ের মতো দেখ্‌তে—তেমনি চোখ, তেমনি ভুরু, তোমার—"

যাদুমণি বল্লেন, "তুই ভারি মনে রেখেছিস্ মোক্ষদা। অবিকল বাপের মত মুখ, যেন ঠাকুরপো নিজেই এসেছেন এত কাল পরে। হাঁ বাছা, তোমার বাবার খবর দিলে না যে? ভালো আছেন তো? তোমার নতুন মাকে আমি দেখিনি। বেশ ভালো ব্যবহার করেন তো? নতুন ভাইবোন ক'টি?"

দাশরথি বল্লেন, "আহা, এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌বে কেন?" এই বলে তিনি নিজেই আর একটি প্রশ্ন জুড়ে দিলেন। "ওহে, লণ্ডনে ধূর্জ্জটির সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ হতো?"

সোম ধূর্জ্জটির নাম শুনেছিল, কিন্তু চেহারা দেখেনি। বল্ল, "লণ্ডনের মতো বিরাট শহরে পাঁচ শো বাঙালী ছাত্র কে কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে, সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হওয়া অসম্ভব। তাঁর ঠিকানাই জান্‌তুম না।"

কর্ত্তা গিন্নী দু জনেই ক্ষুণ্ণ হলেন। আশা করেছিলেন যে খবর চিঠিতে পাবার নয়, সে খবর দূতের মুখে পাবেন।

যাদুমণি দাশরথিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ গা, রবি কোথায় পড়ত, গেলাস না বাটি কী তার নাম?"

মিস্ মিত্র ফিক্ করে হেসে বাপের হয়ে উত্তর দিলেন, "ও মা, গ্লাস্‌গো তোমার মনে থাকে না।"

যাদুমণি বল্লেন, "এই তো তুই নিজ মুখে বল্লি গ্লাস্ গো। আমিও বলেছি গ্লাস্—তবে আমি মুখ্যু মানুষ, আমি গ্লাস না বলে গেলাস বলেছি। এই তো?"

"ওগো না গো," দাশরথি বুঝিয়ে বল্লেন, "গ্লাস্ নয়, গ্লাস্‌গো।"

যাদুমণি আগুন হয়ে বল্লেন, "তামাসা করবার আর সময় খুঁজে পেলে না। গ্লাস্ নয় গো, গ্লাস্‌গো, চুলো নয় গো, চুলো গো।"

দাশরথি বাবু পলায়ন করলেন। কাননবালা সোমকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্লেন, "কত বার চেষ্টা করলুম, all in vain. তোতাকে কৃষ্ণ নাম শেখালে সে শেখে, কিন্তু to teach Mother English!"

মা কী বুঝলেন তিনিই জানেন, মুখ ভেঙিয়ে বল্লেন, "বুঝেছি লো বুঝেছি। আমারই ঘরে বসে আমারই খেয়ে আমার নিন্দে। আমার শিল আমার নোড়া, আমার ভাঙে দাঁতের গোড়া।"

মোক্ষদা বল্ল, "হাঁ রে খুকী, তুই কী বল্‌ছিস ইঙ্গিরিজিতে? মায়ের দাঁত ভাঙ্‌বি?"

"তুই বের হ এখান থেকে হারামজাদী," বলে যাদুমণি মোক্ষদার গায়ে যেন বিষ দাঁত বসিয়ে দিলেন। কাননবালার পিছু পিছু মোক্ষদাও দৌড় দিল।

বাকী থাকল সোম। যাদুমণি তাকে যাথার ব্যথী করলেন। লেখাপড়া যে তিনি জানেন না সেটা কি তাঁর দোষ? দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে, বারো বছর বয়সে তিনি মা—এক এক করে

পাঁচটি সন্তান হারিয়ে তিনি যখন বিশের কোটায় পা দিলেন তখন যমরাজ তাঁকে দয়া করলেন, তাঁকে তিনটি সন্তান ভিক্ষা দিলেন। তারপর সেই সন্তান তিনটিকে মানুষ করতে করতে আটাশ বছর অতীত হলো, অতীতের স্মৃতি নিয়ে দুদণ্ড কাটাবেন তার অবসর পেলেন না। মেয়েটিই সকলের বড়, তার কপাল পুড়ল বিয়ের মাস ছয় না যেতে। শ্বশুর শাশুড়ী গরীব, নিজেরাই খেতে পান্ না; ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এলো। ওর বাপ বল্লেন, একটি মাত্র মেয়ে, তার বিষণ্ণ মুখ দেখতে পারিনে, যাক্ ও ইস্কুলে, যে ক্লাসে পড়ছিল সেই ক্লাসে পড়ুক, ইস্কুলের খাতায় যে নাম লেখা ছিল সেই নাম বাহাল থাকুক। পড়াশুনায় মেয়ের খুব মন, কিন্তু মাঝখানে হল পেটের ব্যারাম। ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে বেচারির চারটি বছর নষ্ট। এই বার এম-এ দেবে।—যাদুমণি সগর্ব্বে ভ্রূ বিস্তার করলেন। ততক্ষণে ভুলে গেছ্‌লেন যে মেয়ে তাঁর মূর্খতা নিয়ে পরিহাস করেছে।

সোম বল্ল, "ধূর্জ্জটিবাবু ও রবিবাবুর সঙ্গে বিলেতে পরিচয় হলো না বলে আমি দুঃখিত।"

"রবি তো দেশে ফিরেছে। দুই ভাই এক সঙ্গে ওদেশে যায়, রবি ছোট। আর সেই রবিই কি না পাঁচ বছরের মধ্যে পড়া শেষ করে বরোদায় কাজ পেয়ে গেল।" যাদুমণি সোমকে জিজ্ঞাসু দেখে যোগ করলেন, "ইঞ্জিনিয়ার।"

"আর ধূর্জ্জটিবাবু?"

"ওকথা তুমি ওঁকে জিজ্ঞাসা কোরো, বাবা। আমার এখনো দোরস্ত হলো না। পাস করলে কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করবে, না কা করবে। এদিকে তো বাপের পেন্‌সনটা সেই একলা গ্রাস

করলো। সে আর এই সব"—এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি—"কুটুম্বুবা।"

সোমও গলার সুর নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্ল, "ওরা সব কুটুম্ব বুঝি?"

চোখ টিপে যাদুমণি চুপি চুপি বল্লেন, "বুঝ্‌তে পারলে না? কাশী বেড়াতে এসে ছত্রে খাবার ফন্দী এঁটেছে। কুটুম্ব নয়, কুটুম্বুর কুটুম্ব, তার কুটুম্ব। তাও নয়, কোথায় ওঁর নাম শুনেছে, এসে বলেছে আপনি আমার মামলা ডিস্‌মিস্ করেছিলেন তেইশ বছর আগে আরামবাগে।"

সোম ফিস্ ফিস্ করে বল্ল, "ভাগিয়ে দেন না কেন?"

"ওরে বাপ রে। কাশীধামের পুণ্য যেটুকু হচ্ছে এই বুড়ো বয়সে সেটুকুও হবে না।" যাদুমণি অঙ্গভঙ্গী সহকারে উক্তিটাকে সচিত্র করলেন।

*

সোম আসবে এই খবর পেয়ে শিবানীকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল, অন্যের কাছে পরীক্ষা দেবার তার দরকার ছিল না। সোমের পৌঁছানোর পর আবার সাজ সাজ রব উঠ্‌ল। ধূর্জ্জটির স্ত্রী এই বাড়ীতেই থাকেন, রবির স্ত্রী বরোদায়। ধূর্জ্জটি তিন বছর আগে একবার দেশে এসে স্ত্রীকে দেখা দিয়ে গেছ্‌ল, ফলে তার একটি খোকা হয়, সেই খোকাটিকে বুকে করে তাঁর বিরহবেদনার উপশম হচ্ছিল। শিবানীকে সাজানোর ভার তাঁরই উপরে পড়েছে কাননবালার কলেজ থাকায় তিনি এ বিষয়ে দায়িত্ববিরহিত। তিনি এসব বোঝেনও না, বুঝ্‌তে চান্‌ও না। ভালো ছেলেরা যেমন টেরি কাটে না, সাবান মাখে না, সৌখীন পোষাক পরে না

কাননবালারও তেমনি কেশ আলুথালু বসন এলোমেলো ধরণ অগোছালো।

আবার সাজ সাজ রব উঠ্‌ল। এবার এসেছে বিলেতফের্ত্তা পাত্র, পাড়ার পরোপকারিণীদের দ্বারে ডাকাডাকি কর্‌তে হলো না; তাঁরা সাজ সাজ রবাহূত হয়ে নিজেরাই সেজেগুজে সমুপস্থিত হলেন। গাঙ্গুলীগিন্নী সেবারকার অপমানের কথা ধর্ত্তব্য মনে কর্‌লেন না, তবে এবার মাতৃবের উপব আসন না নিয়ে একখানা প্রশস্ত মজবুৎ চেয়ারে আসীন হলেন, যদি আবার অপমানিত হন্‌ তবে গাত্রোত্থানের জন্য পরমুখাপেক্ষী হবেন না। এবার শিবানীর সঙ্কট এত বিষম যে তাঁকে উপেক্ষা কর্‌বে কি সকলে তাঁকেই সঙ্কটের তারিণী ভেবে স্তুতি কর্‌তে সুরু করে দিল।

সোম ঘুণাক্ষরে জানত না যে এত বড় একটা আয়োজন চলেছে শুধু তারই মনোহরণের জন্যে। সে আরাম করে সারা দুপুর জুড়ে নিদ্রা দিল। কে একটি ছোট ছেলে তার শোবার ঘরে ঢুকে ছুটাছুটি করে তাকে যখন জাগিয়ে তুল্ল তখন পাঁচটা বাজে। চোখ মুখ ধুয়ে সে বস্‌বার ঘরে গিয়ে দেখে দাশরথিবাবু সপার্ষদে তার প্রতীক্ষা কর্‌ছেন। "এই যে, কল্যাণ। বসো, কেমন ঘুম হলো। এতক্ষণ তোমার কথা এঁদের বল্‌ছিলুম। একেবারে মনে হয় না যে বিলেত থেকে ফিরেছ। কী ভক্তি কী বিনয় কী স্বদেশপ্রীতি—আমি তো ভয়ে ভয়ে ছিলুম প্যাণ্ট কোট-পরা সাহেবকে কী খাইয়ে কোথায় বসিয়ে আদর আপ্যায়ন কর্‌বো।"

সমাগত অবসরপ্রাপ্তগণ নাকের উপর চশমা চড়িয়ে সোমকে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে প্রবৃত্ত হলেন। দুবছর বিলেতে থেকে তার গায়ের রং যতটা ফরসা হয়েছিল এই কয় দিনেই প্রায় ততটা ময়লা হয়েছে।

তার চামড়ার নীচে যে বিদেশী প্রভাব উহ্য ছিল টেলিস্কোপ বা মাইক্রোস্কোপেও তার পাত্তা পাওয়া যায় না, চশমা তো ছার। কাপড় চোপড় বাঙালীর মতো দেখে তাঁরা চশমা খুলে রাখ্লেন। কতকটা হতাশ সুরে বল্লেন, "না, আদৌ মনে হয় না যে বিলেত প্রত্যাগত।"

তবু তাঁরা সে দেশ সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চল্লেন। সোম সাধ্যানুসারে উত্তর দিতে থাকল। তার অন্য দিকে হুঁশ্ ছিল না। হঠাৎ এক সময় পর্দ্দা সরিয়ে দুই তিন জন মহিলা একটি বালিকাকে ঘরের ভিতর জোরে ঠেলে দিলেন। পর্দ্দা ছেড়ে দিলেন। বালিকাটি দুই হাতে একটি ট্রে ধরে তীরের মতো সোজা সোমের দিকে এগিয়ে এলো। সোম যদি হঠাৎ উঠে তার হাত থেকে ট্রে টি তুলে নিয়ে নিকটবর্ত্তী টিপয়ের উপর না রাখ্ত তবে টাল সাম্লাতে না পেরে সে হয়ত সোমের গায়ে চা ঢেলে দিত।

সোমকে একটি সরল চাহনি অর্পণ করে সে নত মুখে দাঁড়িয়ে কী যেন স্মরণ কর্তে চেষ্টা কর্লো। যেন তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই-এই কর্তে হবে, শেখানো কর্ত্তব্য ভড়্কে গিয়ে ভুলে গেছে। সোম যে হঠাৎ তার হাত থেকে ট্রে-টি কেড়ে নেবে এমন সম্ভাবনার জন্যে তাকে কেউ প্রস্তুত করে দেয়নি। সে যে ভূমিকায় অভিনয়ের তালিম পেয়েছিল তাতে কেউ ট্রে ছিনিয়ে নিলে ধন্যবাদ দিতে হয় এটুকুরও উল্লেখ ছিল না।

তাকে তদবস্থ দেখে কারুর করুণা উপজাত হওয়া দূরে থাকুক সোম ছাড়া সকলের কোপ উদ্রিক্ত হলো, অভিনেতা পার্ট ভুলে গেলে অডিয়েন্সের যা হয়। দাশরথিবাবু চোখ পাকিয়ে বল্লেন, "নমস্কার করো।" মেয়েটি বার-এক চোখ মিট মিট করে শশব্যস্তভাবে নমস্কার রকল। তখন সোম তার দশা হৃদয়ঙ্গম করে তার উপর থেকে

সকলের মনোযোগ ছাড়িয়ে নিল। বৃদ্ধ কুঞ্জমোহন বাবুর কাছে ট্রেশুদ্ধ টিপয়টি স্থাপন করে করজোড়ে বল্ল, "আগে বয়ঃ প্রাচীন।"

কুঞ্জবাবুর মঙ্গোলীয় নয়ন যুগল বিনা নেশায় ঢুলু ঢুলু। তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও সস্মিত হলেন। কিছু না বলে একটি রসগোল্লা তুলে নিয়ে টপ করে মুখে ফেলে দিলেন। দুই ঠোঁট একত্র হয়ে "আঁপ্‌প্‌" বলে একটা শব্দ সৃষ্টি করল। তারপর গণ্ডদ্বয়ের স্ফীতি প্রশমিত হলো ও চোখের কোণ থেকে খানিকটে জল ঝরে গেল। তখন দাদা বল্লেন, "বেশ বানিয়েছে তো। একটা মুখে দিয়ে ছাখ না, দাশরথি।" অতঃপর সুসজ্জিতা অন্য কয়েকটি মেয়ে ঘরে যতগুলি ভদ্রলোক ছিলেন ততগুলি থালা হাতে করে প্রবেশ করলেন ও সকলের হর্ষ বর্দ্ধন করলেন।

সোম এতক্ষণে টের পেয়েছিল যে এই সব সজ্জন তাকে পরীক্ষা করতে আসেননি, এসেছেন পরীক্ষাধীনার পক্ষীয় হয়ে পরীক্ষককে তোষামোদ করতে। কিন্তু কোনটি পরীক্ষাধীনা? একটি না সব ক'টি? কেউ তো কারুর চেয়ে কম সাজেনি। যেন সকলের জীবনে আজ পার্ব্বণ। হয়ত প্রত্যেকেই ভাবছে সোম কী মনে করে তাকেই পছন্দ করবে। বলবে, দেখতে এসেছিলুম বটে শিবানীকে কিন্তু পছন্দ হলো আমার (জ্যোৎস্নার মনে মনে) জ্যোৎস্নাকে, (লিলির মনে মনে) লিলিকে, (শান্তিলতিকার মনে মনে) শান্তিলতিকাকে।

কিন্তু মরীচিকার মতো ঐ সকল মায়াললনা কোথায় মিলিয়ে গেল। সোম দেখল, সেই সর্ব্ব প্রথম মেয়েটি (সেইটি শিবানী বুঝি) তখনো তেমনি নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চল প্রতিমার মতো। সুরূপা নয়, বেশ ভূষা তার অঙ্গের সঙ্গে অসমঞ্জস, যেন তার নিজের নিত্যকার নয়। কেবল দীঘল ঘন চুল এলায়িত হয়ে তার মধ্যে যা কিছু লাবণ্য

যোজনা করেছে। মেয়েটির মুখ ভাব বড় সরল। মনে হয় এ মেয়ে রূপকথা শুনে তার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গী ঋজু, সরল। মনে হয় এ মেয়ে আরাম কেদারায় বই হাতে করে লালিত্য নয়, খাটতে অভ্যস্ত।

সোম নরম স্বরে বল্ল, "বসুন।"

মেয়েটি সত্যিই বসল। হুকুম যে। হুকুমের অবাধ্য হতে জানে না। ওদিকে দাশরথিবাবুরা মেয়েটার স্পর্দ্ধা দেখে রুষ্ট হলেন। কিন্তু পাল্টা হুকুম করলেন না।

ভদ্রতার খাতিরে সোম দুটো একটা প্রশ্ন করল। দাশরথিবাবু বল্লেন, "অত বার ওকে 'আপনি' 'আপনি' বলছ কেন বাবা ও তোমার অনেক ছোট।"—

কাঙ্গালীবাবু বল্লেন, "সব দিক দিয়ে।"

সরোজিনীবাবু বল্লেন "লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্রের সঙ্গে আমাদের ওই পল্লীবালিকার তুলনা হয়! তবে ইনি যদি ওকে নিজ গুণে গ্রহণ করেন—যদি ওর নির্গুণতা গ্রাহ্য না করেন তবে দুই জেলা জজের পারিবারিক সংযোগ বড়ই হৃদয়গ্রাহী হবে।'

চাটুভাষণ সমানে চল্ল।

পরদিন যাদুমণি প্রসঙ্গটা তুল্লেন।

বল্লেন, "কেমন লাগল, বাছা শিবানীকে?"

সোম গত রাতে ভেবে রেখেছিল এর উত্তর। মেয়েটি এমন অবোধ যে ওকে প্রবঞ্চনা করা নিতান্ত সহজ এবং সেইজন্যে সর্ব্বথা পরিহার্য্য। ওকে বিয়ে না করলেই চুকে যায়, কিন্তু বিয়ে করতে সোমের অনিচ্ছা ছিল না। বরঞ্চ ওর প্রতি সোমের

প্রগাঢ় মমতা বোধ হচ্ছিল। কে জানে কার হাতে পড়বে, শাশুড়ী দেবে ছ্যাকা, ননদ করবে চিলেকোঠায় বন্দী, স্বামী গোপালের মতো সুবোধ, প্রতিবাদ করবে না। ওর মতো অবোধ মেয়েরাই তো অত্যাচারকে আমন্ত্রণ করে।

বল্ল, "ভালোই লেগেছে। তবে—"

"তবে?"

"তবে আমার একটি ব্রত আছে।"

"ও মা পুরুষ মানুষের কী ব্রত!" যাদুমণি তাঁর কন্যা কাননবালার দিকে তাকিয়ে সোমের দিকে ফিরে তাকালেন।

কাননবালা উৎকর্ণ ভাবে ছিলেন। বাক্য প্রক্ষেপ করলেন না।

সোম বল্ল, "আমার ব্রত এই যে যার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হবে তার সঙ্গে আগে একবার আমি নির্জ্জনে কথা বলতে চাইব। কথাবার্ত্তার পরে স্থির করব তাকে বিয়ে করব কি না।"

"কী বল্লে!" যাদুমণি যেন হালুম হালুম করতে লাগলেন বাঘিনীর মতো। "কী বল্লে তুমি! নির্জ্জনে কথাবার্ত্তার পর বিয়ে করবে কি না ভেবে দেখবে। ওগো শুনছ! খুকীর বাবা। ডাক দেখি খুকী তোর বাবাকে।" যাদুমণি গজরাতে থাকলেন।

দাশরথি বাবু এক পায়ের একপাটি চটি বৈঠকখানায় ফেলে এলেন। উদ্ধশ্বাসে বল্লেন, "কী হয়েছে? কী? কী?"

যাদুমণি ততক্ষণে স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা মিশিয়েছেন এবং সেই মিশ্র সামগ্রীকে সোমের উপর আরোপ করে আরো কুপিত হয়েছেন। বল্লেন, "তোমার বন্ধুর ছেলে বলছেন তোমার ভাইঝির সঙ্গে আগে নির্জ্জনে কথা বলবেন কি আর-কী করবেন, পরে বিয়ে করবেন কি আর-কী করবেন। ভাইঝি, না বাঈজি—কী দেখতে আসা হয়েছে কাশীতে?"

দাশরথিবাবু লজ্জিত অপদস্থ অপমানিত সোমকে ইঙ্গিতে বল্লেন, "এসো আমার সঙ্গে।" বৈঠকখানায় পাশে বসিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিষম বদরাগী মানুষের পাল্লায় পড়েছিলে। আমি জানি উনি তিলকে বাড়িয়ে তাল করেছেন। আমাকে বলো তো আসল কথাটা।"

তখনো সোমের হৃৎকম্প হচ্ছিল। অপমানে তার বাক্‌রোধ হয়েছিল। সে দুই হাতে মুখ ঢাক্‌ল। এই সময় কাননবালা এসে দাশরথিবাবুর কাছে আসন নিলেন।

"বলো বাবা, বলো। আমাকে তোমার বাবার মতো মনে করতে পারো।"

তবু সোম নির্ব্বাক্।

কাননবালা সোমের পক্ষ নিয়ে বল্লেন, "বিলেতফের্ত্তা আধুনিক যুবকদের এ বাড়ীতে আস্‌তে বলবার সময় মা'র মুখে gag দেওয়া উচিত, যেমন দুষ্ট্ কুকুরের মুখে।"

"কী হয়েছে, তুই বল্ না খুকী।"

খুকী বল্লেন, "হয়েছে যা তার জন্যে এই ভদ্রলোকের কাছে আমাদের মাফ চাওয়া উচিত। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস বশত যদি ইনি বলেই থাকেন যে শিবানীকে বিয়ে করবেন কি না স্থির করবার আগে একবার ওর সঙ্গে নির্জ্জনে আলাপ করতে চান— যা ওদেশের একটা অতি নির্দোষ রীতি—তবে অন্যায় কিছু বলেননি। যে-কোনো মডার্ণ যুবক তাই বলে থাক্‌তেন ও যে-কোনো মডার্ণ মেয়ে তাই প্রত্যাশা করে থাকত।"

দাশরথিবাবু শেষ পর্য্যন্ত শুনলেন কি না সন্দেহ। একমনে ও দুই হাতের দশ আঙুলে দাড়ি বুরুষ করতে লাগলেন। যৌবনে

ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। ভাব গেছে, প্রভাব আছে ও পরিপুষ্ট হয়ে আননভূমিতে কানন রচনা করেছে।

বহুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বল্লেন, "যে সমাজে বাস করতে হচ্ছে সে সমাজের রীতি মান্য করতে হয়। নইলে তোর আমি পুনরায় বিয়ে দিইনি কেন?"

সোম আড় চোখে কাননবালার মুখে তাকিয়ে দেখল তিনি সরম-সিন্দুর বদনে কী যেন ধ্যান করছেন। নিশ্চয়ই তাঁর লোকান্তরিত স্বামীর মর্ত্যরূপ নয়।

"আমার স্ত্রীর কথায়," দাশরথিবাবু বলতে লাগলেন, "তুমি কিছু মনে কোরো না, কল্যাণ। এদেশে যা সম্ভব নয় তা ওদেশ থেকে ফিরে সম্ভব করতে চাও তো আর-এক পুরুষ অপেক্ষা করো। আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের উপর অধীত বিদ্যার প্রয়োগ না করে আমাদেরকে শান্তিতে মরতে দাও।"

সোম সাহসের সহিত বল্ল, "কিন্তু মেয়েগুলি যে আপনাদের হাতে।"

"সেইজন্যেই তো বলছি আর-এক পুরুষ অপেক্ষা করো, তোমাদের নিজের নিজের মেয়ে হোক।"

"কিন্তু," সোম উষ্মার সহিত বল্ল, "আমি যা সম্ভব করতে চাই তা এমন কিছু নয়, একটু বাক্যালাপের নিভৃত অবকাশ।"

"না, না," দাশরথিবাবু দাড়ি নাড়লেন। "তুমি যে শুধু বাক্যালাপই করছ একথা পরে পাড়ার লোক বিশ্বাস করবে না।"

"আপনার ভাইঝির মুখে শুনেও বিশ্বাস করবে না?"

"না হে, না। ওদের মধ্যে যারা দুর্ম্মুখ তারা ও মেয়ের যাতে অন্যত্র বিয়ে না হয় সেই চেষ্টা করবে, বেনামী চিঠি লিখে পাত্র ভাঙিয়ে নেবে। ওদেরও তো বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। এক যদি তুমি

কথা দেও যে শিবানীকে পরে বিয়ে করবে তবে লোকনিন্দা আমরা সামলে নিতে পারব, যদিও এত বড় বনেদি বংশের পক্ষে ওটা যেন বনস্পতির পরগাছা—বনস্পতিরই মতো দীর্ঘজীবী। আরো তো ছোট ছোট ভাইঝি আছে, ওদেরও একদিন বিয়ে দিতে হবে। না, হবে না ?"

কাননবালার পাণ্ডুর মুখ যেন এই কথাটি বল্‌তে চাইছিল যে, ঐ সব আগত অনাগত শিশুদের বিয়ে হবে না বলে আমারও ভালো করে বিয়ে হলো না।

সোম বল্ল, "কথা আমি দিতে পার্‌ব না নিভৃতে কথা বলার আগে।" আপনাকে অহেতুক লোকনিন্দাভাজন করতেও আমার রুচি হবে না। অতএব বিদায়।"

"সে কী হে! তুমি এখনি উঠ্‌বে। য়্যাঁ।"

"যা অসম্ভব তার জন্যে আমি আর-এক পুরুষ কেন আর-এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে পার্‌বো না।"

"সে কী হে! য়্যাঁ!"

"যেতে হবে আমাকে সম্ভবের সন্ধানে—কুস্তোড কলিয়ারি, নাজিয়ার পাড়া, লালমণির হাট, ভুসাওল, কোলাবা। একশো সাত-চল্লিশটা ঠিকানায় খোঁজ করতে হবে সম্ভবকে। এক জায়গায় বসে থাক্‌লে চলে ?"

দাশরথিবাবু বুদ্ধি ধার করবার জন্যে অন্দরে উঠে গেলেন। ডাক্‌লেন, "ও যাদুমণি।" স্বামীস্ত্রীতে যতক্ষণ ধরে বুদ্ধি দেওয়া নেওয়া চল্ল ততক্ষণ বৈঠকখানায় সোম ও কাননবালা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

কাননবালা সোমের দিকে না তাকিয়ে বল্লেন, "বাস্তবিক, লোক-নিন্দাকে এতটা ভয় করা অনুচিত।"

সোম কাননবালার দিকে বিশেষ করে তাকালেন, "আমি শিবানীকে ভয়টা গৌণ। ভয় মুখ্যত আমাকে।"

কাননবালা ঘাবড়ে গেলেন সাহস সঞ্চয় করে কী হবে! তাঁর আপনি কি বাঘ না ভালুক যে আপনাকে ভয় করতে হবে? এমা ঘরে আমি নিভৃত বাক্যালাপ করছি নির্ভয়ে।"

কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত সোম বল্ল, "সাবধান, মিস্ মিত্র। একাকিনী নারীর পক্ষে পুরুষ হচ্ছে বাঘ ভালুকের চেয়ে ভয়াবহ। কারণ বাঘ যদি আঁচড় দেয় তবে সে আচড় একদিন শুকোতে পারে। কিন্তু আমি যদি হাতখান ধরে একটু নেড়ে দিই তবে সে ব্যথার চিকিৎসা নেই।"

নার্ভাস হাসি হেসে মিস মিত্র বল্লেন, "মডার্ণ ইয়ংম্যানদের অহঙ্কার দেখে এমন হাসি পায়। যেন আমরা কাঁচের পুতুল যে নাড়া পেলে ভেঙে গুড়িয়ে যাবো।"

সোম তেমনি গম্ভীর ভাবে বল্ল, "একবার নাড়া দিয়ে দেখবো নাকি?"

"বেশ তো। দেখুন না!" কাননবালা মুচকি হেসে চোখ নামালেন।

সোমের সহসা স্মরণ হলো যে, না, আগুন নিয়ে খেলা আর নয়। যথেষ্ট বার প্রেম করা হয়েছে। এবার করতে হবে বিয়ে।

দাশরথি বাবু যেন আবৃত্তি করতে করতে ঘরে ঢুকলেন। "তোমার কথাই রইল, কল্যাণ। শিবানী ও তুমি এই ঘরে বসে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা কইবে, আর তিন পাশের তিন ঘরে থাকব আমি, খুকীর মা ও খুকী।"

কথা সেও যে শিবানীকে -র ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বল্ল, "তিন দিকের দরজা সাম্‌লে নিতে পার্‌ব, —াক্‌বে ?"

বনস্পতির পরগ্—ব।

ছোট - 'খলে আর নির্জ্জন কা হলো ?"

"না, না, বন্ধ থাক্‌বে।"

"কোন দিক থেকে বন্ধ থাক্‌বে—বাইরের দিক থেকে না ভিতরের দিক থেকে ?"

দাশরথি বাবু বল্লেন, "তাই তো ' তাই তো ! ওগো যাদুমণি।" আবার অন্দরে চল্লেন।

ইত্যবসরে কাননবালা বল্লেন, "মডার্ণ ইয়ংম্যানদের ধরণ হচ্চে মেঘের মতো যত গর্জ্জায় তত বর্ষায় না।"

সোম চুপ করে থাক্‌ল।

তিনি বল্লেন, "নাড়া দেবো, নাড়া দেবো। কই নাড়া ? কেবল words, words, words."

সোম আত্মসম্বরণ করে সহাস্তে বল্লে, "মনে হয় সুপক্ক অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছেন।"

তিনি সকরুণ স্বরে বল্লেন, "আপনারা সকলেই সমান হৃদয়হীন। পরের হৃদয় সম্বন্ধে সমান উদাসীন।"

সোমের মধ্যেকার খেলোয়াড় ঐ চ্যালেঞ্জ শুনে বল্ল, "শিবানীর হৃদয়ের প্রতি উদাসীন থেকে অন্যায় কর্‌বো না বলেই তো তাঁর সঙ্গে প্রাইভেট ইণ্টারভিউ প্রার্থনা কর্‌ছি। তবে কোন্ অপরাধে আমাকে হৃদয়হীন বল্লেন ?"

কাননবালা এর উত্তর দিতে না পেরে অপ্রতিভ বোধ কর্‌লেন।

আরক্ত মুখমণ্ডল অবনত করে অস্পষ্ট ভাবে বল্লেন, "আমি শিবানীকে লক্ষ্য করে বলিনি।"

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। বেচারিকে আর নির্য্যাতন করে কী হবে। তাঁর দুঃখ দূর করা সোমেব অসাধ্য। রোমান্সের উপর তার অশ্রদ্ধা ধরে গেছ্‌ল ওর পরিণাম ভয়াবহ না হোক দুর্ব্বহ। অথচ রোমান্সের সাহায্য ব্যতিরেকে এত বেশী বযসের নাবাকে বিবাহ করতেও প্রবৃত্তি হয় না।

সোম নীবব বইল। আব খেলা নয়।

পাঠ মুখস্থ করতে কব্‌ত দাশবথিবাবুব পুনঃ প্রবেশ। তিনি বল্লেন, "বাইরে থেকে বন্ধ থাক্‌বে।"

"বাইরে থেকে যে বন্ধই থাক্‌বে সারাক্ষণ তার স্থিরতা কী!"

"তুমি তো ভারি সন্দেহী লোক হে।"

"কে সন্দেহী লোক তা নিয়ে তর্ক করতে চাইনে।" সোম উঠে দাঁড়ালো। "আচ্ছা, আসি।"

"ঁ্যা!" দাশরথিবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বল্লেন, "ঁ্যা! বসো, বসো। আমার কথাটাব সবটা শোনো আগে। তুমি বলছ, স্থিরতা কী? আমি বল্‌ছি, আমি প্রতিশ্রুতি দিলুম।"

"আপনি তো দিলেন, আপনার স্ত্রী?"

"আমার স্ত্রী পতিপ্রাণা।"

সোম মনে মনে বল্ল, "আর আপনার কন্যাটিও ভাবী ভগ্নীপতি-প্রাণা।" মুখে বল্ল, "আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ কর্‌লুম।"

তাই হলো। শিবানীকে সোমের সঙ্গে রেখে তিন দিকে তিন দরজার আড়ালে পাহারা দিলেন কেবল ওঁরা তিন জন না, ওঁদের বৌমা, ওঁদের দাসী মোক্ষদা এবং আরো অনেকে। সোমকে শুনিয়ে

গুনিয়ে দরজাগুলো সশব্দে বন্ধ হলো। ক্রমশ গোলমাল থেমে এলো। কিছুক্ষণ ফিস্‌ফিসানি চল্ল। তারপর সব চুপ। সকলে কান পেতে রইলো সোম-শিবানী সংবাদ শুন্‌তে।

সোম বল্ল, "শিবানী"। তার পর পাঁচ মিনিট স্তব্ধ থেকে ওঁদের উৎকর্ণতাকে ক্ষুরধার কর্‌ল।

সোম বল্ল, "শিবানী, একটি দরজা খোল্লা আছে। চলো আমরা পালাই।"

ওঁরা কাশ্‌লেন। কাশর কাশি, মহাকাশি।

সোম বল্ল, "ওঁরা সবাই ঐ তিন ঘরে বন্ধ, কে আমাদের আট্‌কাবে? এই যে, ধরো আমার হাত। ধর্‌লে তো? চলো।

কপাটের খিল খসিয়ে টান মেরে হুড় মুড করে ওঁরা এসে সোমের ঘাড়ে পড়্‌লেন। সে দুষ্ট তখনো তেমনি ভাবে যথাস্থানে উপবিষ্ট। শিবানীও তার থেকে তেমনি দূরে।

প্রথমে মুখ ফুট্‌ল যাদুমণির। তিনি বিনা গৌরচন্দ্রিকায় বল্লেন, "ছোটলোকের ব্যাটা, বেজন্মা।"

দাশরথি ইস্কুলে একটি মাত্র গালাগালি শিখেছিলেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ঐ ছিল তাঁর সম্বল। এমনি তাঁর একনিষ্ঠতা। বল্লেন "Donkey, monkey, robber."

মিস্‌ মিত্র আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লেন "হৃদয়হীন, উদাসীন।"

বৌমা শিবানীকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। মোক্ষদা বল্ল, "ছুঁচ্‌ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বোরোয়। কাল যখন এসে পেন্নাম কর্‌ল আমি ভাব্‌নু সোনার চাঁদ ছেলে। ওমা, এর পেটে এত ছিল। আগুনমুখো, ডাকাত্‌রা।"

সোম এ সবের জন্যে একরকম প্রস্তুত হয়েই ছিল। বল্ল, "প্রতিশ্রুতি এমনি করে রাখ্‌তে হয়।"

দাশরথিবাবু ধমক্ দিয়ে বল্লেন, "যাও, যাও, সাধু পুরুষ। প্রতিশ্রুতির যোগ্য বটে।"

যাদুমণি তাড়া দিয়ে বল্লেন, "ভাগ্, ভাগ্, আমার বাড়ীর থেকে। নইলে—"

"নইলে ?"

"নইলে পুলিশ ডাক্‌ব।"

"তবে তাই ডাকুন। আমি সহজে গা তুল্‌ছিনে।" এই বলে সোম একটা চুরুট ধরালো। এই লোকগুলির উপর তার ভক্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

ঘরে পুলিশ ডাক্‌লে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। দাশরথিবাবু গিন্নীকে বল্লেন, মেজাজ ঠাণ্ডা করতে। সোমকে বল্লেন, "ভদ্রলোকের ছেলে মানে মানে বিদায় হও।"

সোম বল্ল, "অপমানের কী বাকী রেখেছেন ? কেন চোরের মতো সরে পড়বো ? ডাকুন পুলিশ, একটা এজাহার লেখাই, পাড়ার লোক ভিড় করুক, একটা বক্তৃতা দিই। বলি সবাইকে ডেকে নির্জ্জন ঘরে কী করেছি—"

"কী করেছ!" দাশরথিবাবু আঁৎকে উঠ্‌লেন।

"কী করেছি তা আপনার ভাইঝিকে জিজ্ঞাসা করুন।"

দাশরথিবাবু মেজের উপর ধপ্ করে বসে পড়্‌লেন। মোক্ষদা পাখা নিয়ে ছুটে এলো। মিস্ মিত্র চিৎকার করে "স্মেলিং সল্ট্" হেঁকে এ ঘর ও ঘর করতে থাক্‌লেন। যাদুমণি এক ঘটি জল এনে

স্বামীর মাথায় উজাড় করলেন। মোক্ষদাকে বল্লেন, "তুই আমার হাতে পাখাটা দিয়ে যা, আরো জল নিয়ে আয়।"

দাশরথিবাবু অনেক কষ্টে বল্লেন, "আজ আমি আত্মঘাতী হবো, তোমরা কেউ বাধা দিয়ো না। গিন্নী, তুমি এতদিনে বিধবা হলে। বাড়ীতে থান কাপড় আছে তো? দেখো, বৈধব্যের কোনো উপকরণের কম্‌তি হলে বাজারে রাম দুশ্‌মন সিংকে পাঠাতে ভুলো না।"

সোম পায়ের উপর পা রেখে নির্ব্বিকারভাবে চুরুট ফুঁক্‌তে থাক্‌ল। যেন ফোটোর জন্যে pose করেছে।

৩

সুলক্ষণা

কাশীতে এক বনেদী বংশের এইরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করে বাঙালী Casanova কল্যাণকুমার সোম দেওঘরে উপনীত হলেন। তাকে নিতে এসেছিল সত্যেনবাবুর মেজ ছেলে শুভ্র আর সত্যেন-বাবুদের বাড়ী আড্ডা দিয়ে থাকে একটি যুবক, তার ভালো নাম যে কী তা কেউ জানে না, ডাক নাম মাকাল।

মাকালকে সোম একদা চিনত। আই-এতে দু বছর একসঙ্গে একঘরে বসেছিল, এই পর্য্যন্ত। এতদিনে উভয়েরই আকৃতির পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু অবস্থা হবে দলে সেই একই—দু জনেই বেকার। মাকাল জিজ্ঞাসা করল, "চিনতে পারছেন?"

"পারছি বৈকি," সোম বল্ল, "কিন্তু 'আপনি' কেন? 'তুমি'র কী হয়েছে?"

মাকাল খুশি হয়ে বল্ল, "বাপরে, তোমরা হলে বিলেত ফেরৎ। তোমাদের সঙ্গে এক রাস্তায় হাঁটতে পাবা আমাদের মত অস্পৃশ্যের সৌভাগ্য।"

শুভ্র ছেলেটি স্কুলে পড়ছে। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত তার মুখমণ্ডল। তার জীবনে প্রভাতকাল। শুভ্রকে দেখে সোম দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল। ইচ্ছা করলে ঐ বয়েসের স্ত্রী পাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছা করলে ঐ বয়সকে ফিরে পাওয়া যায় না। যৌবন আনে ক্ষমতা, কৈশোর দেয় শ্রী। ক্ষমতার নেশায় শ্রীকে থাকা যায় ভুলে, কিন্তু নেশার ফাঁকে হঠাৎ একদিন তার উপর দৃষ্টি পড়লে ক্ষমতাকে

নিয়ে সান্ত্বনা পাওয়া যাব না। তাই ব্রজের গোপবালক চিরদিন আমাদের প্রীতি পেয়ে আসছে, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে আমবা চিনিনে। বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ।

সত্যেনবাবু বাতে পঙ্গু অবস্থায় সোমকে অভ্যর্থনা করলেন। "তুমি এসেছ দেখে বড আনন্দ পেলুম। আমাদের এ দিকে তোমাব মতো কৃতী, কাল্‌চাবড্‌ যুবকেব আসা একটা event. বুলুকে তোমার পছন্দ হোক বা নাই হোক্‌ তাতে কিছু আসে যায় না, তোমার আসাটাই আমার পক্ষে ধন্বন্তরীর আগমন।"

ভদ্রলোক বলে চল্লেন—বলা ছাড়া তাঁর করণীয আব কী ছিল ?—"ইয়োবোপ। ইযোরোপেব আকর্ষণ আবাল্য আমাকে অস্থিব কবেছে, কিন্তু এ জন্মে হযে উঠল না, যাওয়া হযে উঠল না। মা বুলু, শুনে যাও তো মা।"

আঠাবো উনিশ বছব বযসে একটি সুগঠিতা সুমধ্যমা তরুণী সোমকে নমস্কাব কবে বল্ল, "কী বাবা।"

"সেই পুবোনো মোটা ছবিব বই দুটো একবাব আনতে পাবো, মা? ইনি দেখবেন। সেই যে ১৮০৪ সালের ছাপা ইংবেজী ও ফবাসী ভাষায মুদ্রিত।"

"বুঝেছি," বলে বুলু বই আনতে গেল।

সত্যেনবাবু নিম্ন স্বরে বল্লেন, "আমাব বড মেযে সুলক্ষণা। এরই কথা তোমাব বাবাকে লিখেছি।"

মোটা মোটা দু খানা ভল্যুম বুলু একা বয়ে আনছে দেখে সোম ছুটে যেতে দ্বিধা করল না। "দিন্, দিন্, আমার জন্যে আনা বই আমাকে দিন্। এ কি অবলা জাতির কর্ম্ম।" সুলক্ষণার মৃদু আপত্তি সোম গ্রাহ্য কবল না।

সত্যেনবাবু খুব হেসে বল্লেন, "অবলাজাতিকে অবজ্ঞা কোরো না হে। তুমি নিজেই দেখে এসেছ ওঁরা সমুদ্র সাঁৎরে পার হচ্ছেন, আকাশেও ওঁরা উড্ডীন। আর আমাদের এই বুলুর বীণাখানি দেখ্‌বে এখন।"

১৮০৪ সালে ইংলণ্ডে মুদ্রিত সেই গ্রন্থে পটের মত রংচঙে ছবির ছড়াছড়ি। নানা দেশের নানা বেশভূষাধারী মানুষের প্রতিকৃতি ও বর্ণনা। সেকালের যানবাহন তৈজস আসবাব ইত্যাদির অনুকৃতিও ছিল। সত্যেনবাবু সোমের মনোযোগ ভঙ্গ করে বল্লেন, "আমার সংগ্রহে এর চেয়ে পুরাতন চিত্রপুস্তকও আছে, কল্যাণ। দেখ্‌বে তুমি ক্রমে ক্রমে। এখানে থাকা হবে তো কিছুদিন ?"

"সেটা গৃহস্বামীর ইচ্ছাধীন।"

"বেশ, বেশ, তোমার যতদিন খুসি ততদিন থাকো। তোমাদেরই জন্যে তো এ বাড়ী করেছি। আমার স্ত্রী নেই, আমারও থাকা না থাকা সমান। তান শুন্‌তে শুন্‌তে প্রাণটা আছে বীণার তারে বাঁধা। তুমি স্পিরিচুয়ালিস্‌ম্‌ বিশ্বাস করো তো ?"

"আজ্ঞে, না।"

"বিশ্বাস যখন করো না তখন তোমাকে বোঝানো অসম্ভব কী প্রত্যয়ের উপর আমি বেঁচে আছি।"

ভদ্রলোকের চলৎশক্তি নেই, কিন্তু বলৎশক্তি বিলক্ষণ। বক্‌বক্ করতে ভালোবাসেন বলে যেকেউ একটু মন দিয়ে বা মন দেবার ভাণ করে তাঁর কাছে একঘণ্টা বস্‌ল সেই তাঁর বয়স্যের মতো প্রিয় হলো। মাকাল এদের অন্যতম। ভদ্রলোক যৌবনে কবিতা লিখ্‌তেন। শিশুপাঠ্য পুস্তকে কবি শব্দের [illegible] দেওয়া আছে, "কবি—যে কবিতা লেখে।" অতএব সত্যেনবাবু

ছিলেন কবি। শোনা যায় তিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সতীশ-চন্দ্র রায় প্রভৃতির সতীর্থ। তারপরে একটি মহকুমা শহরে এম্-এ বি-এল্ উকীলরূপে তাঁর আবির্ভাব ঘট্‌ল। বাগ্মিতা ও বিদ্যা প্রথম কয়েক বছর রজতপ্রসূ হলো না। রজতের অভাবে রন্ধনগৃহে ইন্ধনের অভাব হলে গৃহিণী একদিন কবিতার খাতাগুলির দ্বারা সে অভাব দূর করলেন। এমন সময় রাজায় প্রজায় বাধ্‌ল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা। সব উকীল জমিদারের মুঠায় একা সত্যেন রক্ষা করবেন প্রজাদের স্বত্ব। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন এক কানা মোক্তার। প্রজারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করে মামলার খরচা জোগালো আড়াই বছর। সত্যেন উকীল ও সরফরাজ হোসেন মোক্তার পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে আর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফির্‌তে পার্‌লেন না, গাড়ী কিনে ফেল্লেন। আর বাড়ী ফিরে কি আরাম আছে—মহকুমা শহরের বাড়ী। হোসেন চল্লেন হজ কর্‌তে। সত্যেন দালান দিলেন দেশঘরে। জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করে ওকালতী করা যায় না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারও তাঁর বিস্বাদ বোধ হলো। আড়াই বছরে উপার্জ্জন যা করেছিলেন তা পঞ্চাশখানা গ্রামের পঁচিশ হাজার কৃষকের সঞ্চয় ও ঋণ। তার সুদের সুদে পুরুষানুক্রমে বীণা বাজানো যায়।

যৌবনে যখন তিনি কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তখন থেকেই তিনি অনুকরণ করে আসছিলেন। অবশ্য সদরে। অন্দরে তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁর স্বকীয়। তবে সোমের আগমনে তাঁর সদর অন্দর একাকার হয়ে গেছে। মাকাল যা বর্ষাধিক কালের সাধনায় লাভ করতে পার্‌ল না সোম শুধুমাত্র বিলিতী ডিগ্রীর জোরে তাই দখল কর্‌ল। সোমের জন্য রান্না কর্‌ল স্বয়ং বুলু।

পাতা পড়্ল বিশেষ একটি ঘরে। পর্ব্বতকে মহম্মদের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তিনি যে পথ্য গ্রহণ কর্লেন বলা বাহুল্য তা স্পিরিচুয়ালিস্‌ম্ নয়।

“ওরে বুলু”, তিনি খেতে বসে বল্লেন, “তোর হাতের অমৃত ভুঞ্জন যে ফুরিয়ে এলো আমার। বাবা কল্যাণ, আশা করি অমৃতকে তুমি অমৃত বল্‌বে।”

সোম বল্ল, “আর একটু ঝোলামৃত পেলে মন্দ হলো না।”

সত্যেনবাবু ব্যস্ত হয়ে রবীন্দ্রেতর স্বরে বল্লেন, “আর-একটু, আর-একটু ঝোল দিয়ে যা তো এঁকে।”

*

রাত্রে সঙ্গীতের জলসা। হিন্দী ও বাংলা গানের ওস্তাদদের পালা সাঙ্গ হলে সুলক্ষণা শ্রোতৃমণ্ডলীকে নমস্কার করে বীণা হাতে নিল। চতুর্দিকে ধ্বনিয়ে উঠ্‌ল, ঝনন ঝনন ঝন। বীণাবাদনের দ্বারা সে একটি মায়াময় পরিমণ্ডল সৃজন কর্‌তে থাক্‌ল। যেন আদেশ দিল, “Let there be light”. অমনি আলোকের জন্মরহস্যে পূর্ব্বদিক উদ্ভাসিত হলো। তারপর হুকুম কর্‌ল, “Let there be a firmament”. অমনি প্রকাশিত হলো মহাকাশ।

গান বাজনার ভালোমন্দ সোম বোঝে না, সঙ্গীতে তার প্রবেশ নেই। সেই যে তার এক বন্ধু প্যারিসের লুভ্‌র্ মিউ-জিয়ামের গ্যালেরীতে লম্বমান আলেখ্যরাজি সম্পর্কে বলেছিল, “এ আর কী দেখ্‌বো? এর একটা অন্যটার মতন। হুবহু এক।” তেমনি রাগরাগিণী সম্বন্ধে সোমেরও পার্থক্যভেদ ছিল না, ওসব হুবহু এক। তা সত্ত্বে সঙ্গীতের সম্মোহন সরীসৃপকে বশ করছে

পারে, সোম তো মানুষ। সুলক্ষণা যেন তাকে মন্ত্র পড়ে বন্দী কর্‌ল। বীণাবাদনের সঙ্গে জড়িয়ে বীণাবাদিনীকে সোম অসামান্ত রূপলাবণ্যবতী অপ্সরা জ্ঞানে পুরস্কার স্বরূপ তার হৃদয় নিক্ষেপ কর্‌ল। চেয়ে দেখ্‌ল সত্যেনবাবু চোখ টিপে মাথা নেড়ে তারিফ কর্‌ছেন, মাকাল ঢুলু ঢুলু, ফটিকবাবু প্রবোধবাবুরা হাত দিয়ে উরুর উপর তাল ঠুক্‌ছেন।

সুলক্ষণা বাদন সারা করে আবার একটি নমস্কার করে বীণা নামিয়ে রাখ্‌ল। সকলে গর্জ্জে উঠলেন, সাধু সাধু সাধু। প্রশংসা বাক্যের কোলাহলমুখর হট্টস্থলী ত্যাগ করে সোম বাইরে নক্ষত্র সভামণ্ডপের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। তার মনে হতে লাগ্‌ল সে অমন একটা ব্রত গ্রহণ না কর্‌লেই পারত, কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল। এই মেয়েটিকে স্ত্রীরূপে পাবার প্রস্তাব আজই করা যায়, সত্যেনবাবু তো তাই প্রত্যাশা করছেন। বিয়ের পরে কোন্ মেয়ে স্বামীকে ভালো না বাসে যদি স্বামীর ভালোবাসা পায়? সোম তাকে খুব—খুব—খুব ভালোবাসবে, তার বীণা শুনে তার কোন খুঁৎ মনে আনবে না।

খাবার সময় সত্যেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে। বুলুর তানালাপ তোমার কেমন লাগ্‌ল তা তো বল্লে না?"

সোম শুধু বল্‌তে পার্‌ল, "আমি মুগ্ধ হয়েছি।" তার তখন একমাত্র চিন্তা তার ব্রতের কী হবে।

"ওরে বুলু, শোন, ইনি কী বল্‌ছেন। তোর শিক্ষা সার্থক। তুমি বোধ হয় জানো না, কল্যাণ, ওকে আমি শান্তিনিকেতনে দিয়েছিলুম। কবি বড় স্নেহ কর্‌তেন। ওকে স্বহস্তে একটি কবিতা লিখে দিয়েছেন, দেখ্‌বে এখন।"

প্রতিভা ও সাধনা বিয়ের বাজারে না বিকালে সার্থক হয় না, ও কথা থেকে সোম এই সিদ্ধান্ত টেনে বার করল। তখন তার অন্তর বিষিয়ে উঠ্‌ল প্রতিবাদের তীব্র তাড়নায়। ব্যঙ্গোক্তি তার মুখের প্রান্তে টলমল করল। সে বলতে চাইল, 'বীণা বোধ করি এত ভালো করে বাজ্‌ত না যদি না তার উপর ঘট্‌কালির ভার থাকৃত।' কিন্তু তাতে সুলক্ষণা আঘাত পাবে। আনন্দদায়িনীকে আঘাত কব্‌তে সোমের মুখ ফুট্‌ল না।

সোমের মোহ অপগত হলো। সে ভাব্‌ল, মেয়েদের কলানুশীলন বিবাহান্ত। বিবাহের পরে কাব্য তোলা হয় শিকায়, বীণা জমা হয় মালগুদামে। বিবাহের দু বছর পরে শিবানী যা সুলক্ষণাও তাই —গৃহিণী এবং জননী। ওদের যে কোনো একজনকে নিয়ে সুখে দুঃখে গৃহকোণে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। তবে কেন সুলক্ষণার বেলায় ব্রতের ব্যতিক্রম হবে? না, হবারকোন কারণ নেই। হবে না।

পরদিন সত্যেনবাবুকে তার ব্রতের কথা বল্‌বে-বল্‌বে করছে এমন সময় তিনি আপান প্রস্তাব করলেন, "যাও তোমরা, বুড়ো মানুষের কাছে বসে থেকো না। একটু বেড়িয়ে এসো।"

সোম শুভ্র সুলক্ষণা ও মাকাল বেড়াতে বেরলো। সোমের আশা হলো যে মাকাল ও শুভ্র একটু দূরে দূরে হাঁট্‌বে ও নিজেদের মধ্যে গল্প করতে থাকবে। সোম শুনতে পেলো মাকাল শুভ্রকে বলছে, "আমি রেস্‌ খেলি তার আসল কারণ কি জানো? জীবনের সর্ব্ববিধ প্রকাশে আমার সমান আগ্রহ।" শুভ্র তা নিয়ে তর্ক করছে। ছেলেমানুষী তর্ক—নীতিবচন আওড়ে হিতাহিতের ভাগবাটোয়ারা। মাকালের সর্ব্ববিধ প্রকাশে সমান আগ্রহ যে খাঁটি মাকাল তা প্রতিপন্ন করছে পোষাকে। তার পরনে টেনিস্‌ ট্রাউজার্স, কোটের [illegible]

ড্রেসিং গাউন, হ্যাটের বদলে পশমের টুপি। তার পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। সোমের হাসি পেল। সে সুলক্ষণাকে বল্ল, "সান্ধ্যভ্রমণের পক্ষে ওরূপ পোষাকের কোনো উপযোগিতা আছে কি?"

সুলক্ষণা মৃদু হেসে বল্ল, "ওঁর বিশ্বাস উনি রবীন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তন কর্‌ছেন। মহাকবি জুতো ভেঙে চটির মতো করে পায়ে দেন, পরেন পায়জামা ও চড়ান আলখাল্লা। তাঁর টুপিরও মাকালদা নকল করেছেন। আপনি শুন্‌লে অবাক হবেন যে মাকালদা ঐ পোষাকে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন।"

সোম অবশ্য অবাক হলো না। সবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কবি তাঁর পরিচ্ছদের প্যারডি দেখে কী বল্লেন?"

"কী আর বল্‌বেন? বোধ হয় ভাবলেন যে সব হয়েছে, দাড়িটি হয় নি।"

সোম কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতনে গেছ্‌ল। তখন সুলক্ষণা ওখানে ছিল কি না, থাক্‌লে সোম তাকে দেখেছে কি না তাই নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হলো। ততক্ষণে মাকালরা অনেকদূর গেছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক কি অন্যমনে তা কে বল্‌বে?

৮

"আপনার সঙ্গে," সোম চল্‌তে চল্‌তে বল্ল, "নির্জ্জনে আমার কিছু কথা ছিল।"

এতক্ষণ যে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল সেও নির্জ্জনে, তবু সেটা নির্জ্জনে বলে সুলক্ষণার খেয়াল ছিল না। "নির্জ্জনে" শব্দটার প্রয়োগে সে সহসা সচেতন হয়ে সচকিত ভাবে এদিক ওদিক চেয়ে নিল। পুরুষ মানুষের সঙ্গে সে কতবার কথা কয়েছে, কিন্তু এক ঝাঁক পাখীর মধ্যে একটি পাখীর মতো। শান্তিনিকেতনের মেলামেশা ঝাঁকে বদ্ধ

থেকে, তাই বাড়ীতেও মেলামেশার সময় ঝাঁক না থাকলে ফাঁক বোধ হয়, গা ছম ছম করে।

যে মেয়েটি এতক্ষণ বেশ সপ্রতিভ ছিল তার ব্যবহারে কেন এলো আড়ষ্টভাব, সোম তা বুঝতে পারল না। কিন্তু লক্ষ করল। বক্তব্যটাকে এমন মানুষের গ্রহণযোগ্য করবার জন্যে সে নীরব থেকে নিজের মনে বহু বার মহলা দিল, মোলায়েম করল।

বল্ল, "সুলক্ষণা দেবী, আপনাদের বাড়ীতে আমি কেন অতিথি হয়েছি তা হয়ত জানেন, অন্তত অনুমান করেছেন। আপনাকে আমার কেমন লাগল আপনার বাবা প্রকারান্তরে এই প্রশ্নই করেছিলেন, আমি যে উত্তর দিয়েছি আপনি তা শুনেছেন। এখন আমাকে আপনার কেমন লাগল এই আমার জিজ্ঞাস্য।"

সুলক্ষণা তার সপ্রতিভতা ফিরে পেল, কিন্তু ভাবা ফিরে পেল না। এবার শঙ্কা নয়, লজ্জা।

"বুঝেছি, সুলক্ষণা দেবী," সোম বল্ল, "আপনার ছিল বীণা, সেই দিল আপনার পরিচয়। আমার তো তেমন কিছু নেই, আমি আপনার অপরিচিত। অপরিচিতকে কেমন আর লাগবে!"

সুলক্ষণার কুণ্ঠিত দৃষ্টি থেকে এর অনুমোদন পেয়ে সোম বলে গেল, "আপনার পরিচয় বীণাতে, আমার পরিচয় বাণীতে। বীণা চেয়েছিল জনতা, বাণী চায় বিজনতা। এখন বুঝলেন তো কেন নির্জ্জনে কিছু কথা ছিল?"

'নির্জ্জনে' শুনে সুলক্ষণা আবার চমকালো। কিন্তু এবার সে ঔৎসুক্য বোধ করছিল। সোমের পরিচয় বিজ্ঞাপনে যা পড়েছিল তার বেশী কী হতে পারে শোনা যাক্। সে কি শিকারী, না সে বাঁশী বাজায়, না সে খুব বেড়িয়েছে ও বেড়াতে ভালোবাসে?

সোম বল্ল, "সুলক্ষণা দেবী, আমি গুণী নই। গানবাজনার সারে গামা ও পর্টুগালের ভাস্কোডাগামা এদের মধ্যে কে কার মামা জানিনে। হাস্‌ছেন? তবে কেউ কারুর মামা নয়। বাঁচা গেল। গামার কথায় মনে পড়্‌ল আমি পালোয়ান নই। পালের কথা যখন উঠ্‌ল তখন বলি গোষ্ঠ পাল হয়ে থাক্‌লে দেওঘরের বল্ কিক্ করে গিরিডিতে ফেলতুম, সেই হতো আমার পরিচয়। খুব হাস্‌ছেন। তা বলে মনে কর্‌বেন না যে আমি হাস্যরসিক। লেখকও নই, অভিনেতাও না। আর হাসাতে যদিও পারি হাস্‌তে তেমন পারিনে। ভাব্‌ছেন, হয়ত সৌনিক্। না, সুলক্ষণা দেবী, বিধাতা ও তাঁর বিধানের উপর আমার আক্রোশ কি অভিমান কি সংশয় কি অশ্রদ্ধা নেই।"

এই পর্য্যন্ত এসে সোম হঠাৎ থাম্‌ল। শুধালো, "শুন্‌তে আগ্রহ বোধ না কর্‌লে বলুন, বন্ধ করি।"

সুলক্ষণা সলজ্জভাবে বল্ল, "না।"

সোম দুষ্টুমি করে বল্ল, "শুন্‌বেন না? তা হলে বন্ধ করি।"

সুলক্ষণা আবার তেমনি সলজ্জভাবে বল্ল, "না।"

"কোনটা না? শোনাটা, না বন্ধ করাটা?"

নাছোড়বান্দার হাতে পড়েছে, খুলে বলা ছাড়া গতিরন্যথা। কিন্তু কথাটা যেই তার মুখ ছেড়ে রওনা হলো মনটা অমনি লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে গেল।

সোম হৃষ্ট হয়ে বল্ল, "বেশ, এখন ।মার সাত খুন মাপ। তবে খুন আমি হিসাব করে দেখ্‌তে গেলে ছয় বার করেছি—"

সুলক্ষণা "উঃ" বলে উঠে থম্‌কে দাঁড়ালো। তার পাংশু মুখে আতঙ্কের নিশান।

সোম হেসে বল্ল, "ভয় নেই, আপনাকে খুন করবো না। খুন খারাবি জীবনের মতো ত্যাগ করেছি, সুলক্ষণা দেবী।"

এতক্ষণে সুলক্ষণার ঠাহর হলো যে খুন করা অর্থে অন্যকিছু বোঝায়। নিজের মূর্খতায় লজ্জিত হওয়ায় আবার তার মুখে রক্ত সঞ্চার হলো। সে আস্বস্তির স্বরে বল্ল, "ওঃ!"

"ওঃ!" সোম বল্ল পরিহাস ভরে। "আপনাকে সবই বিশ্বাস করানো যায় দেখ্‌ছি। যেমন অকস্মাৎ বল্লেন 'উঃ' তেমনি অবলীলাক্রমে বল্লেন 'ওঃ!' এবার আমি যদি ঘোষণা করি যে আমি লোকটা কেবল যে নিগুণ তাই নয় আমি রীতিমতো চরিত্রহীন তা হলে আপনি বোধ করি তৎক্ষণাৎ বল্‌বেন 'ইস্‌'! কেমন?"

সুলক্ষণা নিরুত্তর।

"কিন্তু," সোম গম্ভীরভাবে বল্ল, "এই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা যার জন্যে করা গেল সেটা ও ছাড়া আর কিছু নয়, সুলক্ষণা দেবী!"

"বুঝ্‌তে পার্‌লুম না," সুলক্ষণা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বল্ল।

"বল্‌ছিলুম," সোম সভয়ে বল্ল, "আমি চরিত্রহীন।"

"ছি," সুলক্ষণা বিরক্ত হয়ে বল্ল, "যা তা বল্‌বেন না!"

"বিশ্বাস কর্‌লেন না?" সোম কাতর স্বরে শুধালো।

"না।" সুলক্ষণা বল্ল দৃঢ়ভাবে।

"কিন্তু," সোম অনুযোগের স্বরে বল্ল, "পরে আমাকে দোষ দেবেন না এই বলে যে আমি আপনার সঙ্গে সত্যাচরণ করিনি"

সুলক্ষণা বাস্তবিক বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না। সরোষে বল্ল, "বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, কল্যাণবাবু।"

সোম হাল ছেড়ে দিয়ে বল্ল, "চলুন, ফেরা যাক্‌। বিয়ে যে আমাকে

করবেন সে ভরসা আমার নেই। খামখা আপনাকে আমার বিশ্বাসভাগী করি কেন?"

১

সুলক্ষণা বিমনা হয়ে রইল, বাড়ীতে কারুর সঙ্গে কথা কইল না সহজে। সত্যেনবাবুর মনে ধোঁকা লাগল। মাকালকে ডাকিয়ে গোপনে তদন্ত করলেন। সে বল্ল, "ওঁদের মধ্যে কী নিয়ে আলাপ হলো, কি আলাপ একেবারে হলোই না, তা তো আমি জানিনে। আমার কি স্বার্থ, বলুন, কেন চক্রান্ত করবো?"

মাকালের মতো মহা ভক্তের মুখে এমন রূঢ় বিদ্রোহের কথা সত্যেনবাবু এই প্রথম শুনলেন। কিছু একটা ঘটেছে, বেশ একটা রহস্যময় ঘটনা, রোমহর্ষকও হতে পারে, এই সন্দেহ পঙ্গুকে একান্ত অসহায় বোধ করালো। এমনিতেই তিনি বিষম অভিমানী মানুষ, অভ্যস্ত ভক্তি শ্রদ্ধার এক ছটাক কম পড়লে তাঁর চক্ষু ক্রমশ জলাশয় হয়ে ওঠে, কেউ যদি তাঁর বাগ্মিতার প্রতি অমনোযোগী হলো অমনি তাঁর কণ্ঠস্বরে আর্দ্রতা উপস্থিত হয়। আর প্রতিবাদ যদি কোনো হতভাগা কোনো কথার করল তবে তিনি এক নিমেষে হুতাশন। "আমি মূর্খ? আমি মূঢ়? আমি অকবি? আমি অতরুণ? এই তো তোমার—না, না, আপনার—মনোগত ধারণা? এই তো? এই তো? ধিক্, পিতৃবয়সী পিতৃকল্প ব্যক্তির প্রতি ঈদৃশ অনাস্থা, অশ্রদ্ধা, আশঙ্কা, অর্ব্বাচীনতা গুরুদেবকে সেদিন আমি টেলিগ্রাম করে আপত্তি জানিয়েছি, জানিয়েছি যে তিনি বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা করে আমাদের দফাটি সেরেছেন, ঐ সর্ব্বনেশে ছোকরার সুখ্যাতিতে সর্ব্বনেশে ছোকরাদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যে কতখানি বেড়ে গেছে তার দৃষ্টান্ত তুমি—না, না, আপনি।"

মাকাল যে তার সমবয়সীদের মতো দুর্বিনীত দুর্নীত দুঃশীল নয় এর দরুণ তার জন্যে সত্যেনবাবুর হৃদয়ের এক কোণে একটু জায়গা ছিল। তিনি তাকে কিছু স্নেহ করতেন। তাই তার ঐ অনাত্মীয়ের মতো উক্তি যেন পাহারাওয়ালার "ভাগ যাও, হামকো কুছ মৎ পুছো"র মতো তাঁর কানে ও প্রাণে বাজল। তিনি মুখে রুমাল চেপে ক্রন্দনবেগ রোধ করলেন। তাঁকে প্রকৃতিস্থ করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সে রাত্রেও বীণাবাদনের অপেক্ষাকৃত ঘরোয়া বন্দোবস্ত ছিল, তা বিগড়ালো !

সত্যেনবাবু শুভ্রকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর দিদির সঙ্গে কল্যাণবাবুর কথাবার্তা কী হয়েছে রে ?"

"তা তো আমি," শুভ্র ঢোক গিলে বল্ল, "বলতে পারবো না। আমি মাকালদার সঙ্গে তর্ক করতে করতে ওদের সঙ্গ ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছলুম, ফেরবার সময় ঠিক ততখানি পেছিয়ে পড়তে বাধ্য হলুম।"

বোনের বিমনাভাব, বাপের কাতরতা, সোমের বিস্ময়, মাকালদার মৌন—এত কাণ্ডের পরে শুভ্ররও মনে হতে লাগল যে কিছু একটা ঘটেছে, বেশ একটা রহস্যময় ঘটনা, রোমাঞ্চকরও হতে পারে। সে দিদিকে একাকিনী পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "দিদি ভাই, কী হয়েছে ?"

দিদি বল্ল, "আমিও তাই জানতে চাই তোর কাছে, যদি তুই জানিস্।"

সোমের সঙ্গে তার তেমন আলাপ হয়নি। তবু সে সঙ্কোচ কাটিয়ে সোমকে চুপটি করে বসে থাকা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল, "কল্যাণবাবু, আপনি কি জানেন কী হয়েছে ?"

"কী হয়েছে ?" সোম শুভ্রর প্রশ্নের পুনরুক্তি করল।

"আপনি জানেন না ?"

"তুমি জানালেই জানব।"

"বা রে, আমি নিজে জানতে এলুম যে।"

"তাই বল। আমি এতক্ষণ ধরে ভাবছি কার কাছে জানতে চাইলে জানতে পাবো। আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না? আমরা সবাই যদি সমবেত হয়ে যে যতটুকু জানি ততটুকু বলি।"

শুভ্র উৎফুল্ল হয়ে সম্মতি দিল। বল্ল, "তা হলে গ্রাণ্ড্ হয়। রাউণ্ড্ টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্স।"

সে গেল সভা ডাকতে।

সভা বসল।

সত্যেনবাবু প্রথম বক্তা। তিনি বল্লেন, "বুলু মাকে কেমনতর আনমনা দেখে কী যেন একটা ভাব বেণুবনে দখিন হাওয়ার মতো আমার মর্মে গুঞ্জরিত হতে থাকল, মাকালকে ডেকে বল্লুম, হ্যাঁ হে কী হয়েছে বলতে পারো? তা তিনি চোখ রাঙিয়ে তর্জ্জন করে বল্লেন, আমি কি গুপ্তচর? অমন তাড়না পেয়ে আমি তো বেত্রাহত কুক্কুরের মতো কোঁ করে উঠলুম। অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো হয়েছিল, সামলে নিতে পেরেছি এই ঢের।"

মাকাল তাঁর ভ্রম সংশোধন করল না। মজনুর মতো দেওয়ানা হয়ে দেশে দেশে বেড়াবে কি না এই তার তখনকার চিন্তা। তার মতো বেকার যুবকের যাঁহা দেওঘর তাঁহা হিমালয়। তবে দেওঘর অঞ্চলে তার বাবা খানকয়েক বাড়ী করে গেছেন, সে দেওঘর ছাড়লে ভাড়াটা ঠিকমতো আদায় হবে কি না এই সন্দেহ থেকে দেওয়ানা হওয়া নিয়ে দ্বিধা।

"দেখ মাকাল," সত্যেনবাবু তাকে সম্বোধন করে বল্লেন, "তুমি

আমার পুত্রপ্রতিম, আমি তোমার পিতৃবয়সী না হই মাতৃবয়সী। অমন তেরিমেরি করে তেড়ে আসা তোমার কাছে প্রত্যাশা করিনি। অত্যাধুনিক সাহিত্যিকদের ও দোষ একচেটে বলে জানতুম।"

মাকাল এবার যথার্থ উত্তপ্ত হয়ে বল্ল, "অতিরঞ্জনের দ্বারা সুলক্ষণার নিকট আমাকে লঘু করবেন না। তিনি অন্যকে বিয়ে করতে পারেন কিন্তু," বল্‌ব কি বল্‌ব না করতে করতে বলে ফেল্ল, "আমার মানসী।"

সত্যেনবাবুর সাহিত্য ও জীবন উভয় স্বতন্ত্র ছিল। পরের বেলায় যাই হোক না কেন তাঁর ঘরের বেলায় এর ব্যত্যয় তিনি পছন্দ করতেন না। তার মেয়ে মাকালের মানসী এ কথা শুনে তিনি পঙ্গু না হয়ে থাকলে লম্ফ দিয়ে ধৃষ্টের চুল চেপে ধরতেন। অধুনা অদৃষ্টের উপর অভিমান করলেন, কিন্তু তাই করে ক্ষান্ত হলেন না, কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন, "তবু যদি ডিগ্রী থাকত, ওদেশী না হোক এদেশী। বড় মুখে ছোট কথা সইতে পারা যায়, কিন্তু ছোট মুখে বড় কথা!"

মাকাল বেপরোয়া ভাবে বল্ল, "A man's a man for a' that!"

সত্যেন বাবু পরাস্ত হয়ে আর্ত স্বরে বল্লেন, "কল্যাণ, তোমার সাক্ষাতে ঐ মূর্খ আমার কন্যার কাছে প্রেম নিবেদন করছে তুমি সহ্য করছ! তুমি কি শিশুপাল?"

সোম বল্ল, "নিজে প্রেমিক না হলেও প্রেমিককে আমি [illegible] মর্য্যাদা দিয়ে থাকি। মাকালের নিবেদন আমার নিবেদনের চে[illegible] সুলক্ষণা যদি ছোটকে অগ্রাহ্য করে বড়কে বরণ করেন [illegible] সাহ্লাদে বরযাত্রী হবো।"

সত্যেনবাবু চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন। সোম সুলক্ষণার দিকে চেয়ে

দেখ্‌লে সে মাথা নীচু করে দুই এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌ছে। অপমানে তার কর্ণমূল আরক্ত।

পরদিন সত্যেনবাবু সোমকে কাছে বসিয়ে চাপা সুরে বল্লেন, "কাল কী ছেলেমানুষি করেছ বলো দেখি। তোমার সঙ্গে মাকালের তুলনা! ওটা যে গ্রাজুয়েটই নয়, আধখানা মানুষ।"

"কিন্তু," সোম বল্ল, "ওর বিষয় সম্পত্তি যা আছে তা অনেক গ্রাজুয়েটের নেই এবং হবে না।"

"তা ছাড়া," সত্যেনবাবু চুপি চুপি বল্লেন, "ও রেস্ খেলে।"

"রেস্ খেলা," সোম বল্ল, "ব্যসনের সদৃশ অসাধ্য ব্যাধি নয়। সুলক্ষণার চিকিৎসায় সারতে পারে।"

"অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাবো কেন? তুমি বিদ্যায় বিত্তে ও চরিত্রে কেবল মাকালের কেন দেশের সহস্র সহস্র যুবকের ঊর্ধ্বে। তোমাকে না দিয়ে ওকে মেয়ে দিতে কোন মেয়ের বাপের সম্মতি হবে?"

"বিদ্যার ও বিত্তের বিষয় হয়ত ঠিক্। কিন্তু চরিত্রে যে আমি মাকালের তথা দেশের সহস্র সহস্র যুবকের ঊর্ধ্বে এর কি আপনি কোনো প্রমাণ পেয়েছেন? না আপনার চারিত্রিক মান কৌমার্য্যের দাবী মানে না?"

"কী বল্লে?" সত্যেনবাবু কানের গোড়া রাঙালেন।

"অর্থাৎ লোকে যাকে চরিত্রহীন বলে আপনি কি তাকে সচ্চরিত্র বলেন?"

সত্যেনবাবু তিক্ত স্বরে বল্লেন, "ও প্রশ্ন কেন উঠল?"

সোম অকুণ্ঠিত ভাবে বল্ল, "এইজন্য যে আমি লৌকিক অর্থে চরিত্রহীন।"

"যা তা বোলো না, কল্যাণ।" সত্যেনবাবু অবিশ্বাসের হাসি হাস্‌লেন। "আমি জানি তোমরা অত্যাধুনিকরা আমাদের ক্ষ্যাপাবার জন্যে অযথা দুর্বৃত্ততার ভাণ করে থাকো। আমাদের সময় আমরা বিধবা বিবাহের ভয় দেখিয়ে গুরুজনকে জব্দ কর্‌তুম।"

সোম বল্ল, "আপনি বিশ্বাস করুন না করুন আমার নষ্ট কৌমার্য্যের সংবাদ আমি সময় থাকতে জানিয়ে রাখ্‌লুম, সত্যেনবাবু।"

"ওহো!" বলে সত্যেনবাবু যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন, তাঁর মুখে কপাট পড়্‌ল না, চোখে পলক পড়ল না। আকস্মিক পক্ষাঘাত যেন তাঁর সকল অঙ্গ অসাড় করে দিল।

"ও কী!" বলে সোম চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। শুভ্র সুলক্ষণা ও বাড়ীর চাকর বাকর ছুটে এলো। কিছুক্ষণ ঝাড় ফুঁকের পর সত্যেনবাবুর হাঁ বুজ্‌ল ও চোখ বন্ধ হলো। সোম এতক্ষণ ভাব্‌ছিল কাশীর দাশরথি বাবুর দোসর জুটল নাকি? সে যেখানে যায় সেখানে শনির অভিশাপ বহন করে নিয়ে যায়।

সে ওঠ্‌বার উদ্যোগ কর্‌লে সত্যেনবাবু তা দেখে ইশারায় জানালেন বোসো। ইশারায় অন্যান্যদের জানালেন ঘর থেকে যেতে।

ভাঙা গলায় বল্লেন, "চারিত্রিক আদর্শ অতুচ্চ হলে পত্নীর মৃত্যুর পর আবার বিয়ে করে থাক্‌তুম।"

সোম বিনীতভাবে বল্ল, "কিন্তু সেটা তো চরিত্রের নয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা।"

সত্যেনবাবু খুশির ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বল্লেন, "চরিত্র ও প্রেম ভিন্ন নয়, বাবাজী। তোমরা যতই আধুনিক বলে বড়াই করো না কেন তোমরা এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করোনি। আমার স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ তো তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে যাবার কথা, কামাহীদের

প্রতি কিসের অনুরাগ? আর তিনি যখন এ বাড়ীতে নেই ও প্রত্যাবর্ত্তন করবেন না তখন অন্য কেউ তাঁর স্থান পূরণ করলে তাঁর আপত্তির কী হেতু থাকতে পারে?"

"কিন্তু তাঁর স্মৃতি," সোম স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্ল, "আপনার মন থেকে এক দণ্ড অন্তর্হিত হয়নি। অন্যকে স্পর্শ করতে গেলে সেই স্মৃতি মারবে চাবুক।"

"ঠিক্ বলেছ, বাবাজী" তিনি পৃষ্ঠপোষকের মতো বল্লেন, "কিন্তু শুধু তাই নয়। স্মৃতি লোপ পেলেও তিনি ওপারে বসে আমার প্রতীক্ষা করতে থাকবেন। আমি যে স্পিরিচুয়ালিস্‌ম্ মানি। ওপারে যেন তিনি বাপের বাড়াতে আছেন আর এপারে আমি অন্য-স্ত্রী সঙ্গ করছি—হোক না সে বনিতা, নাই বা হোল সে পণ্য স্ত্রী—ছি ছি ছি। না, আমার চারিত্রিক আদর্শ এত নীচ নয়।"

"এর জন্যে", সোম গম্ভীরভাবে বল্ল, "আমি আপনাকে সাধুবাদ দেবো না, সত্যেনবাবু। যিনি ওপারে গেছেন তিনি যে ইতিমধ্যে পত্যন্তর গ্রহণ করেননি তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমি পাইনি। যদি পাই তবুও স্বীকার করব না যে তাঁর প্রতি আপনার সেই চারিত্রিক দায়িত্ব আছে যা তাঁর প্রতি ছিল তিনি যখন বাপের বাড়ী থাকতেন। স্ত্রীর অবর্ত্তমানে স্বামীরা সৎ থাকেন এই প্রত্যাশায় যে তাঁদের অবর্ত্তমানে স্ত্রীরা থাকবেন সতী। আপনার সৎ থাকার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ," সোম অতি সন্তর্পণে বল্ল, "আপনার স্ত্রী এখন কায়াহীন।"

সত্যেনবাবু রাগ করলেন না, সোমের প্রতি করুণা প্রকট করলেন তাঁর চাউনিতে। যেন নীরবে বল্লেন, হায়রে পাশ্চাত্য **materialist**!

সোম এটা ওটার পর এক সময় বল্ল, "তা হলে আমি কল্‌কাতা চল্লুম কাল। এখানকার কাজ তো হলো না।"

সত্যেনবাবু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "হলো না কি রকম ?

"আমি যে চরিত্রহীন।" উত্তর দিল সোম।

"আহা," সত্যেনবাবু সর্ব্বজ্ঞের মতো বল্লেন, "বিলেত জায়গাটাই অমন। সেখানে চরিত্র নিয়ে ক' জন ফির্‌তে পেরেছে ? তুমি তো তবু স্পষ্ট কবুল কর্‌লে।"

"আমি," সোম উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্ল, "এই কথাটাই আপনার কন্যাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বলেছিলুম।"

"কী সর্ব্বনাশ !" সত্যেনবাবু চোখ বুজে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর ক্রমাগত মাথা নাড়্‌তে থাকলেন। অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ কর্‌তে থাক্‌লেন, রুদ্র যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মা পাহি নিত্যম্।

সোম সেখানে দাঁড়ালো না।

*

সত্যেনবাবু যে সাধু ও ভণ্ডের অপরূপ সমাহার এই আবিষ্কারের পর সোমের সুলক্ষণাকে বিবাহ কর্‌বার বাসনা শিথিল হয়ে এলো। কে জানে সুলক্ষণাও হয়তো তাই। সোম যাত্রার আয়োজন কর্‌ল। হতভাগ্য মাকালের বিষয় তার মনে ছিল। সোম চলে গেলে মাকাল হয়তো আবার এ বাড়াতে প্রবেশ পাবে আর পাবে আদর। সে যে সচ্চরিত্র।

একবার সুলক্ষণার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্যে সোম শুভ্রর কাছে আবেদন পেশ কর্‌ল। "তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা করো তো তাঁর সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে, যদি হয়।"

শুভ্র ঘুরে এসে বল্ল, "এখনি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

সুলক্ষণা শুভ্রর জন্যে কি কার জন্যে একটা পুলোভার তৈরি করছিল। সেলাই রেখে সোমকে নমস্কার করল। "বসুন।" শুভ্রকে মিষ্টি করে বল্ল, "তুমি গিয়ে বাবার কাছে বসতে পারো।"

সোম ইতস্ততঃ করে বল্ল, "সেই কথাটার কী হলো জানতে পারি?"

সুলক্ষণা সেলাইয়ের থেকে চোখ না তুলে বল্ল, "অবশ্য।" তার পর ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "আমার মা নেই, ভাই বড় হলে যেখানে কাজ পাবে সেখানে যাবে, বাবাব সেবার ভার আমাকেই বইতে হয়। বিয়ের দায়িত্ব কি এই অবস্থায় নেওয়া উচিত?"

সোম একটু বিস্মিত হয়ে কয়েক মিনিট চুপ করে থাকল। তারপরে বল্ল, "যদি ভেবে চিন্তে এই স্থিব করে থাকেন তবে আমাকে ও প্রশ্ন করা বৃথা। আর যদি আমার উত্তব শুনলে আপনার স্থির করা সুকর হয় তবে বলি, রোগীর শুশ্রূষা নার্সের কাজ, আপনি নার্সের ট্রেণিং পাননি বোধ করি। পব ধর্ম্ম সব সময়েই ভয়াবহ।"

"কিন্তু" সুলক্ষণা বল্ল, "বাইবের নার্স কি আপনার লোকের মতো হবে? মমতা যে শুশ্রূষার প্রধান উপাদান।"

সোম হেসে বল্ল, "বনেব পাখীও পোষ মেনে আপনার হয়, নার্স তো নারী।"

সুলক্ষণা ঠোঁট উল্টিয়ে বল্ল, "তার মানে নার্স হবে এ বাড়ীর গৃহিণী। এই তো?

সোম বল্ল, "এই।"

সুলক্ষণা দৃঢ়ভাবে বল্ল. "না, তা হতে পাবে না, কল্যাণবাবু। আমার মায়ের স্থান অন্যের অধিকারে আসতে পারে না।"

"How sentimental!" সোম বল্ল ঈষৎ অবজ্ঞাভরে।

সুলক্ষণা ভ্রূ কুঞ্চন পূর্ব্বক সোমকে নিরীক্ষণ করে বল্ল, "স্ত্রী-

বিয়োগের পর গুরুদেব যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি তিনিও তাহলে সেন্টিমেণ্টাল ?”

সোম হাস্‌তে হাস্‌তে বল্ল, “গুরুদেবই দেখ্‌ছি নাটের গুরু। অন্য সকলে গড্ডলিকা।”

“দেখুন,” সুলক্ষণা উষ্মা গোপন করে বল্ল, “গুরুদেবের নিন্দা কানে বড় বাজে।”

“কিন্তু,” সোম বুঝিয়ে দিল, “আমি তো গুরুদেবের নিন্দা করিনি, করেছি শিষ্যবৃন্দের নিন্দা।”

“আপনার চেয়ে,” সুলক্ষণা উষ্মা প্রকাশ করে বল্ল, “আমার বাবা বয়সে অনেক বড, চরিত্রেও। তাঁর বিচার আপনি না করলে পারতেন।”

সোম থ হয়ে রইল।

“বিলেত ঘুরে এসে লোকে ষত্ব ণত্ব ভুলে যায়। (সোম মনে মনে বল্ল, ব্যাকরণ কৌমুদীখানা আরেকবার খুলে দেখ্‌তে আলস্য বোধ করে।) অহংকারে ফুল্‌তে ফুল্‌তে সেই গল্পের ব্যাঙের মতো হাতীকে লাথি মার্‌তে চায়। (সোম মনে মনে বল্ল, গল্পে শেষের টুকু নেই।)”

“আর কিছু বল্‌বেন ?” সোম প্রশ্ন কর্‌ল।

“না।” সুলক্ষণা যেন সশব্দে কপাট দিল।

“আমি”, সোম যথেষ্ট বিনয়ের সহিত বল্ল, “এমনি বেশ ভালোমানুষ। কিন্তু কোন মেয়ের উপর যদি ও যখন রাগ করি তবে ও তখন আমি রাবণ। আমার ইচ্ছা করে তাকে সীতার মতো লুট করে নিয়ে যেতে।”

সুলক্ষণা এর উত্তরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে গিয়ে আলমারির একটি

দেরাজ থেকে বের করলে একটি ছোরা। সোমকে দেখিয়ে বল্ল, "এই আমার উত্তর।"

সোম একটু ভড়কে গেছল। সাম্লে নিয়ে বল্ল, "ব্যবহার জানেন তো?"

"সেটার পরীক্ষা নির্ভর করছে আপনার ব্যবহারের উপর।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন। রাবণের ব্যবহারের মূলে ছিল প্রেম। লোকটা সীতাকে এত ভালোবাস্ত যে অন্তঃপুরে না পুরে অশোক বনে ছেড়ে দিয়েছিল। অন্য কারুর প্রতি এমন অনুগ্রহ করেনি। আমার নেই প্রেম। হবেও না।" এই বলে সোম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

সুলক্ষণা তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। কী ভাবল সেই জানে। বল্ল, "আপনার কিছু একটা ব্যাথা আছে। তা বলে আপনাকে বিশ্বাস করা যায় না। মার্জ্জনা অবশ্য করতে পারি— কিন্তু বিবাহের প্রতিষ্ঠা মার্জ্জনার উপর নয় বিশ্বাসের উপর।"

"মার্জ্জনা," সোম হেসে বল্ল, "কে চায়? কল্যাণকুমার সোম মার্জ্জনার চেয়ে গঞ্জনা পছন্দ করেন।" তারপর বল্ল, "আচ্ছা, উঠি।"

সুলক্ষণা কোনোমতে নমস্কার করল। সোমের প্রস্থানের পর চাপা কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ল।

*

শুভ্র দিদির পড়ার ঘরে গিয়ে দেখল দিদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার টেবিলের উপর একখানা ছোরা। এক সেকেণ্ডের জন্যে শুভ্র ভয়ে বিস্ময়ে দ্বিধায় থম্‌কে দাঁড়াল। তারপর কী মনে করে ছোরাখানাকে খপ করে তুলে নিয়ে দৌড় দিল। এক নিঃশ্বাসে বাবার ঘরে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল, "বাবা, দিদি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।"

সত্যেনবাবু একসঙ্গে এতগুলো চমক কোনো দু'দিনের ভিতরে পাননি এর আগে। ক্রমশ তাঁর অভ্যস্ত হয়ে আসছিল। তিনি আচ্ছন্নের মতো বল্লেন, "দেখি কত কাঁদাতে পারো।"

শুভ্রর পিছু পিছু সুলক্ষণাও ছুটেছিল। সে তার বিপর্যস্ত কেশবেশ নিয়ে পাগলীর মতো ঘরে ঢুকল। বল্ল, "না, বাবা, আত্মহত্যা নয়।"

"তবে কী? তবে কী!"

"আত্মহত্যা নয়। সত্যি বল্‌ছি।"

"তবে কেন ঐ ছোরা?"

সুলক্ষণার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আত্মরক্ষা।"

সত্যেনবাবু ও শুভ্র দুজনেই চীৎকার করে প্রতিধ্বনি কর্‌লেন, প্রশ্ন সূচক স্বরে। শুভ্রর রাগ হচ্ছিল তার অত বড় একটা আবিষ্কার ভেস্তে যাওয়ায়! সত্যেনবাবু তো মনে মনে প্রলয়নাচন নাচ্‌ছিলেন সোম-রস পান করে।

সত্যেন বাবু হুকুম করলেন, "আন্‌ ওর মুণ্ডুটা পেড়ে।"

শুভ্র বল্ল, "শুধু মুণ্ডু কেন? ধড়টাও।"

সোম তার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। যে শুভ্র তার সঙ্গে মাথা সোজা করে কথা বল্‌তে ভরসা পেতো না সেই গিয়ে তার গায়ে হাত রেখে বল্ল, "আসুন।"

সোম আশ্চর্য্য হয়ে শুধালো, "কী ব্যাপার?"

ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারায় হঠাৎ যে অনন্দ হয় শুভ্র সেই আনন্দের পীড়ন গাম্ভীর্য্যের দ্বারা প্রতিহত করে বল্ল, "ব্যাপার গুরুতর।"

সত্যেনবাবু ন্যায়ের সঙ্গে করুণা মিশ্রিত করে হাকিমী ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার কী বল্‌বার আছে?"

সোম কিছু বুঝ্‌তে না পেবে সুলক্ষণার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। সুলক্ষণা ততক্ষণে লজ্জায় মরে গেছে। কেমন করে যে সমস্ত বৃত্তান্ত বাবার কাছে আবৃত্তি কর্‌বে, তাই তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল। সে সোমের চাউনির পথ থেকে নিজেব চাউনিকে সরিয়ে নিল।

সত্যেনবাবু একটা মস্ত বক্তৃতাব পাঁয়তারা কষ্‌ছিলেন মনে মনে। শুভ্র ভাব্‌ছিল হুকুম পেলে সোমের পিঠে কোন লাঠিখানা ভাঙবে। ওসব অপ্রিয় কর্ত্তব্য চাকরকে দিয়ে কবাতে নেই, হাজাব হোক সোম ভদ্রলোকের ছেলে—বিলেত ফেবৎ।

সত্যেনবাবুর বক্তৃতা সুরু হলো। "পাপিষ্ঠ", তিনি সোমকে সম্বোধন কর্‌লেন, "পাপিষ্ঠ, সম্ভ্রান্ত বংশে তোমাব জন্ম, শিক্ষা তোমার সাধারণের দুষ্প্রাপ্য, তুমি সেই শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতী। কিন্তু চরিত্রে তুমি ছাগল—(ছাগলের সংস্কৃত স্মরণ কবে) হ্যাঁ, চরিত্রে তুমি ছাগ, তুমি অজ।"

এই পর্য্যন্ত বলে তিনি চেযে দেখ্‌লেন কোনো এফেক্ট উৎপন্ন হলো কি না। সোম বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে ভাব্‌ছিল সকালে সত্যেনবাবুব সঙ্গে যখন কথাবার্ত্তা হয়েছিল তখন তো তিনি তার চবিত্রহীনতার স্বীকৃতি শুনে ক্রুদ্ধ হন্‌নি, বিলেতফের্ত্তাদেব অমন হযে থাকে বলে প্রকারান্তবে অনুমোদন করেছিলেন। তবে সুলক্ষণাকে ওকথা বলেছি বলায় তিনি আঘাত পেয়েছিলেন বটে। সেই অপরাধে এই দণ্ড? তাকে কল্পনার অবকাশ না দিয়ে আপনি সত্যেনবাবু তাব অপরাধের চার্জ তাকে শোনালেন।

বল্লেন, "আমার বাড়ীতে অতিথি হয়ে আমার কন্যার উপর প্রশস্ত দিবালোকে বলপ্রয়োগ—হে পাপিষ্ঠ, নারীধর্ষণের ইতিহাসে এমন

অঘটন ঘটেছে বলে শুনিনি কিম্বা পড়িনি, উকীল হিসাবে এমন মামলা পাইনি। ওরে, আন্ তো পীনাল কোড্খানা। দেখি কোন ধারায় পড়ে—৩৫৪ কি ৩৭৬। না, পুলিশে দেবো না, কেলেঙ্কারীতে কাজ নেই। বলো, তুমিই বলো, পাপিষ্ঠ প্রবর, ঘরোয়া সাজার মধ্যে কোনটা তোমার উপযুক্ত।

সোম ইতিমধ্যে ছোরাখানাকে লক্ষ করে কতকটা আঁচ্‌তে পেরেছিল তার অপরাধ। সাজা? তার ইচ্ছা করল বলে, আপনার মেয়েটিকে আমাকে দিন্, উনিই আমার শাস্তিরূপিণী, সারাজীবন অবিশ্বাসের কারাকক্ষে আমাকে কয়েদী করে রাখ্‌বেন। সুলক্ষণা যে পিতার নিকট তার নামে নালিশ করেছে এতে তার সন্দেহ ছিল না।

বল্ল, "অপার আপনার কৃপা। সত্যযুগের মহারাজ হবুচন্দ্র কলিযুগে কবি সত্যেন্দ্রচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ। সাজা? অপরাধীকে সাজা দিতে গিয়ে স্বয়ং শূলে চড়ে সশরীরে স্বর্গে গেছলেন মনে পড়ে না কি?"

"পাষণ্ড!" সত্যেনবাবু তর্জ্জনী উদ্যত করে তর্জন কর্‌লেন। "লিখ্‌ব আমি তোমার বাবা জাহ্নবীবাবুকে। তিনি যদি তোমার উপর ইচ্ছা প্রয়োগ কর্‌তে অসম্মত হন্, যদি তোমাকে এই মেয়ের সঙ্গে জোর করে বিয়ে না দেন, তবে তোমার বল প্রয়োগের সাজা দিতে অক্ষম সেই জেলা জজকে অকর্ম্মণ্য বলে জান্‌ব। জান্‌ব যে তিনি সেই পণ্ডিতের মতো ভণ্ড যিনি বলেছিলেন, আমার ছেলে মাকড় মেরেছে? মাকড় মার্‌লে ধোকড় হয়।"

মামলার রায় শুনে সোম ফেল্ল হেসে। শুভ্রও হলো নিরাশ—কোথায় "শালা হিঁয়াসে নিকলো" বলে দু ঘা বসিয়ে দেবে, না নিজেই বন্‌বে শালা। সবচেয়ে বিস্মিত হলো সুলক্ষণা। এত তম্বির পর এই

তামাসা! তাকে সোমের কাছে এমন হাস্যাস্পদ কর্‌বার প্রয়োজনটা কী? না, তার বিবাহ। সোমেব মতো পাত্র যেন আর হয় না। 'চেষ্টা করিলে কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর?'

সব শিক্ষিতা মেয়েব মতো তাবও ছিল স্তব স্তুতিব ক্ষুধা। কেউ তাকে 'মানসী' বলুক, 'সাকী' বলুক, বলুক 'Eternal Feminine'—তবে তো সে কব্‌বে বরদান। সে কি দেবে বরণমালা? না। সে দেবে বরমাল্য। কেউ কি তাব বর হবে? না। সকলে হবে তাব বরপ্রার্থী, তাদের একজন হবে তাব ববপ্রাপ্ত।

এমন যে সুলক্ষণা—যাব বীণাবাদন একদিন দেশবিশ্রুত হতে বাধ্য—যার চবণে এখনি মাকালেব মতো কত অকর্ম্মা দুবেলা পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে—তাকে একদিন সোমের চেযে নিষ্কলুষ অথচ সোমেবই মতো কৃতকর্ম্মা কেউ কি দেবে না অর্ঘ্য? সে অপেক্ষা কববে।

সুলক্ষণা বল্ল, "আসুন, কল্যাণবাবু, আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি। অমন সাজা আপনাকে পেতে হবে না, কাবণ আপনার বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগটা সম্পূর্ণ আনুমানিক। আমি যে এই প্রহসনেব সূত্রধাব নই তা আপনি বিশ্বাস কব্‌তে পাবেন, কল্যাণবাবু।"

৪

অমিয়া

"এই, তোমার নাম কী ?"

"আমার নাম কল্যাণ। তোমার ?"

খোকা হেসে লুটোপুটি খায়। হি হি হি হি। হা হা হা হা। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করে,

"এই, তোমার নাম কী ?"

"আমার নাম কল্যাণ। তোমার ?"

খোকা আবার হেসে গড়াগড়ি যায়। হো হো হো হো। তারপর আবার সেই প্রশ্ন :—

"এই, তোমার নাম কী ?"

"আমার নাম কল্যাণ।" সোম হাল ছাড়ে না। "তোমার ?"

"আমার নামও কল্যাণ।" খোকা দাঁত বের করে চোখ অৰ্দ্ধেক বুঁজে আধো আধো ভাষায় বলে।

সোম তাকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করে। বলে "আমাদের দু জনের এক নাম। না ?"

"হ্যাঁ। তোমার বাবাব নাম কি কুণাল ?"

সোম এই লজিকের কাছে হার মানল। বল্ল, "না।"

তখন খোকা জিজ্ঞাসা করল, "তবে তোমাব নাম কল্যাণ হলো কেন ?"

এর আর উত্তর হয় না। সোম বল্ল, "তুমিই বলো না, আমার নাম কল্যাণ হলো কেন।"

খোকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভাব্‌ল। জানালা দিয়ে দেখ্‌ল একটা পায়রা। ভাবনা ভুলে দৌড়ে পালিয়ে গেল, "ধর্‌ ধর্‌" কর্‌তে কর্‌তে।

"ওহে তোমার ছেলেটা তো ভয়ানক তুখোড়।" কুণালকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখে সোম বল্ল, "প্রথমে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল, তারপর আমাকে লজিকে হারিয়ে দিল।"

পুত্রের কৃতিত্বে কুণাল বিনীতভাবে গৌরব বোধ কর্‌ল। বল্ল, "আগে এক পেয়ালা খাও। ওর দুষ্টুমির গল্প অষ্টাদশ পর্ব্বেও শেষ হবার নয়, ধীরে ধীরে শুনো পরে।"

আদর্শ স্বামী। স্ত্রীর শ্রমলাঘব কর্‌বার জন্য একটা আস্ত ট্রে বয়ে এনেছে—ওর মতো ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে ঐ এক গন্ধমাদন।

ললিতা এলো খাবার হাতে করে। সে কত কী তৈরি করেছে। সমস্ত তার নিজের হাতের। সোম বল্ল, "জানো ললিতা, তোমার ছেলেটা কী সংঘাতিক সেয়ানা। ও ছেলে বড় হলে মোক্তার হবে দেখো।"

"হুঁ।" ললিতা অভিমান করে বল্ল, "সেই আশীর্ব্বাদ কোরো। মোক্তার! মোক্তার না দারোগা!"

"কেন, মোক্তার পছন্দ হলো না? কুণাল যদি মাষ্টার না হয়ে মোক্তার হতো তা হলে কি তুমি তাকে নিরাশ কর্‌তে?"

"যাও!" ললিতা ধমক দিয়ে বল্ল, "খাও, খাও, বিলেতফেত্তা বক্তিয়ার। বাপ মোক্তার হলে ছেলের উকীল হওয়া উচিত, বাপ উকীল হলে ছেলের ব্যারিষ্টার হওয়া দরকার।"

কুণাল ফোড়ন দিল, "নইলে এভল্যুশন কিসের?"

"সত্যি।" ললিতাটা স্বভাবত সীরিয়াস। বল্ল, "মেয়ে বি-এ পাস হলে লোকে খোঁজে জামাই আই-সি-এস্‌। কেন?"

"ওটাও কি হলো এভল্যুশন?" বল্ল সোম।

"নিশ্চয়। পারিবারিক মর্য্যাদার এভল্যুশন।" তারপর কী মনে করে ফিক্ করে হাস্‌ল। বল্ল, "ভবনাথবাবু যে এ বাড়ীতে ধন্না দিতে দিতে 'ভবধাম' ছাড়্‌তে বসেছেন, তাঁর একটা গতি করো।"

"বাস্তবিক," কুণাল ইতস্তত কর্‌তে কর্‌তে বল্ল, "তোমাকে বল্‌তেও কেমন-কেমন লাগে, অথচ একই প্রোফেশনের লোক, আমাদের অল্ বেঙ্গল টীচার্স এসোসিয়েশনের পাণ্ডা।"

"আমি জানি," সোম গম্ভীরভাবে বল্ল। "ভবনাথবাবু বাবাকেও চিঠি লিখেছেন। কী যেন তাঁর মেয়েটির নাম?"

"অমিয়া।"

"হ্যাঁ, অমিয়া। অমিয়াব একখানি ফোটোও পাঠিয়েছেন!"

"তা হলে," ললিতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, "বলো তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা। হুঁ, হুঁ, বলতেই হবে।"

"হায়।" সোম কপট ক্ষোভ ব্যক্ত কব্‌ল, "এই তো দুনিয়ার রীতি। তোমরা বিয়ের আগে পূরো দু বছর প্রেম কর্‌লে। আমাদের কি প্রাণে সাধ আহ্লাদ নেই, রস কষ নেই?"

ললিতা ভুরু কপালে তুলে বল্ল, "হয়েছে। ভবনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে প্রেম। জানো, ও বাড়ীতে একখানা মাসিকপত্র পাবার জো নেই? পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বইও যদি পাও তবে সে স্বামী বিবেকানন্দের বই।"

"ভবনাথবাবুর," কুণাল তার স্বাভাবিক নম্রতার সহিত বল্ল, "ডিসিপ্লিনেরিয়ান বলে নামডাক আছে। আর-এক যুগের মানুষ। এ কালের মহাস্বাধীন ছাত্ররাও তাঁর চোখের দিকে তাকালে একেবারে ভিজেবেড়ালটি।"

"অথচ," সোম বল্ল, "এই ভবনাথবাবু মেয়ের বিয়ের জন্যে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রবয়সীর বাড়ীতে ধন্না দিতে ইহধাম ছাড়্তে বসেছেন।"

"ইহধাম নয় গো," ললিতা শুধ্রে দিয়ে বল্ল, "ভবনাথবাবুর বাড়ীর নাম 'ভবধাম'। তাই ছাড়তে বসেছেন।"

সোম সশব্দে হেসে বল্ল, "বুঝেছি। তুমি একটা pun দিয়েছিলে! খোকার উপযুক্ত মা।"

ললিতা এতে পুলকিত হয়ে সোমের পাতে আরো পাঁচ খানা লুচি তুলে দিল।

"করো কী! করো কী।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে।

"স্কুলের বই লিখেই," মৃণাল বল্ল, "ভবনাথবাবু তিন তিনটে ভবধাম বানিয়ে ফেল্লেন—কলকাতায়, পুরীতে, দার্জিলিঙে।"

"ভেবে দেখ, কল্যাণদা," ললিতা বল্ল, "অমিয়াকে তিনি একটা না একটা বাড়া দেবেনই। বাকী দুটোতেও তুমি বিনাভাড়ায় থাকতে পারবে। ভবধামে যত দিন আছো বাড়াওয়ালাকে খুব ফাঁকি দিলে। আর আমরা," সে মাথা দুলিয়ে সহাস সকরুণ স্বরে বল্ল, "আমরা তো ভগবানের চেয়ে ওকেই বড় বলে মানি। যেহেতু ভগবান যদি অবতাররূপে কল্‌কাতায় বাসা করেন তাকেও বাড়ীওয়ালার গঞ্জনা শুন্‌তে হবে।"

"তা হলে," সোম বল্ল, "দাঁড়ায় এই যে বাড়াওয়ালাকে ফাঁকি দেবার জন্যে বাড়ীওয়ালা শ্বশুর চাই। শ্বশুরকন্যার প্রেম সংসারী মানুষের পক্ষে অনাবশ্যক।"

"প্রেমিক প্রেমিকাকে," ললিতা বল্ল, "রেল কোম্পানী কন্‌সেসন টিকিট দেয় না, গয়লা দেয় না খাঁটি দুধ, মুদি তাগাদা দিতে

ছাড়ে না, ধোপা ছাড়ে না তাগাদা দেবার কারণ দিতে। রোগবীজাণুরা তেমনি আশ্রয় করে, পাগলা কুকুরে তেমনি তাড়া করে, মোটরওয়ালা তেমনি চাপা দেয়।"

সোম কুণালকে ফিস্ ফিস্ করে অথচ ললিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্ল, "বিয়ের পর ললিতা বিজ্ঞ হয়েছে দেখ্তে পাচ্ছি। আগে হলে বিয়েই কর্‌ত না, অন্তত তোমাকে।"

"যাও," বলে ললিতা গোসা করে থালা ও ট্রে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

*

খবর পেয়ে ভবনাথবাবু স্কুল থেকে 'ভবধামে' ফির্‌লেন না, সোজা এলেন সোমকে দেখ্তে।

রাশভারি মানুষ। আধখানা কথা মুখে রাখেন। বল্লেন, "দেখে এলে?"

সোম বল্ল, "আজ্ঞে?"

"ইউরোপ দেখে এলে?"

"আজ্ঞে।"

"কোনটা ভালো? ওদেশ না এদেশ?"

"আজ্ঞে এদেশ।"

"ঠিক বলেছ।" যেন ক্লাসে ছাত্রের উত্তর শুনে পিঠ চাপ্‌ড়ে দিলেন। "ঠিক্। কেন এদেশ ভালো? (যেহেতু) এদেশ আমাদের দেশ। 'এই দেশেতেই জন্ম (আমার) এই দেশেতেই মরি।' কোন (বিষয়ে) অনার্স্?"

"ইংরাজীতে।"

"বেশ, বেশ। আমার অমিয়াও সেই (বিষয়ে) অনার্স।

ভালো মেয়ে। রাঁধ্‌তে জানে। (কী কী) খেতে ভালোবাসো?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। খেতে ভালোবাসি।”

“(কী কী) খেতে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। খেতে আর শুতে।”

তিনি বিষম কটমট করে তাকালেন। “কী বল্লে? (আবার) বলো।”

“আজ্ঞে, খেতে ভালো বাসি।”

“কী খেতে?”

“চানাচুর।”

“চানাচুর? রোসো, (অমিয়াকে) জিজ্ঞাসা করে দেখি। চানাচুর? (রোসো) জিজ্ঞাসা করে দেখি। আর কী (খেতে ভালোবাসো)?”

“আলুর দম।”

“হুঁ! ওদেশে মেলে না। আলুর দর কি রকম?”

সোম মুস্কিলে পড়্‌ল। কোনোদিন আলু কেনেনি। বল্ল, “একটা এক পেনী করে।”

“পেনী তো আনা। এত!”

“আজ্ঞে।”

“ওদেশ ভালো নয়। Plain living নেই। (সুতরাং) High thinking নেই।”

সোম মনে মনে বল্ল, তাই কেউ Translation ও Essay Writing এর বই লিখ্‌তে পারে না।

ভবনাথবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, “এরোপ্লেন?”

"এরোপ্লেন কী? ভয় কত?"

"না। চড়েছ?"

"আজ্ঞে না।"

"আহা! (ওটা) বাকী রেখে এলে।"

"হবে একদিন।"

"না, না। বিয়ের পরে (হতে) পারে না। Crash কর্‌লে (বৌ বিধবা হবে)।"

ভবনাথবাব চিন্তা করে বল্লেন, "গান?"

"আজ্ঞে?"

"ভালোবাসো?"

"আজ্ঞে।"

"অমিয়া (গান) জানে শ্যামা সঙ্গীত। ওর নাম কী? ঐ মুসলমান?"

"কোন মুসলমান?'

"ইস্‌লাম।……নজরুল ইস্‌লাম। ওর গান— (ভবনাথবাবু ঘাড় নাড়্‌লেন)।"

"কেন?"

"কেন আবার? মুসলমান। গানেন অর্দ্ধভোজনং। কে জানে কী খায়?"

সোম মনে মনে বল্ল, আমিও তো ওদেশে ও জিনিষ খেয়েছি, অতি উপাদেয় গব্যপদার্থ, পঞ্চগব্যের অতিরিক্ত ষষ্ঠ গব্য। শুনেছি স্বামীজীও খেতেন।

এতক্ষণ কুণাল চুপ করে ছিল। মানুষটি সে মুখচোরা, কুণো,

সংকোচশীল। ভবনাথবাবু তাকে বল্লেন, "একে (নিয়ে) একদিন আমাদের ওখানে (এসো) ।'

"যে আজ্ঞে।"

"তোমার স্ত্রীও (আসুন)।"

"তাঁকে বল্‌বো।"

"আর সেই বাচ্চাটা (কোথায়) ? (তাকে তো) দেখ্‌ছিনে ?"

"খেলা কর্‌ছে।"

"উঁহু। (সব সময়) খেলা ভালো নয়। একটু একটু এ বি সি ডি শিখুক্‌।"

"মোটে তিন বছর বয়স।"

"বলো কী! তিন বছর নষ্ট করেছে।....আচ্ছা উঠি! কাল রাত্রে ওখানেই (খাওযাদাওয়া) হবে। আসি।" তিনি নমস্কারের প্রতিনমস্কার করলেন।

ভবনাথবাবু প্রস্থান কর্‌লে ললিতা ছুটে এলো। "কি কল্যাণদা। শ্বশুর পছন্দ হলো ?"

"শ্বশুরের পছন্দ হলো কি না তাই ভাব্‌ছি।"

কুণালের মুখ ফুটেছিল। সে বল্ল, "ভয় পেয়ে গেছো তো ?"

"ভাব্‌ছি এই বাঘার সঙ্গে ইয়ার্কি খাট্‌বে না। দাশুবাবুকে যা করে রেখে এসেছি আর সত্যেনবাবুকেও করেছি যেমন জব্দ!"

ললিতা ও কুণাল একত্র জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "সে কেমন ?"

সোম বল্ল সমস্ত কথা। শুনে ললিতা বল্ল, "অমন একটা পণ করা সঙ্গত হয়নি। ও যে ভীষ্ম হবার পণ!"

"কিন্তু তুমিই বলো, কুণাল যদি দুশ্চরিত্র হতো ও তুমি যদি না

জেনে তাকে বিয়ে করতে তবে কি তোমাদের অহরহ মনে হতো না যে তার চেয়ে ভীষ্ম হওয়া ছিল ভালো।"

কুণাল লজ্জিত ও ললিতা কুপিত ভাবে পরস্পরের দিকে তাকালো। যেন 'যদি' নয়, সত্যি। তারপর ললিতা শুষ্ক হাসির সঙ্গে বল্ল, "তবু ভীষ্ম হবার চেয়ে সে ভালো।"

"কিন্তু কে চায় ভীষ্ম হতে। আমি আমার পণের মতো স্ত্রী পেলে রূপগুণ নির্বিচারে তৎক্ষণাৎ বিয়ে করি। প্রেমক্রেম বাজে—কেবল সময়ক্ষেপ ও হৃদয়যন্ত্রণা।

এবার প্রেমের পক্ষ নিয়ে ললিতা লড়াই করল। তখন সোম বল্ল, "তুমিই তো বলেছ প্রেমিক প্রেমিকা God's chosen people নয়, রেল কোম্পানি তাদের কনসেসন টিকিট দেয় না ইত্যাদি!"

"কিন্তু," ললিতা বল্ল, "তুমিও তো বলেছো তোমার প্রাণে কি সাধ আহ্লাদ নেই, রসকষ নেই। তুমি দেখছি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাও।"

"যাক্," কুণাল থামিয়ে দিয়ে বল্ল, "ঝগড়া করে কাজ নেই। ভবনাথবাবু প্রেমেরও বিরোধী, পণেরও। কল্যাণ ওঁর কাছে কথাটা কী ভাবে পাড়ে তাই দেখব আমরা।"

*

পরদিন ভবনাথবাবু তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র মনুর হাতে তাঁর স্বরচিত গ্রন্থের এক সেট উপহার পাঠালেন। একখানির নাম, "Intelligent Children's Guide to English Grammar and Idiom." তার ভূমিকায় আছে, "The author begs to acknowledge with fervent appreciation the labour of love bestowed by his beloved eldest daughter Miss Amiya Bose, B. A. student......."

আর একখানির নাম, "1000 Unseen Passages by Bhabanath Bose, B. A., Head master of········Institution (29 years' experience), author of·········.(২৯ খানা কেতাব) and Miss Amiya Bose, B. A. (Hons).

তৃতীয় একখানা বইয়ের নাম "Easy Conversations at Home and School". সেটার উৎসর্গ পত্র এইরূপ—"To my dutiful eldest daughter Miss Amiyakana Bose on her passing the Matriculation Examination in the First Division".

এতদিন যে সোম অমিয়কণার মতো বহু বিজ্ঞাপিত পাত্রীর পরিচয় পায়নি এই এক আশ্চর্য্য। এক Intelligent Children's Guideএরই ইতিমধ্যে ১০০০ খানা বিক্রী হয়েছে। মন্টু বল্ল, "লোকে স্বদেশী ফেলে বিদেশী কিনবে কেন? Nesfieldএর দফা রফা। ম্যাকমিলান বাবাকে কত offer করেছে জানেন?"

শুনে সোম মন্টুকে একটা সিগ্রেট offer করল। মন্টু কি তা নিতে পারে! ভবনাথবাবু জানতে পারলে তার দফা রফা। সোম বল্ল, "আমি কি আপনার বাবাকে বলতে যাচ্ছি? নিলেন, খেলেন, ফুরিয়ে গেল।" একজন বিলেতফেরত তাকে সমকক্ষ ভেবে সিগ্রেট নিতে বলছেন, গৌরবে তার বুক ফুলে উঠেছিল, সে একটা নিল, নিয়ে টান দিতেই তার মাথা ঘুরে গেল নেশায় এবং দম্ভে। দুদিন পরে হয়তো এঁরই শালা হবে, খাতির করে কথা বল্বে কেন? সে যা তা বকতে শুরু করে দিল। সোমও তাকে প্রশ্রয় দিল। জিজ্ঞাসা করল, "অমিয়কণা আপনার বড়, না?"

"হ্যাঁ—বড়। দেড় বছরের বড় আমার চেয়ে। ওর নাম অমিয়কণা কবে হলো? সে আমার জন্মের বহু পরে।"

"কী রকম ?"

"ওকে আমরা টুলী বলেই ডাকতুম। যদিও ভালো নাম শুভঙ্করী। স্কুলে নাম লেখাবার সময় হেড মিস্‌ট্রেস্‌ বল্লেন, ও নাম রাখ্‌লে কেউ বিয়ে কর্‌বে না। তিনিই নামকরণ কর্‌লেন অমিয়কণা। তারপর সে নাম সংক্ষেপ করা হয়েছে, আজকাল আবার লম্বা নাম কেউ পছন্দ করে না।"

"লম্বা নাকের মতো।"

"হ্যাঁ—যা বলেছেন। আমার নাম ছিল জগদানন্দ বসু। আমি ওটাকে ছেঁটেকেটে করেছি জগদা বসু। তবু সকলে আমাকে মনু বলেই ডাকে।"

"আমি কিন্তু জগদা বলে ডাক্‌ব।"

"সৌভাগ্য!"

"দেখুন জগদাবাবু, আপনি তো ধর্‌তে গেলে আমার বন্ধুই—কেমন ?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি আমার only best friend, মাইরি।"

"নিন্‌, আর একটা সিগ্রেট্‌ নিন্‌। 'না' বল্‌বেন না। বিলিতী নয়, ইটালিয়ান! অনেক যত্নে এনেছি কাষ্টম্‌স্‌এর চোখে ধূলো দিয়ে।"

মনু শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গদ্‌গদ্‌ হয়ে বল্ল, "তা হলে দিন্‌। আপনার মতো বন্ধুর মহার্ঘ দান মাথায় করে নিই।"

সোম মনুর কানের কাছে মুখ নিয়ে স্বর নামিয়ে বল্ল, "দেখুন জগদাববু, জগদাবাবু কেন বলি, জগদা, বন্ধুর জন্যে একটা কাজ করে দিতে হবে।"

জগদা তড়িৎ স্পৃষ্টের মতো কান সরিয়ে নিল। পর মুহূর্তে কানটা আরো একটুখানি ঝুঁকিয়ে ব্যগ্রভাবে বল্ল, "হুকুম করুন।"

"দেখ", সোম ইতস্তত করে বল্ল, "তোমাকে আমি বিশ্বাস না কর্‌লে একথা বল্‌তুম না।"

"আমি শপথ করছি," জগদা দুই চোখে আঙুল ছুঁইয়ে বল্ল, "যদি বিশ্বাস রক্ষা না করি তবে আমার দুই চোখ—হ্যাঁ, দুই চোখ কাণা হয়ে যাবে।"

"ছি, ছি", সোম বল্ল "শপথ কে চায়? মনের জোর।"

"হ্যাঁ! মনের জোরে আমার সঙ্গে ক'জন পারে! জানেন আমি একটা ভূতুড়ে বাড়ীতে তিন রাত ছিলুম। তেরাত্রিবাসের পর আমর চেহারা যা হয়েছিল, যদি দেখতেন তবে আমাকেই ভূত বলে ঠাওরাতেন।"

"বেশ, বেশ। অমনি মনের জোর চাই।" কিছুক্ষণ পরে সোম বল্ল, "আজ আমি আপনাদের ওখানে যাচ্ছি। আপনার দিদিকে দেখ্‌ব। কিন্তু শুধু দেখ্‌লে তো হবে না। একটু কথাবার্ত্তা কওয়া দরকার তাঁর সঙ্গে।"

"এই কাজ! আচ্ছা, আমি—"

"না, অত সোজা নয়। আমি চাই নির্জ্জনে কথা বল্‌তে। ঘরে অন্য কেউ থাক্‌বে না, বাইরেও কেউ আড়ি পাত্‌বে না।"

মন্টুর মুখ শুকিয়ে সরু হয়ে গেল। সিগ্রেট্ খসে পড়্‌ল তার দুই আঙুলের ফাঁক দিয়ে। বাড়ী তো ওর নয়, বাড়ী ওর বাবার, ওর মা'র। তাঁদের কাছে কেমন করে অমন প্রস্তাব কর্‌বে? দিদিকে বল্‌তে পারে, কিন্তু দিদিও তো মালিক নয়।

সোম বল্ল, "কি ভাই, পার্‌বে না?"

"আমাকে মাফ কর্‌বেন," জগদা অত্যন্ত কাতরভাবে বল্ল। "আমাদের বাড়ীতে আশ্রিত অভ্যাগত নিয়ে ষোলো সতেরো জন

মানুষ, নিভৃত স্থান কোথায় পাবো? তাছাড়া who is to bell the cat?"

সোম ভেবে বল্ল, "আচ্ছা এমন হয় না? আমার বন্ধু ও তাঁর স্ত্রী যদি তোমাকে ও তোমার দিদিকে নিমন্ত্রণ করেন তোমরা আস্‌বে?"

"আমরা তো আস্‌তে উৎসুক ও উদ্যত। কিন্তু বাবা বলেন," মনু চুপি চুপি বল্ল, "এঁদের বিবাহ অসিদ্ধ। এঁদের একজন বামুন, আর একজন কায়স্থ। এদের সন্তান হচ্ছে বর্ণসঙ্কর, দোঁআশলা। এঁদের বাড়ী নিমন্ত্রণ গ্রহণ অসম্ভব।"

সোমের ক্রোধে বাগ্‌রোধ হলো। নিমন্ত্রণ গ্রহণ অসম্ভব! সোম লক্ষ করেছিল যে ভবনাথবাবু চা ছুঁলেন না। অথচ নির্ব্বিকারমুখে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ অসম্ভব। অথচ দৌড়াদৌড়ি, ধরাধরি, ধন্না—এসব সম্ভব। ওঃ এই ভবনাথ-টাকেও শিক্ষা দিতে হবে দাশরথি ও সত্যেনের মতো।

"আচ্ছা, তা হোক্‌," সোম বল্ল, "নিমন্ত্রণ গ্রহণ নাই কর্‌লে। এমনি বেড়াতে আসতে দোষ কী? এই যেমন তুমি আজ এসেছো?"

"তাও," মনু বল্ল, "আপনার জন্যে। কিন্তু আপনার জন্যে দিদি তো আস্‌তে পারে না।"

সোম বল্ল, "হুঁ।"

অনেক ভেবে সোম একটাও ফন্দী বের কর্‌তে পারল না। মনুকে বল্ল, "আচ্ছা, ভাই জগদা; আমার জন্যে তোমার দিদি না আসুন, তুমি কিন্তু এসো কাল এই সময়।"

*

"গুড্‌ ইভনিং, নমস্কার। এই যে, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌," বলে

যে সুপার-ভদ্রলোকটি সোমাদিকে অভ্যর্থনা করলেন, তাঁর নাম দ্বিজদাসবাবু, ভবনাথবাবুর কনিষ্ঠ। হাসিখুসি মানুষটি, বাঁটোয়ারায় তাঁর ভাগে পড়েছে হাসি আর তাঁর দাদার ভাগে পড়েছে রাশি অর্থাৎ রাশভারিত্ব। "আসুন, এইখানে বসুন। আহা, ওখানে কেন, এখানে। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। ডাবের জল খাবেন, না ঘোলের সুরবৎ খাবেন? হলোই বা শীতকাল। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। কিছু খাবেন না, তা কি হয়! এক পেয়ালা চা? চা যে কোন সময় খাওয়া যায়, বাড়ীতে খেয়ে এসেছেন বলে এখানে খাবেন না, ও কি একটা কথা হলো কুণালবাবু?"

সোমের বন্ধু বলে কুণালেরই খাতির বেশী। ভবনাথবাবুদের ধারণা কুণাল যা বল্‌বে সোম তাই কর্‌বে। কুণালের পছন্দ নিয়ে সোমের পছন্দ। তাই কুণালকে খামোখা দুটি ছোট মেয়ে দুই পাশ থেকে দুই সখীর মতো পাখা কর্‌তে সুরু করে দিল। হিমেল হাওয়া লেগে সে বেচারার ইনফ্লুয়েঞ্জা হবার দাখিল। এমনিতেই তো রোগা মানুষ। পড়ে পড়ে চোখদুটির মাথা খেয়েছে, অশোকপুত্র কুণালের মতোই অন্ধ—চশমা খুলে নিলে।

সোমাদি যে ঘরে বস্‌লেন সেটার সীলিং ছাড়া কোনোখানে একটুও ফাঁক ছিল না। দেয়ালে দেয়ালে লম্বমান ফোটো পট তৈলচিত্র ভবনাথপরিবার, দশমহাবিদ্যা, অমিয়কণা, স্বামীজী, পরমহংসদেব, দিল্লী দরবার, আশুতোষ মুখুজ্যে, মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি ইত্যাদি। নতুন ধুতীর উপরে মিলওয়ালাদের নামাঙ্কিত যে সব দেবদেবীর ছবি থাকে সেগুলিও বাদ যায়নি। মেজের উপর একটি বৃহৎ পালঙ্ক—ভবনাথবাবুর বিবাহের। সেটি বোধ হয় অমিয়কণার বিবাহের যৌতুক হবে। আলমারি সিন্দুক বাক্স পেঁটরা ইত্যাদি ছাড়া

টেব্‌ল চেয়ার তো আছেই, নইলে সোমাদি বস্‌বেন কেমন করে? একটুখানি জায়গায় একটা ফরাস পাতা ছিল। তার উপর ছিল একটি হার্মোনিয়াম।

সোম ললিতার কানে কানে বল্ল, "এই বাড়ীর জামাই হলে বাড়ীভাড়া বাঁচ্‌তে পারে, কিন্তু প্রাণ বাঁচ্‌বে বলে বোধ হচ্ছে না।"

ললিতা সোমের কানে কানে বল্ল, "প্রাণের যিনি অধিক তিনি যদি থাকেন তবে প্রাণ গেলে ক্ষতি কী!"

ভবনাথবাবু তার গৃহিণীকে ও অপরাপর কন্যাদেরকে চালন করে আন্‌লেন, কেবল অমিয়া রইল রিজার্ভে। এদের সবাই কুণালকে ও ললিতাকে নিয়ে ব্যস্ত, সোমের প্রতি দৃষ্টি নেই কারুর। বেচারা সোম অভিমানে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। ভাব্‌ল, কে এ বাড়ীতে এই মুহূর্ত্তে সর্ব্ব প্রধান মানুষ? কে এই সম্বর্দ্ধনার নায়ক? কার একটা হাঁ কিংবা না'র উপর এদের আয়োজনের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা নির্ভর কর্‌ছে? সে আমি।

ওরা সকলে মিলে কুণালকে ও ললিতকে সমস্তক্ষণ কথা কওয়ালো। বেচারা কুণাল যতবার বলে, "কল্যাণ যে বকোমধ্যে হংসোযথা হয়ে রইল, বক্‌বক কর্‌ছি বলে আমরা যেন বক," সোম ততবার একটা রহস্যময় হাসি হাসে। প্রীতিকণা, জ্যোতিঃকণা, নীহারকণারা তা দেখে চমৎকৃত হয়। ভবনাথবাবু বলেন, "কুণালবাবু, আপনার উপর এ বাড়ীর যা কিছু আশাভরসা। (আপনি কল্যাণের) অভিন্নহৃদয় বন্ধু।"

ভবনাথের ভবার্ণবের তরণী বলেন, "ললিতা মা থাকৃতে আমি তো এক রকম নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। তোরা কেউ নিয়ে যা তো খোকামণিকে; ও ঘরে সমস্ত সাজানো রয়েছে, যেটা ওর পছন্দ

হয় সেইটে ওর হাতে দে। যাবে না? মা মণিকে ছেড়ে যবে না? চলো তা হলে তোমার মাকেও নিয়ে যাই। এসো মা ললিতা, গরীবের বাড়ীতে যখন পা দিয়েছ তখন দেখ্‌তে হবে সমস্ত।"

মন্থু কোথায় গেছ্‌ল। এসে সোমের পিছনে দাঁড়িয়ে সোমের চোখ টিপে ধর্‌ল ভবনাথবাবুর তা দেখে চোখ উঠ্‌ল টাটিয়ে। তিনি তো জান্‌তেন না যে মন্থু সোমের বন্ধু। বাবা যে ওখানে বসেছেন তাড়াতাড়িতে মন্থুর ওদিকে নজর পড়েনি। সে যেন হঠাৎ সাপ দেখে লাফ দিয়ে পালালো। সোম পিছন ফিরে দেখ্‌ল কেউ নাই। সে একটু আশ্চর্য্য হয়ে কার্য্যকারণ অনুধাবন কর্‌ল।

দ্বিজদাসবাবু চায়ের তত্ত্ব নিচ্ছিলেন। ভৃত্যকে বল্লেন, "রাখ্‌, ব্যাটা, ওখানে রাখ্‌। ব্যাটা উল্লুক। সাতদিন ধরে ট্রেনিং দিচ্ছি, বিলেতফেরৎ জেণ্ট্‌লম্যান্‌কে কেমন করে চা দিতে হয়!"

দ্বিজদাসের হাসির মুখোসখানা এত অল্পেতে আল্‌গা হয়ে আসে, তা কে ভেবেছিল!

ভৃত্যটির সদ্য পদোন্নতি হয়েছে। ছিল বাগানেও মালী। হয়েছে খানসামা। পাগ্‌ড়ীর উপর একটা B হরফ আঁটা। অর্থাৎ বোস সাহেবের খানসামা। পান খেয়ে দাঁতগুলিকে পাকা রঙে রাঙিয়েছে, হাতের তেলো কোদাল ধর্‌তে অভ্যস্ত বলে সেখানে বড় বড় কড়া। উর্দ্দিটা কার কাছ থেকে ধার করে এনেছে, গায়ে ঢিলে হয়েছে। হাতের আস্তিন বার বার গুটোতে হচ্ছে।

দ্বিজদাসবাবু আবার মুখোস এঁটে বল্লেন, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। শীতকাল। কড়া হয়েছে? আর একটু দুধ দেবো? চিনি খান না? সব ঠিক্‌ আছে? হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। ওরে ব্যাটা

নন্দুরাম, যা যা, আরো দু পেয়ালা নিয়ে আয়, ঝট্ করে—দাদার জন্যে, আমার জন্যে।"

ভবনাথ বল্লেন, "এত দেরি (হচ্ছে কেন) ?" চায়ের নয়, অমিয়ার।

দ্বিজদাস বল্লেন, "ওঁরা তো এখনো ওকে যথেষ্ট সজ্জিত বলে মনে কর্‌তে পারছেন না বিলেত ফেরৎ জেণ্ট্‌ল্‌ম্যানের পক্ষে।" —ওঁরা মানে দ্বিজদাসের উনি। গৌরবে বহুবচন।

মনু পা টিপে টিপে কখন এসে সোমের কাছে বসেছিল। ভবনাথ হুকুম করলেন, "যা তো মনু।"

মনুকে যেতে হালো না। অমিয়াকে দরজার কাছে পৌঁছে দিয়ে কে একটি মহিলা ঘোমটা টেনে দিয়ে ঝপ্ করে সরে গেলেন। গিয়ে একটু আড়াল থেকে উঁকি মার্‌লেন।

সুপ্রসিদ্ধ অমিয়া বোস ফরাসের উপর বস্‌লেন।

পা দুটিকে ভাঁজ করে বাঁ দিকে রেখে ডান হাতের উপর ভর দিয়ে সাম্‌নে ঝুঁকে পড়্‌লেন। বাঁ হাতটি কখনো উঠে অবনত মুখের চিবুকে সংলগ্ন হলো, কখনো নেমে উরুর উপর সংন্যস্ত রইল। দৃষ্টি তাঁর অধোগামী। ভুলেও সোমের অভিমুখ হলো না।

সোম লক্ষ করল যে অমিয়ার চোখে চশমা নেই, মুখ নিটোল, শরীর সুঠাম। বিদুষীদের দেখ্‌লে যেমন বিতৃষ্ণা হয় অমিয়াকে দেখে তেমন হয় না। রং মলিন শ্যাম। ত্বক্ মসৃণ তৈলাক্ত।

তবে প্রাণের চাঞ্চল্য নেই, আছে একটা নির্জীব জড়তা তার প্রকৃতিতে। যাদু নেই তার চলনে চাউনিতে নড়নে চড়নে ভঙ্গিতে স্থিতিতে। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। তার বিদ্যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়নি। পাহারা ও ডিসিপ্লিন মিলে তার স্বভাবকে নিষ্পিষ্ট ও শিষ্ট করেছে। তার বিশিষ্টতার অবশিষ্ট নেই।

সোমের তো কথা বলার কথা নয়, কথা বলার ভার কুণালের উপর। কুণাল ইতস্তত করে বল্ল, "মিস্ বোস্, ইনি আমার বন্ধু মিষ্টার কে-কে সোম।"

অমিয়া সবাইকে একবার নমস্কার করেছিল। সোমকে একান্ত ভাবে নমস্কার করে আবার নতমুখী হলো। না একটু হাসি, না একটা চাউনি। সোম এতক্ষণ বুদ্ধি আঁটছিল। বল্ল, "হাউ ডু ইউ ডু।"

অমিয়া পিতার দিকে তাকালো। পিতা কন্যাকে উৎসর্গ করে "Easy Conversations" এর বই লিখেছেন। কিন্তু কাজের বেলায় ঢু ঢু।

সোম যেন কোনোদিন বাংলা বলে না, যেন কত বড় ইঙ্গবঙ্গ। বল্ল, "I've been reading your book, Miss Bose. How wonderful to meet the author of a book one's been reading !"

মিস্ বোস্ নীরব, নিঃস্পন্দ। তাঁর বাবা তাঁর দিকে সংকেত করে বল্লেন, "Writing another."

"But, Miss Bose, how on earth do you manage to write ?"

মিস্ বোস্ আবার পিতার মুখের পানে চাইলেন।

"Oh, somehow, "পিতা কন্যার হয়ে উত্তর দিলেন।

সোম কুণালের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "Is she deaf or is she dumb ?"

ভবনাথবাবু চটতে পারেন না, অথচ চটবার কথা। সহিষ্ণুভাবে বল্লেন, "No, no, not deaf and dumb. Only shy."

দ্বিজদাস এতক্ষণ বিলেতফেরতের বিশুদ্ধ ইংরাজী শুনে তাজ্জব

বোধ করছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীর সম্বন্ধে সাহেবের ওরূপ ধারণা তাঁকে লজ্জা দিল। তিনি বলে উঠলেন, "She is a Lakshmi girl, although learned like Saraswati."

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেও একটু উস্‌খুস্‌ করছিল। একেবারে পাষাণ তো নয়।

সোম হাসি চেপে বল্ল, "Then she ought to marry a Vishnu man."

ভবনাথ দ্বিজদাসের উপর চটলেন। সে কেন ফপরদালালি করতে যায়। দিক্‌ এখন এর জবাব!

জবাব দিতে না পেরে দ্বিজনাথ দাদার দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করলেন। দাদার মুখটা বিরক্তিতে বিকৃত। যেন ওল খেয়েছেন।

এই সময় ভবনাথ গৃহিণী সদলবলে প্রবেশ করলেন।

তিনি বল্লেন, "একটু গান হোক্?"

দ্বিজদাস যেন বর্তে গেলেন। বল্লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। গান হোক্।"

ভবনাথ ফরমাস করলেন, "তনয়ে তার তারিণী।"

অমিয়া হারমোনিয়ামের আওয়াজ দিয়ে আরম্ভ করলো।

সোম বল্ল, "Please , Miss Bose, I can't, I simply can't stand that instrument."

মিস্‌ বোস্‌ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাজনা থামালেন। তাঁর শরীর কাঁপতে থাকল। দ্বিজদাস বৌদিদিকে বল্লেন, "আমি তো বলেছিলুম একটা পিয়ানো ভাড়া করতে। যাঁহা হার্মোনিয়াম তাঁহা পিয়ানো, হিন্দী হরফ শেখার মতো একটা দিন লাগে শিখতে।"

ভবনাথগৃহিণী বুঝতে পারেননি ইংরাজীতে সোম কী বল্ল। দেওরের কথা শুনে আন্দাজে বুঝলেন। সোমকে অনুনয় করে

বলেন, "হাঁ বাবা। অত ধর্‌লে চল্‌বে কেন? আমরা গরীব বাঙালী গৃহস্থ, পিয়ানো কোথায় পাবো বলো? তবে তুমি যদি বলো যৌতুকের জন্যে একটা কিন্‌বো এখন। না জানি কোন দু পাঁচশো টাকা না নেবে।"

সোম একপ্রকার কৃত্রিম স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বল্ল, "আপনি—যা—ভাব্‌ছেন—আমি—তা—mean করিনি। I meant—তার মানে আমি mean করেছিলুম—হার্মোনিয়াম বাদ্য যন্ত্রো—আমার কানে—যন্ত্রণা করে।"

দ্বিজদাস দোভাষীর কাজ কর্‌ল। বল্ল, "বৌদিদি, উনি বল্‌ছেন হার্মোনিয়ামটা না বাজিয়ে অমনি গান কর্‌লে উনি শুন্‌বেন।"

"তবে তুমি যে পিয়ানোর কথা বল্লে?"

ভবনাথ এর উত্তর দিলেন। বল্লেন, "দ্বিজুটা বড় বাড়াবাড়ি (কর্‌ছে)।"

দ্বিজদাস চুপ। আড়ালে থেকে দ্বিজদাসগৃহিণী টিপে টিপে হাস্‌ছিলেন।

হার্মোনিয়ামের প্রথম আওয়াজ বাড়ীশুদ্ধ মানুষকে এই ঘরে ছুটিয়ে এনে জুটিয়েছিল—সাপখেলানোর বাঁশীর সুরের মতো, ভালুক নাচানোর ডুগডুগির বোলের মতো। হঠাৎ বাজনা থেমে যাওয়ায় চারিদিক থেকে অস্বস্তির গুঞ্জন উঠ্‌ল।

সব কথা লিখ্‌তে গেলে মহাভারত হয়। সংক্ষেপ করি। অমিয়ার মা তাকে বল্লেন, "তুই অমনি গান কর।"

অমিয়ার বুক দুড় দুড় কর্‌ছিল। যেন হার্মোনিয়ামটাকে সোম তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। গানটাকেও হয়তো তার গলা থেকে ছিনিয়ে নেবে। হয়তো বলবে, "I can't, I simply can't

stand that noise." আরম্ভ করতে তার ভরসা হচ্ছিল না। আরম্ভ যদি বা করলে তবু আরম্ভই হয়তো শেষ এই আশঙ্কায় সে কেবলি হোঁচট্ খেতে থাক্‌ল।

সোম তাকে উৎসহ দেবার জন্যে বল্ল, "Fine! Fine!" তা সত্বেও অমিয়ার আত্মবিশ্বাস উজ্জীবিত হল না। কয়েকটা কলি ডিঙিয়ে কোনোমতে সে সমে এসে ঠেক্‌ল।

সোম যখন বল্ল, "Encore" তখন সে তার করুণ চোখ দুটি তুলে নিঃশব্দ মিনতি নিবেদন করল। সোম বল্ল, "Thank you, Miss Bose."

*

ফের্‌বার পথে ললিতা বল্ল,'শুন্‌লে তো, রান্নার অধিকাংশ অমিয়ারই হাতের। এমন মেয়ে দৈবে মেলে! যেমন বিদ্যায়, তেমনি স্বাস্থ্যে, তেমনি গানে, তেমনি রন্ধনে।"

সোম বল্ল, "রন্ধনের ভার অন্যের উপর দিয়ে পরিবেশনটা যদি স্বহস্তে কর্‌তেন তবে আমি ক্রন্দন কর্‌তুম না। কিন্তু ঐ নন্দুরাম খানসামা—"

কুণাল বল্ল, "বিলেতফেরতের যথোপযুক্ত সৎকারের জন্যে ওঁরা চেষ্টার ত্রুটী করেন নি।"

"সৎকারই বটে," সোম বল্ল, "তবে তুমি ও ললিতা তো বিলেত ফেরৎ নও, তোমাদের সৎকার অমন ভাবে হলো কেন জানো?"

"জানি," কুণাল সখেদে বল্ল।

"রক্ত গরম হয়ে ওঠে না?"

"ওঠা উচিত নয়।"

"শুনছো ললিতা। তোমার স্বামীটি একটি অপদার্থ।'"

"যে দেশে," ললিতা বল্ল, "প্রত্যেকেই এক একটি পদার্থ সেদেশে একটি অপদার্থ থাক্‌লে মন্দ হয় না। তুমিও যদি একটি অপদার্থ হতে আমি তোমার বোন বলে গর্ব্ব অনুভব করতুম, কল্যাণদা।"

"কেন, আমি অন্যায়টা কী করেছি?"

"অমন ওরাং ওটাংএর মতো ইংরিজী আওড়ালে অমিয়া কেন যে কোনো বাঙালীর মেয়ে বিপর্য্যস্ত হয়। ওর গানটাকে খুন করলে তুমি।"

"তুমি ভাবছ ওর গান আরো ভালো ওৎরালেই ও আর্টিষ্ট হতো?" সোম হাসল। "আর্টিষ্ট ছিল সুলক্ষণা, ওর ধাত আলাদা।"

"গানে কাঁচা হলে কী হয়, কত বই লিখছে"

"বই লিখছে বলে কি ও একজন intellectual? ললিতা, আমি একটি চাষাণী পেলে বিয়ে করতে রাজি আছি, যদি পণের বাধা না থাকে। ললিতা আমার কান্না পায় শিক্ষিতা মেয়েদের শ্রী দেখে। ভেবে দেখ ললিতা, অন্য কোনো সভ্য দেশে কি এমনটি সম্ভব? বি-এ পাস্ করা বিদুষী মেয়ে পুত্তলিকার মতো ফরাসটার উপর জড়সড় হয়ে বসে রইল। কেন গেল সে গান করতে? কেন সে দৃপ্তকণ্ঠে বল্ল না যে আমি গান জানিনে, আমি যা জানি তাই জানি—তারই দ্বারা আমার বিচার হোক"

"আজকাল," ললিতা বল্ল "শুধু শিক্ষার বিচারের উপর নির্ভর করে কোনো বিবাহযোগ্যা মেয়ের অভিভাবক নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। দেশের হাওয়া বদলেছে। শ্বশুর শাশুড়ীরা ও চান্ যে বৌ গান করুক বা না করুক অন্ততঃ জানুক, জানুক বা না জানুক অন্তত জানাক্।"

"কুসংস্কার! কুসংস্কার।" সোম ক্ষিপ্ত হয়ে বল্ল, "একটার পর আরেকটা কুসংস্কার এসে চিত্ত দখল করছে আর এরা ভাবছে ওরই নাম

শিক্ষা, ওরই নাম সভ্যতা। আমি বর্ব্বর হতে চাই ললিতা। আমি সাঁওতাল মেয়ে বিয়ে করবো।"

"তা হলে," কুণাল হেসে বল্ল, "আমরা তোমার বাড়ী খাবো না। খেতে দেবে সাপ কি গোসাপ।"

"তার মানে," সোম বল্ল, "তুমি আমার প্রতি সেই ব্যবহার করবে যে ব্যবহার করছেন ভবনাথ তোমার প্রতি। ভবনাথত্ব দেখছি আপেক্ষিক।"

"সেই জন্যেই," কুণাল বল্ল, "রক্ত গরম হয়ে ওঠা উচিত নয়। সাঁওতালরাও যাদের হনুমান বলে তাদের প্রতি আচরণে ভবনাথবাবুর মতো। সাঁওতালের মেয়ে হনুমান বিয়ে করছে এমন গল্প ওদের মধ্যে বহুল প্রচলিত।"

"অতএব," ললিতা হাসতে হাসতে বল্ল, "এই বিলিতী হনুমানটির বিয়ের আশা ছেড়ে দিলে ভুল করবো, সাঁওতালের মেয়ে থাকতে।"

খোকা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাড়ী পৌঁছে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে বল্ল, "মামা।"

সোম বল্ল, "হুম্ হুম্। আমি হনুমান আছে।"

খোকা বল্ল, "হনুমান আছে? কই হনুমান?"

সোম বল্ল, "হামি হনুমান।"

"কই হনুমান কই?"

"হুম্ হুম্।" বলে সোম তিন লাফ দিল।

"হুম্ হুম্।" খোকা তার অনুকরণ করল।

"ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো", বলতে বলতে ললিতা [illegible] ভিতরে নিয়ে গেল।

"তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো হে," কুণাল বল্ল।

"নাঃ। এই মেজাজ নিয়ে ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখ্‌বো। একটু খেলা কর্‌তে হবে। আমার পক্ষে যা খেলা অপরের পক্ষে তা লঙ্কাকাণ্ড। আমি যে বিলিতী হনুমান।"

"আজ রাত্রেই?"

"আজ রাত্রেই।"

"সর্ব্বনাশ! কী কর্‌বে তুমি?"

"তোমার এখানে তো টেলিফোন নেই। আমার একটা টেলিফোন দরকার।"

পাশের বাড়ীতে টেলিফোন ছিল। অনুমতি নিয়ে সোম ডেকে বল্ল, "দ্বিজদাসবাবুর সঙ্গে কথা বল্‌তে পারি? আমি কল্যাণকুমার সোম।"

কল্যাণকুমার দ্বিজদাসকে স্মরণ কর্‌ছেন এত লোকের মধ্যে। দ্বিজদাস খেতে খেতে উঠে ছুটে এলেন। "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। Good night, মিষ্টার সোম।"

সোম বল্ল (ইংরাজীতে), "আপনাকে বিরক্ত কর্‌লুম বলে মাফ চাই।"

"না, না, না, না। বিরক্ত কিসের?........"

"আজ আমি আপনাদের ওখানে সবাইকে জ্বালাতন করেছি এজন্যে আপনাদের সকলের কাছে আমি মার্জ্জনাপ্রার্থী।"

"হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। সকলেই আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ। মনু তো [illegible] পূজা কর্‌ছে। এমন অমায়িক নিরহঙ্কার ভদ্রলোক [illegible]তাদের ভিতর কেন, B. N. G. S. দের ভিতরও দেখা [illegible]

"ধন্যবাদ। এখন একটা জরুরি কথা আছে।

"জরুরি কথা! জরুরি কথা!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বিশেষ কাজে ঐ রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিতে করে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা।"

"নামবার সময় হবে না।"

"আচ্ছা।"

"মিস্ বোস যদি দয়া করে এক মিনিটের জন্যে ট্যাক্সিতে আমার সঙ্গে দেখা করেন আমি তাঁকে কিছু বল্‌বো।

"হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। অনায়াসে স্বচ্ছন্দে।"

"ধন্যবাদ, মিষ্টার দ্বিজদাস।"

"আর লজ্জা দেবেন না।"

ক

ট্যাক্সি যখন "ভবধামের" সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ধবক্ ধবক্ ধবক্ ধবক্ কর্‌ল তখন রাত এগারোটা। গায়ে একখানা শাল জড়িয়ে অমিয়া এসে ট্যাক্সির দরজার কাছে দাঁড়ালো।

"সে কী! আপনি দাঁড়িয়েই থাক্‌বেন। তা হয় না।" ইংরাজীতে এই কথা বলে সোম দরজাটা খুলে দিল—দিতে দিতে বল্ল, "এক্‌স্‌কিউস্ মী। গায়ে লাগ্‌লো?"

"না না।" বলে যন্ত্রচালিতের মতো অমিয়া উঠে এলো। কোনো অন্যায় বা অশোভন কাজ কর্‌ছে কিনা ভাব্‌বার সুযোগ পেলোনা। তার পিছনে একটু ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ছিলেন [illegible] মনু, নীহারকণা, নন্দুরাম (তখন সে খানসামার সাজ খুলে [illegible] ও অন্যান্য জনকয়েক। ভবনাথবাবুর মাথা ধরেছে, তিনি [illegible]

সোম যেন নিমেষের মধ্যে ছোঁ মেরে অমিয়াকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ওঁরা সাক্ষীগোপালের মতো দারুভূত হয়ে থাকলেন। যখন ওঁদের সংজ্ঞা ফিরল তখন দ্বিজদাস বল্লেন, "কই, টেলিফোনে তো অমন কোনো কথা হয় নি। কানে কি আমি কম শুনি? দাদাকে এখন আমি বোঝাবো কী।"

ভবনাথবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। যাতে ছাত থেকে না পড়েন সেজন্যে বাড়ীর একটা কামরায় তাঁকে বন্দী করা হলো। তিনি হুকুম করলেন পুলিশে খবর দিতে। কিন্তু গৃহিণী ও হুকুম নাকচ করলেন। দ্বিজদাসকে তাঁর দাদা নির্বাসন দণ্ড দিলে তাঁর বৌদিদি তাঁকে পাঠালেন [illegible] ওখানে।

মনুর মনে পড়ল যে তার বন্ধু প্রস্তাব করেছিল তার দিদির সঙ্গে নির্জ্জনে বাক্যালাপ করতে। এখন ওকথা সে মা'র কাছে খুলে বল্ল। মা বল্লেন, "ধেড়ে কেষ্ট। ঘটে একটু বুদ্ধি ছিল না যে মা'কে ওকথা আগে বলি। বয়স যতই বাড়ছে লক্ষ্মী ততই ছাড়ছে, তিন বছর আই-এ ফেল-করা ছেলের আর কত বুদ্ধি হবে।"

মনু বকুনি সইতে না পেরে বাইসিক্লে চড়ে গৃহত্যাগী হলো। দিদিকে যদি উদ্ধার করতে পারে তবেই সে গৃহপ্রবেশ করবে। নতুবা—নতুবা কী?

'ভবধাম' যখন লণ্ডভণ্ড তখন ট্যাক্সিতে অমিয়াকে সোম সম্পূর্ণ সপ্রতিভ ভাবে বলছে, "Grand Hotelএ এর আগে কোনোদিন যাননি না গেছেন, মিস্ বোস্?" (পরিষ্কার বাংলায়)

অমিয়া তখন স্বপ্ন দেখছে। এই তো তার স্বপ্নের রাজপুত্র। [illegible], Grand Hotelএ নিয়ে যায়। সে সলজ্জস্বরে বল্ল, [illegible] চেয়েছিল সে বাইরের দিকে

তবে আপনি জীবনের কিছুই দেখেননি, মিস্ বোস্। আপনার জীবনেরও আরম্ভ হয়নি।"

স্বপ্নে কথা বলতে লজ্জা কিসের? অমিয়া বল্ল, "না।"

দৈবক্রমে সেদিন ছিল Gala night. সোম সাপারের ফরমাস্ দিয়ে অমিয়াকে বল্ল, "ভয় নেই। নিষিদ্ধ মাংস খেতে হবে না। কিন্তু মুস্কিল এই ছুরি কাঁটা নিয়ে।"

এত আলো, এমন বাজনা, এরূপ নাচ,—আমিয়া কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এত সাহেব মেম সে একত্র দেখেনি। সস্ত্রীক গুটি কয়েক ভারতীয়—বোধ হয় পার্শী কি গুজরাটি—তাদের মধ্যে ছিটানো।

সোম সুধালো, "নাচ্বেন?"

অমিয়া সবেগে ও সভয়ে মাথা নাড়্লো।

সোম বল্ল, "ও কিছু নয়। আধঘণ্টা অভ্যাস কর্লে দুরস্ত হয়ে যাবে।

অমিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বল্ল, "না।"

তখন সোম একটা লেকচার দিল। "মিস্ বোস্, আপনারা শিক্ষিতা মেয়েরা এমন ক্ষীণজীবী কেন? কত ইংরাজী বই পড়েছেন, প্রাণে কেন স্বাধীনতার হাওয়া লগ্লো না? ভাব্ছেন দেশ স্বাধীন হলে তার পর ব্যক্তি স্বাধীন হবে? ও যেন গাড়ী আগে চল্লে ঘোড়া পরে চল্বে। স্বাধীন মানুষের দেশই হচ্ছে স্বাধীন দেশ—চলন্ত ঘোড়ার গাড়ীই হচ্ছে চলন্ত গাড়ী।"

অমিয়ার তখন তর্ক কর্বার অবস্থা নয়। সে যে কী করেছে, কার সঙ্গে এসেছে, এ সব ক্রমে ক্রমে তার ঠাহর হল। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়—সে গোঁড়া হিন্দু বাড়ীর আইবুড় মেয়ে, এসেছে এ কোন

...কে। কেন তার মতিচ্ছন্ন হলো? না, তার তো এতে মতি ছিল না। ক্রমে তার স্মরণ হলো, মিষ্টার সোম তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে এক দৌড়ে এখানে এনেছেন। কেন তিনি এমন কাজ করলেন? কেন তিনি বাবার অনুমতি নিলেন না? অন্ততঃ তার নিজের সম্মতি?

সোম লক্ষ করল অমিয়ার দুই গাল বেয়ে অশ্রুজলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তবু সে লেশমাত্র শব্দ করছে না। সোম ব্যঙ্গ করে বল্ল, "সাবালিকা শিক্ষিতা তরুণী বটে। গ্রাজুয়েট এবং গ্রহবর্ত্রী।"

অমিয়া অস্ফুট স্বরে বল্ল, "আমাকে বাড়ী নিয়ে চলুন।"

"সে কী! এখনো খাওয়া হয়নি যে।"

অমিয়া ফিস্ ফিস্ করে বল্ল, "খাবো না।"

"না খান্। খাওয়া দেখুন।"

অমিয়া ফিস্ ফিস্ করে আর্ত্তভাবে বল্ল, "বাড়ী যাবো।"

বাড়ী তো আপনার আলাদিনের বাড়ী নয় যে আপনার অসাক্ষাতে উড়ে যাবে। আমি আপাকে অভয় দিচ্ছি, আপনার বাড়া পুড়েও যাবে না পড়েও যাবে না।"

অমিয়া কাতর স্বরে বল্ল, "দয়া করুন।"

"দয়া? দয়া তো আপনারই করবার কথা। আপনার বাড়ী খেয়ে এলুম, তার ঋণ শোধ করতে দিন।"

অমিয়া তবু বল্ল, "খাবো না। যাবো।"

"আপনারা নিমন্ত্রণ করলেন, আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করলুম। আমার নিমন্ত্রণ আপনি রক্ষা করলে বুঝবো আপনারা আমাকে হেয়জ্ঞান করেন! সেটা কি ভালো?"

অমিয়া তর্ক করলো না, শুধু বল্ল, "যাবো।"

অগত্যা সোম ফরমাসী খাবারের দাম চুকিয়ে দিয়ে অমিয়াকে নিয়ে

ট্যাক্সিতে উঠ্‌ল। বল্ল, "বাড়ীও থাক্‌বে, বাড়ীর মানুষও থাক্‌বেন, জীবনের দৈনন্দিন প্রক্রম থাক্‌বে অক্ষুণ্ণ। থাক্‌বে না একমাত্র আজকের এই রাতটি, রাত্রের একটি ছোট ঘণ্টা আর সেই ঘণ্টায় যে কয়টি কথা বল্‌তে পার্‌ত একটি অচিন্‌ তরুণ সেই কয়টি কথা। অমিয়া দেবী, এখনো সময় আছে। ট্যাক্সিকে ঘুর্‌তে বল্‌ব ?"

বাড়ী পৌঁছে কী দেখ্‌বে তাই এতক্ষণ অমিয়ার কল্পনা অধিকার করেছিল, বিপরীত যাত্রার প্রস্তাব সেখানে প্রবেশ পেল না। অমিয়া ত্রস্ত ভাবে বল্ল, "না, না।"

ট্যাক্সি ছুট্‌তে লাগ্‌ল। ছুট্‌তে লাগ্‌ল পথের পাশের বাতি, ছুট্‌তে লাগ্‌ল সময়। সুযোগও ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

সোম বল্ল, "আপনাকে আমার কিছু বল্‌বার ছিল—নির্জ্জনে। সেটা অ-বলা রইলে বিয়েও রয় অ-করা! সেই জন্যে আপনাকে নির্জ্জনে স্থানে নিয়ে গেছ্‌লুম—যেখানে জনতা সেইখানে নির্জ্জনতা। আপনি নিজের বিয়ে নিজের হাতে ভাঙ্‌লেন। এর পর যদি আপনার বাবা আসেন বাড়ী চড়াও করে ঝগ্‌ড়া বাধাতে কিম্বা যান্‌ আদালতে মাম্‌লা কর্‌তে তবে আর কি ভাঙা বিয়ে জোড়া লাগ্‌বে ? অমিয়া, এখনো সময় আছে।"

অমিয়া কেঁদে উঠল! উত্তর দিল না।

গাড়ী এসে বারান্দায় লাগ্‌ল। অমিয়াকে নামিয়ে দিয়ে সোম বল্ল, "হাঁকাও।"

ললিতা ও কুণাল বাইরের ঘরে রাত জাগ্‌ছিল। তাদের সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন দ্বিজদাসবাবু। কোন্‌ মুখে তিনি বাড়ী ফির্‌বেন ? জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, "কর্ণরোগের কোনো স্পেশ্যালিষ্টের নাম কর্‌তে পারেন ? একবার দেখাই আমার বাঁ কানটা। দ্বিতীয়

সোম আমাকে কী বল্লেন আর আমি কী শুনলুম।" এমন সময় সোম কপাটের কড়া নাড়ল। বল্ল "কুণাল, জেগে আছ হে?" পরিষ্কার বাংলা। দ্বিজদাস ভাবছিলেন আর-কেউ। কুণাল বল্ল, "বাঁচা গেল।"

সোম কুণালকে কী বলতে বলতে ঘরে ঢুকে দেখে—দ্বিজদাস। তিনিও সোমকে দেখে চম্‌কালেন। ললিতা বল্ল, "কই, অমিয়া কই? ওকে কোথায় রেখে এলে?"

সোম নির্ব্বিকার ভ বে বল্ল, "ওঁর বাপের বাড়ীতে।"

"যাওয়া হয়েছিল কোথায়?" সুধালেন দ্বিজদাস।

"রসাতলে।" বল্ল সোম।

দ্বিজদাসের কেমন ধারণা দাঁড়িয়ে গেছল যে তিনি কানে কম শোনেন। রসাতল নামে কোনো পাড়া তো কল্‌কাতায় নেই। ওটা রসা রোড্।

"রসা রোডে এমন কী কাজ ছিল এত রাত্রে আর অমিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী।" তিনি সবিস্ময়ে বল্লেন।

"ওকথা জানি আমি আর জানেন অমিয়া। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশনীয় নয়।"

ললিতা সাভিমানে বল্ল, "আমরাও শুনতে পাবো না?"

কুণাল তাকে ইশারায় বল্ল, চুপ চুপ।

দ্বিজদাসবাবু অত্যন্ত দমে গেছ্‌লেন। পরের বাড়ীতে অত বড় একজন বিলেতফের্ত্তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে সাহস হবে কেন? তা ছাড়া লোকটিও তিনি গোবেচারি, মার্চেণ্ট অপিসের কেরাণী। সোমের উপর তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, অমন জেণ্ট্‌লম্যান কি কখনো অন্যায় কাজ করতে পাবে? এতক্ষণ তিনি নিজের কানকে দোষ দিচ্ছিলেন, এখন দিলেন নিজের নীচ মনকে।

দ্বিজদাস উঠ্‌তে যাচ্ছিলেন, সোম তাঁর দিকে একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিয়ে বল্ল, "আপনারা তো আমাদের বাড়ীতে বা আমাদের হেটেলে চা পর্য্যন্ত খাবেন না। আমাদের ঋণশোধ হয় কী উপায়ে?"

পরম আপ্যায়িত বোধ করে দ্বিজদাস বসে পড়্‌লেন। নিলেন সিগ্রেট। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। কুণাল বল্ল, "ডাবের জল কিম্বা ঘোলের সরবৎ নেই, কিন্তু এক পেয়ালা চা হোক্। কী বলেন দ্বিজদাসবাবু?

"না ভাই, অসময়ে আর কেন ও সব?"

"চা তো যে কোনো সময় খাওয়া যায়।"—ওটা দ্বিজদাসেরই বচন।

দ্বিজদাস বল্লেন, "অনেকটা দূর যেতে হবে, তাও পদব্রজে। শীতের হাওয়ায় হি হি কর্‌বার আগে শরীরটাকে একটু—হেঁ হেঁ—করা ভালো।"

ললিতা গেল চা তৈরি কর্‌তে।

এমন সময় "খোলো, দরজা খোলো।" ঘন ঘন কড়া নাড়া। দুড়ুম দুড়ুম কিল, দড়াম দড়াম লাথি। কেমন অতিথি এরা? দ্বিজদাস ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগ্‌লেন। সোম ললিতা কুণালের জন্যে উদ্বিগ্ন হলো। পুলিশ নয় তো?

কুণাল দরজা খুলে না দিলে ভবনাথবাবু দরজা ভাঙ্‌তেন। "এই যে কুণাল। এ মেয়ে আমার নয়। (এর) জাত ইজ্জত গেছে। ভবধামে (এর) ঠাঁই নেই। (একে) তোমার এখানে দিতে এলুম।"

ভবনাথের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, তাঁর মেয়ে, তাঁর চাকর। কুণাল বল্ল, "আসুন, আপনারা দয়া করে বসুন একটু।"

ভবনাথ বল্লেন, "না। (তার) দরকার নেই।"

ললিতা কখন এসে ভবনাথপত্নীর হাত ধরেছিল। কান টান্‌লে যেমন মাথা আসে তেমনি পত্নীকে টান্‌লে পতি। বস্‌বার ঘরে দ্বিজদাসকে আবিষ্কার করে ভবনাথ জ্বলে উঠ্‌লেন। "ভাই (হয়ে) তুই এই চক্রান্তে লিপ্ত?" লক্ষ করলেন ভাইয়ের হাতে অর্দ্ধদগ্ধ সিগ্রেট্। "ফ্যাল ওটা", বলে ভাইয়ের হাতের উপর কষিয়ে দিলেন এক ঘা। সিগ্রেটটা ছিট্‌কে সোমের পায়ের কাছে পড়্‌ল। সোম তার সিগ্রেটটাকে তারিফ করে টান্‌ছিল, ভবনাথের নাকের অদূরে ধোঁয়া ছাড়্‌ল।

"কী সায়েব," ভবনাথ বল্লেন সোমকে, "গ্র্যাণ্ড হোটেলে ষাঁড়ের মাথার ডাল্‌না কেমন লাগ্‌ল? ক' বোতল খুল্লেন?"

"সেটা আপনার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন নি?" বল্ল সোম।

"যেমন দেবা তেমনি দেবী," (ওর) গায়ের গন্ধ শুঁকেই (বুঝেছি) কী পড়েছে পেটে। ওয়াক্—"

অমিয়ার চোখ খরগোসের মতো লাল। সে আবার চোখ মুছ্‌ল।

"দিব্যি গ্র্যাণ্ড হোটেলী গন্ধ!" ভবনাথ বলতে থাক্‌লেন। "যে মানুষের নাক (আছে) সেই বুঝ্‌বে।"—নাক দিয়ে শুঁ শুঁ করে শুঁক্‌লেন। তার দ্বারা নাকের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হলো।

ভবনাথপত্নীরও বিশ্বাস অমিয়া কিছু খেয়েছে। তিনি একটা প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু ভবনাথ বল্লেন, "প্রায়শ্চিত্ত কোরো কাল সকালে, আজ রাত্রে আমি ও মেয়েকে বাড়ীতে জায়গা দিচ্ছিনে, কে জানে কাল ঘুম থেকে উঠে ওর মুখ দেখ্‌ব সব আগে!"

সোম অমিয়ার অবস্থা দেখে সীনিকের মতো হাস্‌ছিল। মনে মনে বল্‌ছিল, "না খেয়ে এই। খেলে এর বেশী কী হতো?

বাড়ী যাবো, বাড়ী যাবো। কোনটা তোমার বাড়ী? ওটা না এটা? ওঠো এখন এই বাড়ীতে। কাল তোমাকে সত্যি সত্যি খাইয়ে আনবো।"

ভবনাথবাবু বল্লেন, "আসি তা হলে, কুণাল। ও মেয়েকে (কোনো) আর্য্যসন্তান গ্রহণ করবে না। দেখো যদি তোমাদের সঙ্কর সমাজে ওকে পাত্রস্থ করতে পারো।"

সোম কুণালকে জিজ্ঞাসা করল, "কায়স্থ আবার আর্য্য নাকি?"

কুণাল হেসে বল্ল, "আমি তো জানতুম অর্দ্ধেক মঙ্গোল তিনি অর্দ্ধেক কল্পনা।"

"কী!" ললিতা কৃত্রিম কোপ প্রকট করল।

"বলছিলুম অর্দ্ধেক মঙ্গল তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।"

ললিতা প্রশমিত হলো কিন্তু ভবনাথবাবু হলেন না। "জাত তুলে গালাগাল! তুমি বিলেত গিয়ে জাত দিয়ে এসেছো, লাঙ্গুলহীন শৃগাল, (তা বলে) আমি লাঙ্গুলহীন হবো?"

সোম বল্ল, "না, না, আপনি আপনার লাঙ্গুলটিকে ধুতী দিয়ে ঢেকে সযত্নে রক্ষা করবেন।"

"আসি কুণালবাবু, এ থাকুল। দেখবেন।" বলে ভবনাথবাবু সত্যিই গা তুল্লেন। সেই সঙ্গে অমিয়াও। হঠাৎ একটা পতনের শব্দ হলো। সকলে চেয়ে দেখল অমিয়া তার বাবার পায়ে মাথা খুঁড়ছে। তার মা তাকে তোলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ভবনাথ বলছিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

সোম ক্ষেপে গিয়ে বল্ল, "I challenge you—I challenge yon to prove যে উনি গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে গিয়ে কিছু মুখে দিয়েছেন?"

দ্বিজদাস একান্তে কুণালকে বল্লেন, "আমি তো ভেবেছিলুম রসা রোড্।"

ভবনাথের ধারণা পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই রৌদ্ররসের অধিকারী! সোমকে রাগান্বিত দেখে তিনি ভাব্লেন, তাই তো, এ তো সামান্য লোক নয়। তিনি তোৎলাতে তোৎলাতে বল্লেন, "এ-এ-একই কথা। ঘা-ঘা-ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং।"

সোম যত না চটেছিল তার বেশী চট্বার ভাণ কর্ছিল। বল্ল, "Damn you! ঘ্রাণেন। আপনি কোনোদিন ভোজনের বদলে ঘ্রাণ করে স্কুলে গেছেন? You old bully!"

ভবনাথ বাবু পিছু হটতে লাগ্লেন। তাঁর স্ত্রী এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন। ইংরাজী bully কথাটা তাঁর কানে গুলির মতো শোনালো। দ্বিজদাসও অবলার সাহস দেখে সাহস পেলেন, সোমের দুটো হাত পিছন থেকে চেপে ধর্লেন।

কুণাল বল্ল, "ছি, ছি, এ কী কর্ছ, কল্যাণ?"

ললিতা গিয়ে অমিয়াকে ধরাধরি করে তুল্ল।

সোম বল্ল, "ও মেয়েকে রেখে যেতে চান্ রেখে যান্। কিন্তু কাল খোঁজ কর্লে ওর পাত্তা পাবেন না। শেষকালে খবরের কাগজে Amiya, come back ছেপে পুরস্কার ঘোষণা কর্তে হবে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করে ভবনাথ বল্লেন, "য়ঁ্যা!"—তাঁর বদনের ব্যাদান তাঁর নয়নের বিস্ফারণের সঙ্গে ম্যাচ্ কর্ল।

সোম তাঁর অনুকরণ করে বল্ল, "হ্যাঁ।" তখন ভবনাথবাবু একহাতে অমিয়ার হাত ধরে অন্য হাতটা গিন্নীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বল্লেন, "তুমি থেকে যেয়ো না। তোমার জন্যে (কাগজে) বিজ্ঞাপন দিতে (আমার) লজ্জা কর্বে।"

সোম ভেবেছিল আপদ্ চুকেছে, ভবনাথবাবুরা যেমন অপরিচিত ছিলেন তেমনি অপরিচিত হয়ে গেছেন। কিন্তু কই? পরদিন রবিবার, সোম ললিতাদের বেড়াতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে, বারম্বার তাগিদ দিয়ে বলছে, "ললিতা, দেশে এত বড় নারীজাগরণ ঘট্‌ল, তবু তোমাদের মেয়েলি কাপড় পরার সময় সংক্ষেপ হলো না।"

হেনকালে মনুর আবির্ভাব।

সোম একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "কী বন্ধু, কী মনে করে?"

মনুও একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "আমাকে যে আজ আসতে বলেছিলেন!"

"ওঃ ঠিক্, ঠিক্। বাড়ীর ওঁরা আস্‌তে দিলেন?"

"আমার আসা যাওয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করা," মনু স্পর্দ্ধাভরে বল্ল, "বুঝলেন দাদা, শিবের অসাধ্য।"

"নাও, নাও, সিগ্রেট নাও।....তারপর ওদিকের খবর কী?"

"খবর তো আপনিই ভালো জানেন। গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে গেলেন, আমাকে নিলেন না। আমাকে নিলে কি এত কথা উঠ্‌ত?"

"যা বলেছ!" সোম মনে মনে বল্ল, তোমাকে নিলে কথা উঠ্‌ত না বটে, কিন্তু কথাটাও উঠ্‌ত না।

"যাক্, ও সব দুদিন বাদে থেমে যাবে" মনু মুরুব্বিয়ানা ফলিয়ে গম্ভীরভাবে বল্ল, "অমন হয়ে থাকে, সংসার করতে গেলে অমন একটু আধটু শুনতে হয়, সইতে হয়।" তারপর বল্ল, "বড় পিসিমা বাবাকে সেই কথা বোঝাচ্ছিলেন আজ সারা সকাল।"

"বাবা বুঝ্‌লেন?"

"বোঝা তো উচিত। বিয়ে যখন ধরতে গেলে হবেই তখন

দুদিন আগে বরের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ও হোটেলে খাওয়া খুব একটা গর্হিত কাজ নয়। অন্ততঃ আমরা তরুণরা তো তাই বুঝি।"

"তরুণরা কী বোঝেন," সোম প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের স্বরে বল্লে, "তা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি। তরুণীরাও কি তাই বোঝেন?"

"তরুণীদের কথা যদি বল্লেন," মনু মাতব্বরের মতো বল্ল, "আমাদের যুব-সমিতিতে আমরাই তরুণী সেজে বসে আছি। জগদা বসু, জ্যোৎস্না দত্ত, সান্ত্বনা পাল এ সব নাম আমাদেরই।"

"জগদা কেটে জগদম্বা কর্‌লেও তোমাকে আমার তরুণী বলে ভ্রম হবে, না বন্ধু। অন্তত তোমার দিদি বলে। এখন বলো দেখি তোমার দিদি কী বুঝ্‌লেন?"

"দিদির একটা স্বতন্ত্র মন আছে নাকি? বাবা যা বুঝ্‌বেন ও তাই বুঝ্‌বে। যা করাবেন বাবা ও কর্‌বে তাই।"

"ধন্য ধন্য অমিয়া বসু। কিন্তু তুমি যে, বন্ধু, আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে দিলে দুদিন বাদে, তুমি তো ওঁর বাবা নও, তোমার নির্দেশ উনি মান্‌বেন কেন?"

মনু বিস্মিত হলো। বিস্মিত ও জিজ্ঞাসু।

সোম বল্ল, "অর্থাৎ তোমার বাবা যে দুদিন বাদে আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবেন এ তুমি কার কাছে জান্‌তে পেলে?"

"দেখ্‌বেন আমার কথা ফলে কি না।" মনু বল্ল সাহঙ্কারে।

"আহা!" সোম বল্ল, "তুমি যত বড় জ্যোতিষী হও না কেন, এই সোজা জিনিষটা তো বোঝো যে আমার মতো একটা চরিত্রহীন যুবককে তোমার দিদি স্বেচ্ছায় বিয়ে করবেন না? এবং এটা তো বিশ্বাস করতে পারো যে আমিও অনিচ্ছুককে বিয়ে কর্‌তে অনিচ্ছুক?"

মনু হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ সোমকে নিরীক্ষণ কর্‌ল।

"কী নিরীক্ষণ কর্‌ছ ?" সোম বল্ল, চরিত্রহীন কি না তা কি চেহারায় লেখা আছে ? তুমি কি জ্যোতিষের সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিকও জানো ?"

"ধাঃ !" মনু উড়িয়ে দিল সোমের কথা। "ধাঃ ! আপনি কখনো চরিত্রহীন হতে পারেন ?"

"ধরো যদি হয়ে থাকি ?"

"তবে," মনু গম্ভীর হয়ে গেল। "তবে অবশ্য বিয়ে হতে পারে না !"

"পারে না তো ?" সোম বল্ল, "আমিও তাই বলি। তাই আমার সিদ্ধান্ত। এখন তুমি যেমন করে পারো প্রসঙ্গটা তোমার দিদির কাছে পাড়্‌লে ওঁকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়। কে জানে হয়তো তিনি আমাকে যেমনটি পাচ্ছেন তেমনটি নিতে ইচ্ছুক হবেন। আর তিনি যদি ইচ্ছুক হন্‌ তবে আমি তাঁকে আবার একদিন লুট করে নিয়ে সোজাসুজি বিয়ে করে ফেল্‌ব। তারুণ্যের প্রথম সূত্র হচ্ছে গুরুজনকে—middle manকে—eliminate করা।"

মনুর তখন মাথা ঘুর্‌ছিল। সে প্রথমে ঠাওরেছিল ওটা ঠাট্টা, তারপর ওটা একটা কল্পিত সমস্যা। ওটা—ঐ চরিত্রহীনতা—যে সত্য তা কি মনু বিশ্বাস করতে চেয়েছিল ? কিন্তু সত্য ওটা। বড় কুৎসিৎ সত্য। দিদির কাছে ঐ কুৎসিত প্রসঙ্গ পাড়্‌বে কেন সে ? সে সবেগে মাথা নেড়ে বল্ল, "না, না, না, না, না।" সোম যে লুট করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর্‌বে, শেষের এ কথা তার কানে ঢুক্‌ল না। সে গোড়ার কথাটা নিয়ে মাথা নেড়ে বল্‌তে থাক্‌ল, "না না, না, না, না।"

সোম বুঝ্‌ল উল্টো। বল্ল, "আচ্ছা, না হয় লুট কর্‌ব না।

প্রাজাপত্য বিবাহ যদি সম্ভব হয় তবে রাক্ষস বিবাহ কে চায়? কিন্তু গোড়ার কথাটা জরুরি। দিদিকে বলা চাইই।"

মনু বল্ল, "না।"

"কী? বলা উচিত নয়?"

"উচিত বৈ কি।"

"তবে?'

"আমি বল্‌তে পার্‌বো না।"

সোম চুপ করে থাক্‌ল। তারপর ললিতাকে ডাক দিয়ে বল্ল, "তোমার কিন্তু বড্ড দেরি হচ্ছে। কুণালটার হলো কী? লুকিয়ে কবিতা লিখ্‌ছে না তো?"

ললিতা নেমে বল্ল, "কই? কোথায় তিনি?"

খোকা ডাক্‌ল, "বাবা?"

সোম ডাক্‌ল, "ওহে।"

বোঝা গেল কুণাল তখন কোন ঘরে।

*

বল্‌বে না বলে গেল মনু, কিন্তু বাড়ী পৌঁছে তার প্রথম কাজ হলো মা'র কাছে হাজিরা দেওয়া। মা'কে বল্ল, "কাল তো তুমি আমাকে খুব বকে দিলে আগে তোমাকে ও কথা জানাইনি বলে। আজ কী জেনে এসেছি শুনবে?"

মা শুনে জিভ্‌ কাটলেন। তাঁর ধারণা ছিল কল্যাণ ছেলেটা একটু বেশী রকমের সাহেব, কাল তাঁর মেয়ের সঙ্গে সাহেবী ব্যবহার করেছে, হোক না কেন তা অসামাজিক। আজ তিনি নিঃসন্দেহ বুঝ্‌লেন যে সাহেব নয় লম্পট। তার উদ্দেশ্য ছিল অমিয়ার ধর্ম্ম নাশ করা।

যেই একথা মনে আসা অমনি সুর করে কেঁদে ওঠা।

কাল মেয়ের গান শুনতে যে সকল লোক জড় হয়েছিল আজ মায়ের কান্না শুনতেও সেই সকল লোক এলো। ওরা শুধায়, "কী হয়েছে, টুলীর মা ?"

টুলীর মা বলেন, "ওগো আমার কী হবে গো! ওরে আমার টুলী রে!" কাঁদতে কাঁদতে আছাড় খেয়ে পড়েন। তাঁর দুঃখ দেখে সকলের চোখে জল। ছোট ছোট মেয়েরা বলে, "কেঁদ না মা কেঁদ না!" অথচ তারা নিজেরাই কেঁদে আকুল।

যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এ পর্য্যন্ত টুলী ছাড়া অন্য কেউ চোখের জল ফেলেনি, টুলীর মা'ও বড জোর গম্ভীর হয়ে রয়েছিলেন। হঠাৎ এই অট্টকান্নার অর্থ কী! কেউ কাউকে এর উত্তর দিতে পারে না। সকলে ভাবে টুলীর মা বড় চাপা প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাম্‌লাতে পার্‌লেন না। আশ্রিতা যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, "টুলীর মা'র মতো দুঃখিনী ক'জন আছে? আমরা তো দেখিনি বা শুনিনি।" আত্মীয়া যাঁরা ছিলেন তাঁরা বলেন, "কেঁদে কী হবে, টুলীর মা, (বা দিদি, বা মাসিমা, বা কাকীমা) ভালোয় ভালোয় বিয়েটা তো হয়ে যাক্।"

টুলীর মা প্রবোধ মানেন না। "ওগো আমার দুঃখের অবধি নেই গো! আমার টুলী রে!"—কাঁদতে কাঁদতে বিষম খান্।

সবাই যখন তাঁর কান্নার জ্বালায় উত্ত্যক্ত তখন ভবনাথ ও দ্বিজদাস প্রায়শ্চিত্তের বিধান নিয়ে ফির্‌লেন। দুই ভাইয়ে আগের মতো সৌহার্দ্য। কাল সোমের হাত চেপে ধরে দ্বিজদাস ভবনাথের প্রাণ না হোক মান রক্ষা করেছেন। লক্ষ্মণ সমান ভাই।

"কী হয়েছে, টুলীর মা ? কী হয়েছে !"

টুলীর মা এতক্ষণ কথাটা বহু কষ্টে চেপে রেখেছিলেন সব আগে স্বামীকে শোনাবেন বলে। আধখানা ভেঙে বল্লেন, "শুধু খাওয়া নয় গো !"

"কী বলছ ?"

"ওগো শুধু খাওয়া নয় গো !"

ভবনাথ দ্বিজদাসের দিকে তাকালেন। ভূতে পেয়েছে নাকি ? ওঝা ডাকানো দরকার মনে করো ?

"ওগো শুধু খাওয়া নয়। ওটা সাহেবী কাপড় পরা গুণ্ডা গো ! আমার কী হবে !"

(তার পরে সহজ স্বরে)

"কলকাতায় তো বেশ শান্তিতে ছিলুম। কিন্তু—"

(আবার রোরুদ্যমান ভাবে)

"টেগার্ট সাহেব চলে গিয়ে কত রাজ্যের গুণ্ডা যে এসেছে, আর কল্‌কাতায় তিষ্ঠনো যায় ন, তুমি এখান থেকে চলো।"

ভবনাথ বিরক্তি প্রকাশ করে বল্লেন, "টেগার্ট সাহেব বিলেত চলে গেছেন (বলে) আমিও বিলেত চলে যাবো ! বলে কী হে দ্বিজু !"

"বৌদি," দ্বিজদাস দোভাষীর কাজ করলেন, "দাদাকে কোথায় চলে যেতে বলছ ? ভেঙে বলো।"

"কাশী গো কাশী। তোরা সব যা এখান থেকে। যা তোরা।"

দ্বিজদাস তাদের খেদিয়ে নিয়ে গেলেন। তবু ছুটো একটা লেপ্‌টে থাকল।

"ওগো শুধু খাওয়া নয়। নাতি হবে।'

ভবনাথ লম্ফ দিয়ে বল্লেন, "কী!"

দ্বিজদাস কম্পমান ভাবে বল্লেন, "ক্ ক্ কী!"

ভবনাথ দাপাদাপি করে বেড়ালেন। হাঁকতে লাগ্লেন, "আমার বন্দুক। আমার বন্দুক। আমার বন্দুক।"

তাঁর গৃহিণী সহসা প্রকৃতিস্থ হয়ে দ্বিজদাসকে বল্লেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী, ঠাকুরপো? টুলীকে সরাও। নইলে তারই উপর গুলী চল্‌বে।"

টুলীর উপর গুলী। একথা ভাবতেই দ্বিজদাস আঁৎকে উঠলেন। দাদার সম্মুখীন হয়ে বল্লেন, "দাদা, লুঠি তো ভাণ্ডার, মারি তো গণ্ডার। আসুন গুণ্ডা মার্‌তে যাই।"

দাদা বল্লেন, "কিন্তু বন্দুক?"

"না, না, বন্দুক ঘাড়ে করে বেরোলে ধরে নিয়ে যাবে। আপনি মারবেন কিল আমি মারবো লাথি, তা হলেই মরে যাবে।"

"উহুঁ। আমি (মারবো) লাথি, তুমি (মারবে) কিল।"

"বেশ, তাই হবে।"

দু ভাই ট্রামে চড়ে খুন করতে চল্লেন। ট্রামের অন্যান্য আরোহীরা কেমন করে জান্‌বে যে এরা দু জন হবু খুনে ও গবু খুনে। হায়। এমন কত খুনে যে নিরীহ ভদ্রলোকের বেশে নিরীহ ভদ্রলোকের পাশে বসে কার্য্যসিদ্ধির উপায় চিন্তা করতে করতে কার্য্যস্থলে যায়।

কিন্তু খুনের কাছ থেকেও ট্রাম কোম্পানী টিকটের পয়সা চায়। এঁদের অতটা খেয়াল ছিল না। হুড় হুড় করে নামিয়ে দিল।

শুভকর্ম্মের মতো অশুভকর্ম্মেও বহু বিঘ্ন। পায়ে হেঁটে যাবার বাধ্যতায় ভবনাথবাবুর উৎসাহ মন্দীভূত হলো। অতখানি হাঁট্‌লে লাথির জোর থাক্‌বে না। দ্বিজদাসটা মনের সুখে কিলোবে, চড়াবে, গুঁতোবে, চিম্‌টাবে, আর তিনি মার্‌বেন মাত্র গোটা কয়েক দুর্ব্বল লাথি। "না," তিনি ঘাড় নেড়ে বল্লেন, "আমি (মার্‌বো) কিল-চড়, তুই (মারিস্‌) লাথি।"

দ্বিজদাস কার্য্যকারণ বিনির্ণয় না কর্‌তে পেরে আশ্চর্য্য হলেন। বল্লেন, "যে আজ্ঞে।"

কুণালের বাড়ীতে পৌঁছে তাঁরা দেখ্‌লেন পাখী উড়ে গেছে। বাড়ী খালি।

ভবনাথ বল্লেন, "এখন কী করা যায়, দ্বিজু।"

দ্বিজদাস বল্লেন, "তাই তো।"

ভবনাথ বল্লেন "পার্কে (গিয়ে) একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্‌।"

দ্বিজদাস বল্লেন, "সেটা ভালো।"

অশুভকর্ম্মেও এত বিঘ্ন। অশুভকর্ম্মের সঙ্কল্প আর টেঁকে কই? ভবনাথ এতক্ষণ চিন্তার অবকাশ পেলেন। তখন দ্বিজদাস ভয়ে ভয়ে বল্লেন, "দাদা, ভেবে কি দেখেছেন?"

"কী?"

"আপনার ও আমার ফাঁসি কি দ্বীপান্তর হলে আমাদের স্ত্রীপুত্রকন্যার কী দশা হবে?"

ভবনাথ বল্লেন, "হু।"

"আমি বলি," দ্বিজদাস ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব কর্‌লেন, "আগে একবার বিয়ের জন্যে শাসানো যাক্‌। তাতে যদি ফল না হয়—"

"তা হলে?"

"তা হলে গুণ্ডা লেলিয়ে দিতে হবে।"

"ঠিক বলেছ। কণ্টকেনৈব কণ্টকং। গুণ্ডার পিছনে গুণ্ডা।"

বিশ্রাম করে দুই ভাই আবার কুণালের ওখানে চল্লেন। এবার দেখ্‌লেন আলো জ্বল্‌ছে।

/

"ত্যাখো, তুমি যদি ও মেয়েকে বিয়ে না করো—" দ্বিজদাসের সোমকে 'আপনি' বলতেও অভিরুচি হলো না।

"বিয়েই তো কর্‌তে চাই।" সোম বল্ল।

"তবে?" দ্বিজদাস আনন্দের আবেগে বুঝি মারা যান।

"তবে তার আগে জান্‌তে চাই তিনি আমাকে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছুক কি না।"

"একশো বার ইচ্ছুক।" দ্বিজদাস হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হাস্‌তে হাস্‌তে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লেন।

"আমি চরিত্রহীন একথা তিনি শুনেছেন?"

"শুন্‌তে হবে না। জেনেছেন।"

"তার মানে?"

"তার মানে তোমার কাজের দ্বারাই তোমার পরিচয়, ওহে গুণ্ডাকারাম।"

ভবনাথ জুড়ে দিলেন, "ওহে নারকী!"

সোম বল্ল, "আপনারা এ সমস্ত-কী সাজেষ্ট কর্‌ছেন?"

দ্বিজদাস বিশ্রী হেসে একটা অশ্লীল উক্তি কর্‌লেন। তা শুনে সোম তো হতবাক্। ভবনাথকে লজ্জিত বোধ হলো। ভাগ্যক্রমে ললিতা ওখানে ছিল না। কুণাল পলায়ন কর্‌ল।

দ্বিজদাস তাগাদা দিলেন। বল্লেন, "কি হে সুন্দর, বিয়াকে

এখন তুমি ছাড়া আর কে বিয়ে কর্‌বে? বিশ্বা রাজি না হয়ে পারে?"

সোম বল্ল, "কী করে আপনারা জান্‌লেন? বলেছেন তিনি ও কথা?"

"বল্‌তে হয় না, বল্‌তে হয় না। 'Men may lie, but circumstauces can not' আমি যে সেদিন জুরর হয়ে স্বকর্ণে শুনে এসেছি।"

এর উত্তরে কী বল্‌তে পারে? সোম চুপ করে রইল।

দ্বিজদাস পুনশ্চ প্রশ্ন কর্‌লেন, "বলো ও মেয়েকে বিয়ে কর্‌বে কি না।"

"যদি তিনি নিজ মুখে বলেন ও আমি নিজের কানে শুনি যে আমার চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছুক তবেই আমি তাঁকে বিবাহ কর্‌ব, নতুবা নয়।"

সোমের এই উক্তির পর দ্বিজদাস ও ভবনাথ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌লেন। ভবনাথ বল্লেন, "আচ্ছা।"

তখন দ্বিজদাসও বল্লেন, "আচ্ছা।"

তাঁরা সোমকে তাদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। ডাকা হলো অমিয়াকে। সে কেঁদে কেঁদে চোখের এক ফোঁটা জল অবশিষ্ট রাখেনি, কলঙ্কের উপর কলঙ্ক তাকে অসাড় করে তুলেছে। প্রিয়তম পিতামাতার কাছ থেকে বারম্বার অপমান ও অবিচার পেয়ে পেয়ে তার মনটা হয়ে উঠেছে কঠিন। তার রোখ চেপেছে সে বিয়ে কর্‌বে না।

সোম বল্ল, "অমিয়া দেবী, আপনাকে একটা কথা বল্‌বার ছিল নিভৃতে। এখানে সুযোগ না পাওয়ায় যেখানে সুযোগের অন্বেষণে আপনাকে নিয়ে গেলুম সেখানে আপনি স্থির থাক্‌লেন না। আজ

যেমন করে হোক্ আমার সেই কথাটা আপনার কানে পড়েছে। এখন যদি আপনি আমাকে বিয়ে কর্‌তে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে আমি আপনাকে সাধ্যানুসারে সুখী কর্‌বার দায়িত্ব নেবো।"

অমিয়া বল্ল, "না।"

তা শুনে ভবনাথ চম্‌কে উঠে ধম্‌কে দিলেন। "না কী! হাঁ বল্।"

দ্বিজদাস প্রতিধ্বনি কর্‌লেন, "হাঁ বল্।"

অমিয়া তবু বল্ল, "না।"

ভবনাথ হুকুম কর্‌লেন, "বেতখানা নিয়ে আয় তো রে।" দ্বিজদাস ইশারা কর্‌লেন।

বেত এলো।

ভবনাথ বেত নাচিয়ে বল্লেন, "বল্ হাঁ।"

অমিয়া বল্ল, "না।"

ভবনাথ বেত লাগাবেন এমন সময় সোম সেটা কেড়ে নিয়ে বিনা-বাক্যব্যয়ে ভেঙে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেল্ল।

ভবনাথও বিনাবাক্যব্যয়ে সোমের পিঠে একটি ভাদ্র মাসের পাকা তাল স্থাপন কর্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজদাস তার পাছাকে ভুল কর্‌লেন ফুট্‌বল বলে।

সোম নীরবে সইল।

ভবনাথ অমিয়াকে বল্লেন, "দেখ্‌লি তো? যতবার (তুই) 'না' বল্‌বি (ততবার) এর পিঠে তাল পড়্‌বে।"

"আর এর পাছা হবে ফুট্‌বল।"

অমিয়া বল্ল, "না।"

ভবনাথ ও দ্বিজদাস কথা রাখ্‌লেন। সোম এবারেও প্রতিবাদ কর্‌ল না।

ভবনাথ ও দ্বিজদাস বল্লেন, "আবার ?"

অমিয়া বল্ল, "না।"

ভবনাথ ও দ্বিজদাস এই নিয়ে সোমকে বার বার তিনবার মার্‌লেন। সোম বেশী কিছু কর্‌ল না। দ্বিজদাসের টাকের উপর বসালো একটি কিল, তিনি বসে পড়্‌লেন। আর ভবনাথের দাঁতের উপর দিল একটা ঘুঁসি। তিনি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন।

উভয়ের গৃহিণী ও সন্তানাদি এক পাল ভেড়ার মতো এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় কর্‌ল। সোম দেখ্‌ল আর অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অমিয়াকে বল্ল, "আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছে। ভরসা করি আপনার এই দৃঢ়তা আপনাকে বিপন্মুক্ত করবে। বিদায়।"

প্রতিমা

ক্রম্‌ওয়েল রোডে সোম কদাচ যেত, কিন্তু যখনি যেত দেখ্‌তে অত্যন্ত বেশীরকম সাহেব, অতীব নির্লজ্জ, একটি ছেলে অম্লানমুখে স্বদেশনিন্দা কর্‌ছে। এই ভারতবর্ষীয় পুরুষ মিস্‌ মেয়েটির সঙ্গে কথা বল্‌তে বা তর্ক কর্‌তে সোমের প্রবৃত্তি হতো না, তবু কৌতূহলাপন্ন সোম তার নামটি জেনে রেখেছিল। বীরেন দত্ত।

এই মহাপ্রভুর সঙ্গে পরে যে ভারতবর্ষের কালো মাটিতে কোনো দিন সাক্ষাৎ হবে সোম তা কল্পনা করেনি। ইনি কেমন করে সোমের ঠিকানা পেলেন বলা যায় না, কিন্তু একদিন সকাল বেলা কুণালকে অকালে জাগিয়ে তুল্লেন ও পাছে সে ইংরেজী না বোঝে এই জন্যে তাকে হিন্দীতে সমঝিয়ে দিলেন যে সোম তাঁর আজন্মকালের বন্ধু এবং সোমকে তিনি নিতে এসেছেন। বাড়ীর মালিক যে কে তা তিনি জান্‌তেও চাইলেন না, বাড়ীর মালিকের অনুমতি চাওয়া তো দূরের কথা। সোজা হুকুম কর্‌লেন "ড্রাইভার, টুম্‌ যাকে সাবকা সব্‌ চীজ্‌ লে আও।"

কে একটা লোক তার শোবার ঘরে ঢুকে তার সুটকেস্‌ ইত্যাদি নিয়ে টানাটানি কর্‌ছে দেখে সোমের চক্ষুঃস্থির। লোকটা একটা সেলাম ঠুকে বল্ল হিন্দীতে—"হুজুরের এই কটা জিনিষ না আরো আছে?"

যাক্‌, চোর নয়। কিন্তু কে তাও বোঝা যায় না। সোম বাইরে গিয়ে কুণালের খোঁজ কর্‌ল। শুন্‌তে পেল সে নিজের শোবার ঘরে ললিতাকে বলছে, "কল্যাণের বড়লোক বন্ধু বি-আর

বার-য়্যাট্-ল, তাকে নিতে এসেছেন। সেই ভালো। আমাদের মতো লোকের দ্বারা তার তেমন আদর আপ্যায়ন হচ্ছে না, হতে পারে না।" ললিতা বল্ছে, "তুমি তাহলে যাও, কল্যাণকে জাগাও। ব্যারিষ্টার সাহেবকে বস্‌তে বলেছ তো?" কুণাল বল্ছে, "তিনি তাঁর মোটর গাড়ীতেই বসা পছন্দ কর্‌লেন।"

সোম তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে ভাব্‌ল, কে এই বি-আর ডাট্? কবে ইনি আমার এমন প্রবল প্রতাপ বন্ধু হলেন? কুণাল-ললিতাকে এখন কী বলে খুশি করা যায়?

এমন সময় কুণাল ডাক্‌ল, "কল্যাণ। ও কল্যাণ।"

"ভিতরে এসো।"

"মিষ্টার বি-আর ডাট, বার-য়্যাট্‌-ল তোমাকে নিতে এসেছেন। শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নাও। সায়েব গাড়ীতে বসে অপেক্ষা কর্‌ছেন।"

"কে এই ভদ্রলোক? তোমার কোনো মুরুব্বি বুঝি?"

"সে কি হে। তোমার অত বড় বন্ধু, তাঁর লোক এসে তোমার জিনিষপত্র নামাচ্ছে দেখ্‌তে পেনুম।"

"তুমি তো ভারি সরলবিশ্বাসী হে! ভদ্রলোক যদি ছদ্মবেশী বাটপাড় হয়ে থাকেন? আমার জিনিষগুলো হয়তো ইতিমধ্যে মোটরস্থ করে সরে পড়েছেন।"

"য়্যাঁ! তোমার বন্ধু নেই ও নামের?"

"কই? মনে তো পড়্‌ছে না? অন্তত আমি তো তাঁকে খবর দিইনি যে আমি কল্‌কাতা এসেছি ও এ বাড়ীতে উঠেছি।"

কুণাল ছোট্ট মানুষটি। ঠুক্ ঠুক্ করে ছুট্‌ল। সোমও তৈরি হতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ পরে কুণাল ফিরে এলো। এক গাল হেসে বল্ল, "না, ভাগ্‌বেন কেন? দিব্যি পাইপ টান্‌তে টান্‌তে কী একটা বিলিতী সুর

গুন গুন করছেন। আমাকে দেখে বল্লেন, ‘সোম সাব্‌কো সোলাম দো।’ ভেবেছেন আমি বাড়ীর চাকর।”

সোম চটে বল্ল, “এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুমি তাকে দু কথা শুনিয়ে দিলে না কেন?”

“চাকর বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। বুঝ্‌লে হে? ওঁরা ইঙ্গবঙ্গ মানুষ, ওঁদের চাকরদের উর্দ্দির বাহার আমার এই ছেঁড়া পাঞ্জাবীর চেয়ে—বুঝ্‌লে হে! আর আমার এই বেমেরামত চটি। হাঁ করে ধুলো গিলে থায়!”

সোম তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখ্‌ল চেনা চেনা ঠেক্‌ছে। কিন্তু কোথায় কবে চেনা তা মনে পড়্‌ছে না।

“Hullo, সোম! We meet after an age in a strange land, don't we?”

সোম মনে মনে বল্ল, তুমি কে বট হে।

“Well”, মহাপ্রভু বল্লেন, for the life of me I can't conceive of a filthier human habitat than North Calcutta. Ugh!”

তখন সোমের স্মরণ হল ইনি সেই পুরুষ মিস্ মেয়ো, ক্রমওয়েল রোডের বীরেন দত্ত। বালিকাবিবাহের এত বড় পুংশত্রু কলিতে অবতীর্ণ হন্‌নি। চোদ্দ বছর বয়সের দুধের মেয়ের কাছে কী করে যে মানুষ একটু প্রেম বা একটু সাহচর্য্য আশা কর্‌তে পারে তা ইনি for the life of me বুঝতে পার্‌তেন না। একেবার পাশব না হলে কেউ অমন মেয়ে বিয়ে কর্‌তে পারে? এঁর মতে মেয়ের বয়স পঁচিশ না হলে তার বিয়ে বেআইনী হওয়া উচিত।

ইংরেজীতে বল্লেন "তুমি এ পাড়ায় থাকলে আমাদের শুদ্ধ মান যায়। মা ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি নিজেই চলে এলুম তোমাকে নিতে। For goodness' sake আর দেরি কোরো না। Ugh! এই বলে তিনি বাঁ হাতের আস্তিন থেকে রুমাল বের করে নাকে দিলেন।

পরের ছেলের জন্যে কোনো মা'র এতখানি উৎকণ্ঠা পুরাণে অথবা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। সোম এর মধ্যে একটা নতুন রোমান্সের ইঙ্গিত পেল। বল্ল, "তা হলে অবশ্য দেরি করা উচিত নয়। দাঁড়াবে এক মিনিট্?"

ললিতাকে বল্ল, "বোধ হয় ওর বোন টোন কেউ আছে, তাই। তোমরা কিছু মনে কোরো না, ললিতা। আমি পুনর্মূষিক হয়ে দিন দু তিনের মধ্যে ফিরবো।"

ললিতা বল্ল, "প্রার্থনা করি যেন তোমাকে ফিরতে না হয়। অনেক কাণ্ড করেছ, আর কেন? এবার ঐ ভীষ্মের পণটি ভেঙে ভালোমানুষের মতো বিয়ে করো।"

"ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমি যেখানে যাই সেখানে রোমাঞ্চ ঘটাই। জীবনটাতে একটু নুন মাখিয়ে না দিলে ঐ আলুনী তরকারিটা কার মুখে রোচে? জগতের boredom লাঘব করতে আমার জন্ম।"

"যাক্, তুমি এ বাড়ী থেকে গিয়ে আমাদের নির্ভাবনা করলে। ভবনাথবাবু ও দ্বিজদাসবাবু আজ তোমাকে আক্রমণ করতে আসবেন ভেবে কাল রাত্রে আমাদের ভালো ঘুম হয়নি কল্যাণ দা।"

"আমার ক্ষমতার উপর তোমাদের তেমন আস্থা নেই দেখছি। ভবনাথ ও দ্বিজদাস আজ এলে তাঁদের ঠ্যাঙানোর জন্যে আমি যে

বৃহৎ লাঠিগাছটি কিনে এনেছি সেটি তাঁদের হাতে উপহার দিয়ে বোলো, পিঠে উপহার দেবার সুযোগ হলো না। যেন কিছু না মনে করেন।”

*

পথে যেতে যেতে বীরেন দত্ত বল্ল, “বন্ধুতা হয় সমানে সমানে। ওঁদের দেখে দেশী সাহেব বলেও তো বোধ হলো না?”

“তবু ওঁরা আমার মতো বেকার নন্।” বল্ল সোম। “বেকার-s must not be choosers.”

“হা-হাআআ।” ডাট খিলিতী ধরণে হাসল। “যা বলেছ। তোমার কথাগুলো এমন রসিকতাপূর্ণ।”

“কাজগুলোও তেমনি।”

“কিন্তু আমিও একরকম বেকার। তা বলে উত্তর কল্‌কাতা! Ugh!”

“তুমি দেখ্‌ছি মরলেও নিমতলা ঘাটে আস্‌বে না।

“ওকথা ভাবিনি,” ডাট গম্ভীরভাবে বল্ল, “কিন্তু ভাবনার বিষয় বটে।”

মিসেস্ ডাট্ এসে সোমকে অভ্যর্থনা করে ড্রইং রুমে বসালেন। ছেলের মতো তিনি দেশদ্বেষী নন্। অন্তত একুশটা বুদ্ধমূর্ত্তি ঐ একটি ঘরে ধ্যানস্থ। দাম যে অনেক দিয়েছেন তার সন্দেহ নেই। তবে তাদের মধ্যে কোন্‌টি আসল কোন্‌টি নকল তার বিচার করেননি।

যদিও সোমের দৃষ্টি বুদ্ধমূর্ত্তির অন্তরালে কারো অন্বেষণরত তবু মিসেস্ ডাট্ মনে কর্‌লেন সে দৃষ্টি বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতি প্রশংসমান।

বল্লেন, “বুড্‌চা দেখ্‌ছেন?”

চম্‌কে উঠে সোম বল্ল, "হাঁ।" তারপর উচ্চারণটাতে অস্পষ্টতা এনে বল্ল, "বূঢ্ঢা দেখ্‌ছি।"

"ভালো বুড্‌ঢা ?"

"শুধু বূঢ্ঢা।"

ঐ প্রশ্নের এই উত্তর মিসেস্‌ ডাটের বোধগম্য হলো না। তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "জিনিষপত্র সঙ্গে করে এনেছ তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এই তো ভালো ছেলের মতো। আমরা তোমার ধর্‌তে গেলে আপনার লোক—আমাদের বাড়ী থাক্‌তে অন্যত্র উঠ্‌বে কেন ?"

"ঠিক।"

"তোমার কথা আমি বীরেনের কাছে অনেক শুনেছি। এতদিন পরে তোমাকে দেখে তাই তেমন নতুন ঠেক্‌ছে না, যেন চেনা মানুষের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হলো। না ? তোমার কী মনে হয় ?

"আমারও অবিকল তাই মনে হচ্ছে।"

"তুমি নাকি ওদেশে খুব খ্যাকশিয়াল শিকার কর্‌তে ?"

"আজ্ঞে, তা তো কর্‌তুমই।"

"আর তোমার নাকি তিনটে কুকুর ছিল ?"

"ছিল—টম্‌, ডিক্‌ ও হ্যারী।"

"তুমি নাকি একবার বলেছিলে যে তুমি বন্য বরাহের মাংস খেতে ভালোবাসো ?"

"ভালোবাসি বৈ কি ?"

"আর হকি খেল্‌তে খেল্‌তে তোমার নাকি পা ভেঙেছিল ?"

"সে হাড় এখনো জোড়া লাগ্‌ল না!"

এমনি করে মিসেস ডাট্‌ যত উদ্ভট প্রশ্ন করেন মুখে মুখে বানিয়ে

সোমও তার প্রত্যেকটির উত্তর দেয় প্রত্যুৎপন্নমতির সহিত। উত্তর দেয় আর আড় চোখে দরজাগুলোর দিকে তাকায়। এ বাড়ীতে কি তরুণী নেই? নিরস্তপাদপ দেশ থাকতে পারে, কিন্তু তরুণী-বর্জ্জিত ইঙ্গবঙ্গ পরিবার আছে নাকি? কোথায় তুমি রমলা, না বেলা, না ভায়োলেট, না প্যান্‌সী, না লীনা, না মিনা, না রিণা। দেখা দাও, দেখা দাও। অয়ি সেকণ্ডহ্যাণ্ড ইংরাজ ললনা, এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মে-ফেয়ারে এসেছি তোমারই দেখা পেতে।

বীরেন দত্ত উত্তর কল্‌কাতা থেকে ফিরে বাথ্‌ নিতে গেছ্‌ল। প্রবেশ করে বল্ল "Do you know, Mummy, how awful the stench was!"

মা বল্লেন, "I know, I know, wasn't it awful?"

সোম উস্‌খুস্‌ কর্‌ছিল। তার মনে হচ্ছিল তারও আর একবার স্নান করা উচিত, নইলে এঁরা তাকে ধাঙড়ের মতো অশুচি জেনে অস্বস্তি বোধ কর্‌বেন। যেন সে নর্দ্দমা থেকে এসে ড্রইং রুমে বসেছে।

ইংরজীতে মাতাপুত্রে যে সব কথা হলো তাতে সোমের মনোযোগ ছিল না। সে ক্রমে ক্রমে নিজের গায়ের গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যেন সত্যিই তার গায়ে নর্দ্দমার গন্ধ; এত দিন তার গন্ধবোধ সক্রিয় ছিল না বলে টের পায়নি, এখন দূরে এসে সুদে আসলে টের পেয়েছে। লণ্ডনের East End থেকে West Endএ—Bow থেকে Mayfairএ—এলে যেমন সভ্য জগতে ফিরেছি ভেবে হর্ষ হয় এবং সেই সঙ্গে সভ্যমানুষের সমাজে নিজেকে অসভ্য ভেবে লজ্জা করে, এও কতকটা তেমনি।

সোম চাইল স্নান কর্‌তে।

মিসেস্ ডাট্ বল্লেন, "কিন্তু বেশী দেরি কোরো না, কী তোমার ক্রিশ্চান নাম ?"

"কল্যাণ।"

"বেশী দেরি কেরো না, কলিন। এখনি ব্রেক্‌ফাষ্ট দেবে। বীরেনের আবার কোর্টে যেতে হবে কিনা।"

বীরেন বল্ল, "সোম, তুমি কেমন করে সময় হত্যা করবে ?"

সোম নিরাশার সহিত বল্ল, "ঘুমিয়ে।"

মা বল্লেন, "না, না, তা কেন ? আমরা যাব দোকানে, কলিন যাবে আমাদের সঙ্গে। কোনো আপত্তি আছে ?"

সোম 'আমরা' কথাটা শুনে উৎফুল্ল হয়ে বল্ল, "কিছুমাত্র না।"

বীরেন পাইপ মুখে বল্ল, "Lucky fellow, খাটুনি যে কাকে বলে তা তুমি জান্‌লে না।"

সোম বল্ল, "অর্থাৎ বার লাইব্রেরীতে বসে আড্ডা দেওয়া যে কাকে বলে তা আমি জান্‌লুম না।"

"Well। আমার মতো বাচ্চা ব্যারিষ্টারের ও ছাড়া আর কী কর্‌বার আছে ? বুড়োরা যতদিন না মরেছে আমরা ততদিন ব্রীফহীন থাক্‌তে বাধ্য।"

"অন্যের মোকদ্দমার শুনানীর সময় উপস্থিত থাক্‌লে তো হয়।"

"Terribly boring ! বিশ্রী একঘেয়ে। বড় বড় ব্যারিষ্টারেরা আড্ডা দিয়েই বড় হয়েছেন, যেমন ভালো ভালো ছাত্রেরা না পড়েই ফার্ষ্ট হয়।"

ঢং ঢং করে ব্রেকফাষ্টের ঘণ্টা বাজল।

টেব্‌লে সোমের ডান দিকে যিনি বস্‌লেন মিসেস্‌ ডাট্‌, তাঁর পরিচয় দিলেন, "আমার ছোট মেয়ে প্রতিমা, এই বছর সোসাইটিতে বেরিয়েছে।"

সম্ভাষণ বিনিময়ের পর প্রতিমা বল্লেন, "I'm so sorry I couldn't meet you when you came along."

প্রতিমার মা এর উপর টিপ্পনী কাট্‌লেন, "Baby had such a beastly headache."

প্রতিমাকে দেখে সোমের মনে যে বিপুল আশার উদ্রেক হয়েছিল তার বেবীর মাথাব্যথার সংবাদে তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হলো! এ মেয়ে তা হলে বিবাহিতা।

কিন্তু দুই এক কথার পর জানা গেল এই বিশ একুশ বছর বয়সের মেয়ের নিজেরই ডাকনাম বেবী। বাঁচা গেল।

সোম বেবীর মাথাব্যথায় একান্ত ভাবনার ভাব দেখিয়ে সমবেদনা জানালে বেবী ইংরেজীতে বল্লেন, "সেরে গেছে।"

যাক্‌, আবার বাঁচা গেল।

প্রতিমাকে বিধাতা সুন্দরী করে গড়েছিলেন, তাঁর অভিপ্রায় ছিল এ মেয়ে সুন্দরীই থাকে। কিন্তু পড়েছে শক্ত হাতে। স্মার্ট হওয়ার শিক্ষা পেয়ে স্মার্ট হওয়াকেই মোক্ষ জ্ঞান করেছে। ... হতে পার্‌ত সুকেশী তার কেশ তৎকালীন ফ্যাশান মেনে খর্ব হলো ল্যাজকাটা কুকুরের মতো, তারপর ফ্যাশান বদলে যাওয়ায় ধীরে ধীরে বাড়্‌ছে, মুরগীর ছানার রোঁয়ার মতো। বাঙালীর মেয়ের পক্ষে যে যার পর নাই ফরসা তাকে নিষ্ঠার সহিত পাউডার মাখ্‌তেই হবে এবং ঘামে যদি তার খানিকটা ভেসে যায় তবে সঙের মতো দেখাতেই হবে। মেয়েটি রোগা। তার বুকের হাড়গুলো

ফুটে বেরোচ্ছে। সেই দৃশ্য উদ্‌ঘাটন না কর্‌লেই নয়। তাই ব্লাউস্ হয়েছে বেহায়া।

আর কিবা ইংরাজী! অনর্গল বল্‌তে পারে বটে, কিন্তু অর্গল থাক্‌লে হয়তো বিশুদ্ধি থাক্‌তো। "Fell inside the water!"

কিন্তু তার কী দোষ! যেমন শিক্ষা তেমনি সংসর্গ। সোমের হাতে পড়্‌লে দুদিনে ঠিক হয়ে যেত। সোম তাকে শাসাত না, শেখাত না, শুধু হো হো করে হেসে উড়িয়ে দিত তার ভুল ইংরেজী, তার স্মার্ট আচরণ, তার নকলনবিশী। উপহাসই এই রোগের একমাত্র দাওয়াই। শুধু এই রোগের কেন সব রোগের। সেদিন রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সোম লক্ষ্য করে এল পরমহংস-দেবের প্রতিকৃতিকে মহাসমারোহে খাওয়ানো শোওয়ানো হচ্ছে। যে মানুষ জীবনে কোনদিন ঐশ্বর্য্যের আরামের ভোগ বিলাসের ছায়া দেখ্‌লেন না তিনি কায়াহীন হয়ে হঠাৎ বড়লোক হয়েছেন, শোন্ মেজের উপর মাদুর পেতে নয়, পালঙ্কের উপর ধব্‌ধবে তুল্‌তুলে বিছানায়, খান্ যেদিন যা জোটে তা নয়, কিন্তু যাক্ সে কথা। সোম সেদিন একবার অট্টহাস্য করে ব্যাপারটাকে আগাগোড়া উড়িয়ে দিল।

তেমনি হাসি হাসতে হবে প্রতিমাকে যদি পত্নীরূপে লাভ করে। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা না করে সোম আজকেই ব্রেক্‌ফাষ্ট টেব্‌লে হেসে ফেল্ল অন্যমনস্কভাবে। তার ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনি একটা হাসির কথা উঠেছিল। মিসেস ডাট্ আশা করেছিলেন যে সকলেই তাঁর কথায় হেসে সায় দেবে। কাজেই সোম ধরা পড়ে গেল না। মিসেস্ ডাট্ ভাব্‌লেন ছেলেটার রসবোধ আছে। নইলে কেউ তো তাঁর হাসির কথায় এমন প্রাণখোলা হাসি হাসে না।

"জানো, মা," বীরেন বল্ল, "সোম কত বড় একজন হাস্যরসিক ?"

"হাঁ, আমার মনে আছে। (সোমকে) তুমি নাকি Punchএ লেখা দিতে ?"

"এবং সে লেখা ছাপাও হতো।"

"কই," প্রতিমা বল্ল, "নাম পড়েছি বলে তো স্মরণ হয় না ?"

"সেটা আপনার স্মরণের দোষ নয়। লেখাগুলো বেনামী।"

"Wasn't that cute ?' প্রতিমা বল্ল।

"হাস্যরসিকের বন্ধু হবে বিপদ্ আছে।" বীরেন বল্ল, "কোনদিন আমাকেই সকলের হাস্যাস্পদ করে আঁক্‌বে।"

"শুধু তোমাকে কেন," তার মা বল্লেন, "আমাকেও, বেবীকেও।"

প্রতিমা আতঙ্কের ভাণ করে বল্ল, "My goodness! Go away Mr Shome, go away !"

"আপনাকে অভয় দিচ্ছি," সোম বল্ল, "আপনাকে দেখে নিজে হাস্‌তে পারি, কিন্তু আপনাকে দেখিয়ে পরকে হাসাবো না।"

প্রতিমা ক্ষুণ্ণ হলো। কাগজে তার নাম উঠুক্, সকলে তাই নিয়ে আলোচনা করুক্, তার সখীরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরুক্, এই ছিল তার মনোগত সাধ।

"নিজে হাস্‌বেন, কেউ জান্‌তেও পারবে না, সে তো আরো ভয়ঙ্কর। না, মা ?"

"ভয়ঙ্কর বৈ কি। অতি ভয়ঙ্কর। কলিন যাতে না হাসে তোমাকে তেমনি ব্যবহার করতে হবে, বেবী।"

"ইস্। আমার খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। I am not one of those goody goody girls ; I am a bad girl."

"শোনো মেয়ের কথা।" মিসেস্ ডাট্ নতুন মানুষের কাছে

অমন দুষ্টুমির অনুমোদন করলেন না, তা ওঁর গলার স্বরে ব্যক্ত হলো।

খাওয়া সারা হলে পাইপ মুখে পুরে বীরেন মোটরে উঠল। হাত উঁচিয়ে বল্ল, "Good-bye, Mummy. Good-bye, Baby. Cheerio, Shome."

মা ও বোন সুর করে বল্লেন, "Bye bye, Biren." সোম বল্ল, "Cheerio, Dutt."

ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষে, পায়ে হাইহীল জুতো পরে, হাতে ব্যাগ ধরে প্রতিমা চল্ল তার মার সঙ্গে সওদা করতে, Hall and Andersonএর দোকানে; সোম হলো সাথী।

সাথীর কর্ত্তব্য এক্ষেত্রে মাত্র একটি—যে মেয়ে একদিন তার স্ত্রী হতে পারে সে মেয়ে কী কিনতে ভালোবাসে ও কত দাম দিযে। সোম তার এই কর্ত্তব্যকে অতিমাত্রায় গুরুতর বলে গ্রহণ করল, রোমান্সের প্রভাবমুক্ত চক্ষুষ্মান্ পুরুষমাত্রেই যা করে থাকে। নতুবা ঋণং কৃত্বা প্রাণং যাবেৎ।

Hall and Andersonএর দোকানে ওঁরা যে সকল ব্যবহার্য্য ও প্রদর্শনীয় বস্তু মূল্য দিয়ে আহরণ করলেন ও সকল বহন করাও হলো সোমের অতিরিক্ত কর্ত্তব্য। সংখ্যায় বড় অল্প বা ভারে নিতান্ত লঘু নয় সেগুলি। একখানা একশো টাকার নোট ওঁরা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, আর একখানারও প্রায় অন্তিম দশা উপনীত হলো। যা প্রস্তুত পাওয়া গেল না তেমন দ্রব্যের অর্ডার দিয়ে ওঁরা সে যাত্রা ক্ষান্ত হলেন এবং হলেন নিষ্ক্রান্ত।

তখন মিসেস্ ডাট্ বল্লেন, "চলো দেখি নতুন কোনো বুড্ঢা এসেছে কি না।"

মিস্ ডাট্ বল্লেন, "Oh, Buddha! শুন্বেন মিষ্টার সোম, মা নাকি স্বপ্ন দেখেছেন যে তিনি শত বুদ্ধমূর্ত্তি সংগ্রহ কর্লে বীরেন হাইকোর্টের জজ হবে।"—বড ভাইকে এঁরা দাদা বলেন না ওটা স্মার্ট নয়।

সোম বল্ল, "আপনি কি স্বপ্নে বিশ্বাস করেন, মিসেস্ ডাট্?"

"করি কলিন। তোমরা বল্বে ওটা একটা কুসংস্কার, কিন্তু there are more things in Heaven and Earth—"

"যা বলেছেন। চলুন তবে বুদ্ধের সন্ধানে।"

এবার কেনা হলো স্ফাটিকের বুদ্ধ। প্রতিমা বল্ল, "What a sweet little thing! এটি থাক্বে আমার ড্রেসিং টেব্লের উপর।"

মা বল্লেন, "না, না। একালের মেয়েগুলোর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই। এটি হচ্ছে কলিনের প্রতি তার বন্ধুর মায়ের প্রথম উপহার।"

সোম মুখে ধন্যবাদ দিয়ে মনে মনে বল্ল, আশা করি দ্বিতীয় উপহার হবে বুড্ঢা নয়, তরুণী।

"Now," প্রতিমা বল্ল, "আপনাকে কি আমি হিংসে কর্বো না, মিষ্টার সোম?"

"কে জানে," সোম কথাটাকে একটু রহস্যময় করে বল্ল, "এ জিনিষ হয়তো একদিন আপনারও হবে।"

মিসেস্ ডাট্ বুঝ্লেন। প্রতিমাও। তার গালের রং ঠোঁটের রঙের সঙ্গে মিশ খেলো। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন কর্ল, "কী করে?"

"বাঃ। কোহিনুর হীরে ইংলণ্ডের রাজার হতে পারে আর এই

স্ফটিক বুদ্ধ আপনার হতে পারে না? সুন্দর জিনিষ মাত্রেই হাত জ্বলোয়।" মনে মনে জুড়ে দিল, সুন্দরী নারীও।

অমন উত্তর অবশ্য মা বা মেয়ে প্রত্যাশা করেন নি। ভাবলেন উত্তরটা অকপট। খিন্ন হলেন।

অগত্যা সোম একছড়া মালা কিন্‌ল—এক প্রকার সবুজ পাথরের; মালা সমেত হাত দুটিকে জোড় করে ও ভঙ্গীপূর্ব্বক ঘুরিয়ে মুদ্রার মতো করে বল্ল, "অয়ি ঈর্ষান্বিতা, গ্রহণ করুন।"

প্রতিমা বিলোল কটাক্ষপাত করে চক্ষুতারকাকে উদ্ধচারী কর্‌ল। তারপর নিম্নগামী করে মৌনের দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন কর্‌ল।

"আহা, কেন তুমি অত খরচ করে ও সব কিন্‌ছ, কলিন? বেবীর জন্যে অমন অপব্যয় করা এই ডিপ্রেসানের দিনে সঙ্গত নয়।"

"আপনিও তো," সোম বল্ল, "আমার জন্যে কিছু কম খরচ কর্‌লেন না, মিসেস্ ডাট্।"

"সে কথা স্বতন্ত্র। বুড্‌ঢা আমি কিন্‌তুমই, যাকেই দিই না কেন।"

সোম মনে মনে বল্ল, তরুণীকে আমি দিতুমই, যাই কিনি না কেন।

মালা পরে প্রতিমা বল্ল, "Mummy, do I look too funny?"

মা বল্লেন, "No, darling, you don't."

তখন সোমকে প্রতিমা বল্ল, "Thank you ever so much,"

সোম রঙ্গ করে বল্ল, "Please." তারপর ব্যাখ্যা করে বল্ল, জার্ম্মানীতে সেবার গেছ্‌লুম। আমি যতবার বলি "Thanks' ওরা ততবার বলে 'Please'; আর আমি যতবার বলি 'Please' ওরা ততবার বলে, 'Thanks.' ভারি মজার। না?"

প্রতিমা মাথাটাকে চক্ষের নিমেষে তিনবার নেড়ে বল্ল, "সত্যি।"

মিসেস্ ডাট্ বল্লেন, "জার্ম্মানরা ইংরেজী বলে তা হলে?"

"বলে বটে, কিন্তু আমাদের মতো যত্নের সহিত নয়। ওদের এক ভয়ানক বদ্ দস্তুর নিজের ভাষাটাকেই সব আগে শেখে ও সবাইকে শেখাতে চায়। পরের ভাষাকে ভাবে পরের ভাষা। এরকম উল্লুক এদেশে বেশী নেই, এইজন্যে আমাদের এমন প্রগতি।"

মিসেস্ ডাটের সন্দেহ হলো, সোম হয়তো পরিহাস করছে। কিন্তু বিলেতফেরৎ কি কখনো ও নিয়ে পরিহাস করতে পারে?

প্রতিমা একটু ভাবুকের মতো ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আচ্ছা, জার্ম্মানরা একটু বোকা, না?"

"একটু কেন, খুবই। এই দেখুন না, প্যারিস থেকে মেয়েদের ও লণ্ডন থেকে ছেলেদেব পোষাক আনিয়ে নিতে কতই বা লাগে। তবু ওরা ভালো পোষাক পরবে না। পর্‌বে স্বদেশী তৈরি খাদির মতো বিশ্রী বিরুচিকর বস্ত্র। আমরা কেমন বুদ্ধিমান, ল্যাঙ্কাশায়ারের লোককে তাঁতি বানিয়ে ছেড়েছি।"

প্রতিমা আগের মতো মাথা দুলিয়ে বল্ল, "বাস্তবিক।"

*

সোমের খাতিরে বীরেন সকাল সকাল ফির্‌ল। টেনিসের চারজন যাতে হয় তার জন্যে সঙ্গে করে আনল্ যাঁকে তিনি তার বাগ দত্তা, মিস্ কমলা সেন। কমলার উচ্চারণ কম্‌লা। যেমন রমলার উচ্চারণ রম্‌লা।

একদিকে কম্‌লা ও বীরেন, অন্যদিকে প্রতিমা ও সোম। তুমুল সংগ্রাম। মান নিয়ে টানাটানি। সোম প্রতিমাকে বলে, "জিতিয়ে দেবো।" বীরেন কমলাকে বলে, "জিতিয়ে দেবো।" শেষ পর্য্যন্ত জয় হলো সোমদেরই। তবে টায়টোয়। বীরেন শাসিয়ে বল্ল, "কাল দেখে নেবো। প্রতিমা খিল্ খিল্ করে হেসে বল্ল, "Six to nil."

কমলা দুষ্টুমি করে বল্ল, "তার মানে Love set." সোম দুষ্টুমিতে যোগ দিয়ে বল্ল, "Let's see whose love will set."

পর পর তিনদিন টেনিস খেলায় জিতে সোম ও প্রতিমা পরস্পরের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠ্‌ল।

সোম হেসে বল্ল, "মিস্ ডাট্, এবার আমরা টুর্ণামেণ্টে খেল্‌ব।"

প্রতিমা খুশি হয়ে বল্ল, "তা হলে তো এ জন্মে কোনো খেদ থাকে না।"

বীরেন এ কথা শুনে বল্ল, "অত গর্ব্ব ভালো না। অতি দর্পে রাম মারা গেছ্‌লেন।"

কমলা শুধ্‌রে নিয়ে বল্ল, "রাম নয়, রাবণ।"

সোম বল্ল, "আপনি দেখ্‌ছি রামায়ণখানা পড়ে মনে রেখেছেন, মিস্ সেন।"

মিস্ সেন বল্লেন, "হাঁ, রোমেশ্ ডাটের রামাইয়ানা ও মহাবারাটা আমি ধর্ম্মগ্রন্থের মতো পাঠ করেছি।"

সোম বল্ল, "রামায়ণ ও মহাভারত ধন্য হলো।"

তারপর কথা চল্ল টেনিস্‌কে অবলম্বন করে। দেশী বিলাতী জাপানী খেলোয়াড়দের চুলচেরা সমালোচনা, তাদের ফর্ম্, তাদের ষ্টাইল, তাদের ড্রাইভ্, তাদের টীম্-ওয়ার্ক্, তারা কে কাকে হারাবে, কয় গেমে হারাবে ইত্যাদি। এরাই যে তাদের ভাগ্যবিধাতা সে বিষয়ে এদের কারুর সংশয় ছিল না। মিসেস ডাট্ও মাঝে মাঝে মন্তব্য পেশ কর্‌ছিলেন। তিনি যে নিজে একজন টেনিস্ খেলোয়াড় তা নয়। তাঁর স্বামী বেঁচে থাক্‌তে সামাজিকতার অঙ্গ হিসাবে টেনিস্ খেলাটাও তাঁর জানা ছিল। স্বামী গেছেন, কিন্তু ভড়ং যায়নি। রাখবার মধ্যে রেখে গেছেনে একখানা বাড়ী, সেটার গুণ এই যে সেটা বন্ধকমুক্ত। তার

একটা পাশে ভাড়াটে বসিয়ে ভাড়ার টাকায় কায়ক্লেশে এদের দিন গুজ্‌রান হয়। বীরেন যে বিয়ে করতে পারছে না ওই তার কারণ। আগে প্রতিমার বিয়েটা হয়ে যাক্, তার পর বীরেনের বিয়ে। সেইজন্যে প্রতিমার বিয়ের জন্যে বীরেনের এমন চাড়, এতটা গরজ। পাত্রের খোঁজে সে উত্তর কল্‌কাতার মাটী মাড়ায়। নইলে প্রতিমার প্রতি যে তার বিশেষ স্নেহমমতা তার লক্ষণ দেখা যায় না। পরের বোনকে যত তোয়াজ করে নিজের বোনকে তার আধুলি কি সিকি কি দুয়ানিও না। তার বেলায় করে সর্দ্দারী, কমলার বেলায় করে খিদমৎগারী।

একটি আমেরিকান মহিলার গল্প সোমের মনে পড়্‌ছিল। বিধবা হয়ে তিনি তাঁর স্বামীর লইফ ইন্‌শিওরেন্সের টাকা যা পেলেন তাতে তাঁর ও তাঁর বিবাহযোগ্যা দুই মেয়ের অতি কষ্টে দু বছর চল্‌তে পারে। তিনি কর্‌লেন কী, না শহরের সব চেয়ে বড় হোটেলে মাস দুয়েকের মধ্যে সমস্ত টাকাটা ফুঁকে দেবার সংকল্প কর্‌লেন। আত্মীয়েরা বল্ল, "পাগল!" বন্ধুরা বল্ল, "আমরা চাকরী জুটিয়ে দিচ্ছি, অমন করে আত্মহত্যা কোরো না।" বিধবার কিন্তু এক কথা।

মাস দুয়েক যেতে না যেতে দেখা গেল বড় মেয়েটি বাগ্‌দত্তা হয়েছে —যার বাগ্‌দত্তা তিনি এক নিযুতপতি। (অবশ্য নিযুত সংখ্যক নারীর না।) বড় মেয়ের চেষ্টায় ছোট মেয়েও তেমনি পাত্রে পড়্‌ল। তখন বিধবার আহ্লাদ দেখে কে? তিনি বছর দুয়েক চাক্‌রী কর্‌লেন, কিন্তু নিযুতপতিদের শাশুড়ী কি সোসাইটী থেকে সরে গিয়ে বনবাস কর্‌তে পান? তাঁর উপর সমাজের তো একটা দাবী আছে? কে একজন লক্ষপতি তাঁকে বিয়ে করে জাতে উঠ্‌ল। বন্ধুরা বল্ল, "সাবাস্!" আত্মীয়রা বল্ল, "এবার আমাদেরও একটা কিনারা করো!" বিধবাটি— না, না, সধবাটি—বল্লেন, "আমি জান্‌তুম যে আমার মেয়ে দুটি রূপসী,

কেবল একবার নিযুতপতিদের চোখে পড়লে হয়। তাই সর্ব্বস্ব পণ করে নিযুতপতিদের চোখের সুমুখে তুলে ধরলুম। যদি ব্যর্থ হতুম তবে ভিক্ষা ছাড়া আমাদের অন্য গতি ছিল না—অথবা ভিক্ষার সামিল চাকরী।"

হায়, দেশটা আমেরিকা নয়। তাই কোনো মাড়োয়াড়ী শেঠের বদলে বেকার সোমকে পাকড়াতে হয়। এঁরা আই-সি-এস্ আই-এম্-এস্ এর আশায় আশায় থেকে নিরাশ হয়েছেন। একে তো তাদের সংখ্যা তাদের আশাপথবর্ত্তিনীদের সংখ্যার অনুপাতে ক্ষীণাতিক্ষীণ, তার উপর তারা আজকাল ডেপুটী মুন্সেফের মেয়ে বিয়ে করে। ("They deserve no better") তাদের চেয়ে যে কোনো বেকার বিলেতফের্ত্তা ভালো। অবশ্য যদি তার পৈত্রিক সম্পত্তি থাকে। সোমের বাবার বিজ্ঞাপনটা এঁরা পড়েছিলেন। যে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল সে কাগজ যদিও এঁদের চোখে পড়ে না তবু কে একজন হিতৈষী বন্ধু তার একটা কাটিং এঁদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনে লিখেছে কায়স্থ পাত্রী চাই। মিসেস্ ডাটের মনে পড়ল তাঁর পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল তো কায়স্থ। অতএব তাঁর মেয়েও কায়স্থ। আর মেয়ে যে সুন্দরী শিক্ষিতা ও কলাবতী এ বিষয়ে কোন জননীর দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব ঘটে, অন্তত তার বিয়ের বেলায়? "You want the best brides? We have them." বিলাতী দোকানদারদের এই জাতীয় বিজ্ঞাপনের পশ্চাতে যে আত্মপ্রত্যয় উহ্য থাকে বিবাহযোগ্যা মেয়ের মা'দের মনেও থাকে তাই। তবে তাঁরা বিজ্ঞাপন নাও দিতে পারেন।

মিসেস্ ডাট্ একদিন আচম্‌কা বল্লেন, "জাত জিনিষটা খুব যে বেশী খারাপ তা আমি মনে করিনে, যাই কেন বলুক না ওরা (অর্থাৎ ইউরোপীয়রা)।"

সোম একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "কেন বলুন তো?"

"জাত না থাকলে তার জায়গায় আর-একটা কিছু থাকে, এই যেমন ক্লাস্। আমরা ইঙ্গবঙ্গরা একটা ক্লাস্ হয়ে উঠেছি, সেটা ভালো নয়। আমি তো বলি, Back to the caste. তুমি শুনে সুখী হবে, কল্লিন, যে এ বাড়ীর আমরা এখনো কায়স্থ আছি—বক্তে। এ বাড়ীর আমরা পাশ্চাত্যকেও নিয়েছি, প্রাচ্যকেও ছাড়িনি।"

সোম মনে মনে বল্ল, প্রাচ্যকে যে ছাড়েননি তার প্রমাণ আপনার স্বপ্নে বিশ্বাস, আপনাব বুড়্টা, আপনার নিজের হাতের দেশী আমিষ রান্না। কিন্তু জাত? আপনার দুই মেয়ে কি অন্য জাতে পড়েনি? আপনাব ছেলেও তো কায়স্থের মেয়ে ঘরে আন্‌বে না। তা সত্ত্বেও আপনাবা যদি কায়স্থ হন্ তো তাতে আমার সুখী হবার কী আছে?

বল্ল, "হ্যাঁ। জাত জিনিষটা রেখে মস্ত সুবিধে। আমিও ওর চেয়ে সুবিধের কিছু না পেলে ওটা দিচ্ছিনে, মিসেস্ ডাট্।"

এর পব মিসেস্ ডাট সোমের বাড়ীর প্রসঙ্গ পাড়্লেন এবং পৃষ্ঠপোষকীয়ভাবে মাথা নোঁয়ালেন ও তুল্লেন।

*

প্রতিমাব সঙ্গে নিভৃত আলাপেব সুযোগ খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সোম একদিন তা পেল। বোকাটা জান্‌ল না যে সুযোগ সে দৈবক্রমে পেল না, পেল না তার পুরুষকারের দ্বারাও। পেল মিসেস্ ডাটের গোপন অনুগ্রহে তথা আগ্রহে। সিনেমার বক্সে।

"মিস্ ডাট্," সে ঘটা করে বল্ল, "আমি যে, এতদিন আপনাদের ওখানে থাক্‌লুম সে কি শুধু টেনিস্ খেল্‌বার জন্যে?"

মিস ডাট্ বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতীক্ষায় ছিলেন। আরম্ভের সুরে

তাঁর হৃদয় নৃত্যের জন্যে চরণ তুল্ল। তিনি বিস্ময়ের ভাণ করে বল্লেন, "আপনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল নাকি ?"

"ছিল না ?"

"ছিল ?"

"এত যে love gameএ আপনি ও আমি পার্টনার হলুম তা কি শুধু খেলাক্ষেত্রে আবদ্ধ রইবে ?"

"যান্ !"

"যাবোই তো, কিন্তু যাবার সময় কি একলাটি যাবো ?"

"আপনি ভা-রি দুষ্টু, মিষ্টার ব্যাড্ম্যান।"

"আপনিও তো বলে থাকেন আপনি ব্যাড্ গার্ল্।"

"But fancy taking me away ! O Mummy !"

"থাক্, থাক্, মা'কে ডাক্বেন না। বড্ড বেরসিক তো।"

"But do tell me, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবেন ?"

"আপনার শ্বশুরবাড়ী।"

"ও মা, সেই পূর্ণিয়া না পুরুলিয়া। কোথায় সেটা, মধ্যপ্রদেশে ?"

"বেশী দূর না, বেহারে।"

"সেখানে কি সভ্য মানুষের বাসের সব সুবিধা আছে, দক্ষিণ কল্কাতার মতো ?"

"না। কিন্তু কোনো সুবিধা না থাক্লেই বা কী! সুবিধার চেয়ে যা বড় তা আছে—স্নেহ মমতা।"

প্রতিমা ঠোঁট উল্টিয়ে বল্ল, "যেখানে creature comforts নেই সেখানে বিংশ শতাব্দীই নেই। আমি সেই বর্ব্বরযুগে ফিরে যেতে চাইনে যে যুগে মানুষ ঘোড়ার গাড়ীতে চড়্ত, কেরোসিনের আলোতে পড়্ত, কুয়োর জল খেত—যে যুগে ছিল না টকি।"

সোম হতাশ হয়ে বল্ল, "তা হলে আমি আজ রাত্রেই চল্লুম।"

"সে কি! কোথায়?"

"জানিনে কোথায়,—কুম্ভোড় কলিয়ারি কি নান্দিয়ার পাড়া কি ডুমরাওন।"

"কেন, শিকার করতে?"

"হ্যাঁ, শিকার করতে। তবে বাঘ শিকার নয়, বৌ শিকার।"

প্রতিমা নির্ব্বাক্।

সোম বকে গেল, "হ্যাঁ। বৌ শিকার। একটি বীণাপাণি কি লক্ষ্মীরাণী কি জ্যোৎস্নাময়ী—বর্ব্বর যুগের মানুষের বর্ব্বর যুগীয় নাম—যদি পাই তবে আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক।"

"মিষ্টার সোম! মিষ্টার সোম! কী আপনার রুচি। আপনার উচিত হচ্ছে না আমার পাশে বসা।"

"তাই তো," সোম বল্ল, "আপনারা এ যুগের ব্রাহ্মণ, বর্ব্বরের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলাই আপনাদের একমাত্র ভাবনা। আর আমি বর্ব্বর বংশে জন্মিয়েছি, আবার বর্ব্বর complex নেই। আমার খেদ কেবল এই যে বর্ব্বরের চেয়েও বর্ব্বর আছে—যেমন সাঁওতাল—তাদের প্রতি আমার বন্ধুদের তেমনি অবজ্ঞা যেমন আমার বন্ধুদের প্রতি আপনাদের।"

প্রতিমা দেখ্‌ল সোম ঠাট্টা করছে না। তখন বল্ল, "মিষ্টার সোম, আপনি ঠাট্টাও বোঝেন না?"

"কোনটা ঠাট্টা?"

"যান্! আমি বল্‌বো না।"

"আপনি বর্ব্বরদের দেশে যেতে প্রস্তুত আছেন?"

প্রতিমা চক্ষু নত করল। হঠাৎ তার ব্যাগটার প্রতি তার মনোযোগ একান্ত হলো। সেটাকে নিয়ে সে লোফালুফি করতে থাকল।

"আপনি সভ্যতার সব সুবিধা না পেলে সেখানে টিঁকে থাকতে পারবেন ?'

প্রতিমা একবার সোমের সঙ্গে চোখাচোখি করল। তারপর ব্যাগ নিয়ে তেমনি লোফালোফি।

সোম বল্ল, "খুব খুশি হলুম। কিন্তু—"

প্রতিমা চম্‌কিয়ে উঠ্‌ল।

"কিন্তু," সোম বল্ল। "আমার পরিচয়ের এক স্থানে একটু কালিমা আছে।"

প্রতিমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

"ওটুকু," সোম বল্ল, "আমার পরিচয়ের গায়ের আঁচিল। আমাকে গ্রহণ করলে ওটুকু স্বীকার করতে হয়।"

নৃত্যের দিকে দু'জনের কারুর লক্ষ্য ছিল না। গানের দিকে ছিল না কান। ওদের নিজেদেরই জীবনে এসেছে একটি সংকট মুহূর্ত। নায়ক নায়িকার সংকটে তারা বিমনা হলো না। প্রতিমা হলো উন্মনা, সোম হলো বাঙ্ময়।

"মিস্ ডাট্, যাকে বলে slip তা আমার জীবনে ঘটেছে।"

"Eh ?"

"বল্লুম আমি সত্যিই ব্যাড্ ম্যান্।"

"You don't mean it, do you ?"

"আমি যা বল্‌ছি তার মানে তাই।"

"No. It can't be. It can't be."

"আপনি বিশ্বাস না করলে আমি কী করব বলুন।"

"I can't believe it. Fancy—Oh!" বলে প্রতিমা দুই হাতে মুখ ঢাকল ও মাথাটা নাড়তে থাকল। বলতে থাকল, "Oh! Oh! Oh!"

সোম তার কানে কানে বল্ল, "চুপ, চুপ। পাশের বক্সের ওরা কী ভাববে।"

প্রতিমা ক্ষিপ্তের মতো বল্ল, "You have broken my heart. You have. You have."

সোমটা বোকা। যদি বলত, হ্যা, আমি আপনার হৃদয়টিকে ভেঙে চুরমার করেছি তা হলে প্রতিমা গৌরব বোধ করত। ভগ্ন হৃদয় কার না গৌরবের সামগ্রী? ভ্রষ্ট কৌমার্য্যের মতো।

বল্ল, "কিন্তু, মিস্ ডাট্, আপনিও তো ব্যাড্ গাল্।"

"না। আমি নই, আমি সে অর্থে নই।"

"সে অর্থে হলেও কি আমি অপরাধ নিচ্ছিলুম? আমি তো সেই অর্থই বুঝেছিলুম।"

"ভুল, ভুল, আপনার বোঝবার ভুল।" প্রতিমা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্ল, "O Mummy!"

সোম চঞ্চল হয়ে বল্ল, "ছি, ছি, মা'কে এসব কথা বলবেন কেন? আপনি তো নাবালিকা নন্।"

*

মাকেই যদি না বলবে তবে তার নাম বেবী হলো কেন?

সোম টের পেল যখন মিসেস্ ডাটের মুখমণ্ডল বিষাদের ছায়াঙ্কিত দেখল। যেন মুখমণ্ডল নয়, silhouette.

তিনি বল্লেন, "কলিন, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

সোম জান্‌ত কী সে কথা। "বলুন।"

"কলিন, তুমি আমার ছেলের বন্ধু, ছেলের মতো। তোমাকে বিশ্বাস না কর্‌লে বাড়ীতে জায়গা দিতুম না। তুমি নিজেই বলো তুমি কি বিশ্বাসের যোগ্য?"

"কেন, আমি কি কোনো জিনিষ চুরি করেছি?"

"না।"

"কাউকে ঠকিয়ে কোনো জিনিষ আত্মসাৎ করেছি?"

"না।"

"কারুর প্রতি গর্হিত আচরণ করেছি?"

"না।"

"তবে?"

"তবে—তবে তুমি যে বেবীর হৃদয়টিকে অমন কথা বলে smash কর্‌লে সেটা কি ভদ্রজনোচিত হলো?"

"যা সত্য তাই বলেছি, এখন না বল্লে পরে তো জানাজানি হতো।"

"তেমন জানাজানিতে," মিসেস্ ডার্ট্ বল্লেন, "কিছু এসে যেত না। বিয়ের আগে কার স্বামী কী করেছেন তা কি কোনো স্ত্রী ঘাঁট্‌তে যায়? ওসব হয়তো তোমার ইউরোপে সম্ভব, কিন্তু আমরা ভারতীয় হিন্দু কায়স্থ, আমাদের আদর্শ সীটা ও সাবিট্রী।"

"এতেই বা কী এসে যায়?" সোম দুঃসাহসিক প্রশ্ন কর্‌ল।

"কী এসে যায়? কলিন, কী এসে যায়? How dare you ask that question? How dare you?"

সোম থতমত খেয়ে বল্ল, "আমি ভালো মনে করেই ও প্রশ্ন করেছি।"

"না, না। অমন প্রশ্ন ভালো নয়। বিয়ের পরের কথা এক,

বিয়ের আগের কথা অন্য। কোর্টশিপের সময় অমন কথা permissible নয়, ওতে একটা বিশ্বস্ত হৃদয় ভীত চকিত ভগ্ন হয়। ও কথা শুন্‌লে যাদের হিষ্টিরিয়া নেই তাদেরও হয় হিষ্টিরিয়া, আর যাদের আছে তাদের নিয়ে তাদের মা'দের কী যন্ত্রণা!"

তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "না, কলিন, না। তুমি বিলেতফেরৎ, you ought to know better. তুমি যে একটা বাবুর মতো ব্যবহার কর্‌বে তা আমরা কেউ কল্পনা কর্‌তে পারিনি—তুমি আমাদের বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখ্‌লে না।"

"তা হলে," সোম প্রস্তাব কর্‌ল, "আমাকে বিদায় দিন্, আমি আসি।"

"সে কী?"

"আমি যে ব্যবহার করেছি তার শাস্তি এ অঞ্চল থেকে নির্ব্বাসন।"

"না, না, তার দরকার নেই। তোমাকে আমরা তৈরি জিনিষটি ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম! তুমি তা নও। এর প্রতিকার তোমাকে তৈরি করে নেওয়া।"

সোমের ধারণা ছিল সোমই প্রতিমাকে তৈরি কর্‌বে। তা নয়, প্রতিমা ও তার মা সোমকে তৈরি কর্‌তে উদ্যত। ইঙ্গ-বঙ্গ ফেরঙ্গের উপর সোমেব উৎকট অবজ্ঞা অবশেষে শ্লাঘায় পরিণত হবে। বিচ্ছেদ ঘট্‌বে তার পিতৃ-পিতামহের সমাজের সঙ্গে, সংস্কারের সঙ্গে। তার মাসীমা পিসীমারা তার স্ত্রীর ভাষা বোঝ্‌বার জন্যে বেণী গাঙ্গুলীর ইঙ্গ-বঙ্গ অভিধান কিন্‌বেন। "ভারতীয় হিন্দু কায়স্থ" হয়ে সে ধুতী পর্‌তে পাবে না, পাছে তার বাবুর্চি খানসামা মশাল্‌চি তাকে বাবু মনে করে ও নিজেদের মধ্যে বাবু বলে উল্লেখ করে। এ বাড়ীতে ধুতী একটা ফ্যান্সী ড্রেস্। অথচ সোম বিলেতেও ধুতী পরে এসেছে।

"মিসেস্ ডাট্," সোম বল্ল, "একা আমাকে তৈরি করে আপনাদের

কী হাতযশ হবে? যদি পারতেন আমার মা-বাবাকে ভাই-বোনকে কাকী-মামী-মাসী-পিসীকে কাকা-মামা-মেসো-পিসেকে তৈরি করতে তবেই জানতুম আপনাদের হাতের গুণ। আমাকে বিদায় দিন, আমি আসি।"

মিসেস্ ডাট্ কী ভাবলেন। বল্লেন, "বুঝেছি, বুঝেছি তুমি যা mean করছ। ওঁরা পৌত্তলিক, ওঁদেরকে তো সদলবলে দীক্ষিত করতে পারিনে, কাজেই একা তোমাকে দীক্ষিত করে কী হবে। কিন্তু ও সব আজকাল উঠে গেছে। চাও তো হিন্দু মতেই তোমাদের বিয়ে হবে, শালগ্রাম সাক্ষী করে।"

"বিয়েব মত নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই," সোম বল্ল। "আমি চাই বিয়েতে মত। আপনাব মেয়ের কি তা আছে?"

"নেই আবার," মিসেস্ ডাট্ এতক্ষণ বাদে হাসলেন।

"আমি যা বলেছি তা সত্ত্বেও?"

"তার জন্যে," মিসেস্ ডাট্ করুণার সহিত বল্লেন, "তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, কলিন।"

"কেন?"

"সেইটেই ফর্ম্।"

"আমি ফর্ম্এর চেয়ে সত্যকে বড় বলে জানি। তাই সত্যের বিরোধী হলে ফর্ম্ মানিনে।"

মিসেস ডাট্ জীবনে এত বড় শক্ পাননি। সোম যদি বলত, আমি নাস্তিক, ভগবান মানিনে, কিম্বা আমি ফ্রীথিঙ্কার, ধর্ম্ম মাননে, কিম্বা আমি স্বৈরাচারী, নীতি মানিনে, কিম্বা আমি কমিউনিষ্ট্, পরের সম্পত্তিতে পরের অধিকার মানিনে, তা হলে তিনি হাসতেন, কিম্বা অনুমোদন করতেন, কিম্বা উপদেশ দিতেন, কিম্বা চট্তেন। কিন্তু "ফর্ম্

মানিনে!" তার মানে জেণ্টল্‌ম্যান নই, সভ্য মানুষ নই, উলঙ্গ নরখাদক!

মিসেস্ ডাট্ মূর্চ্ছা যেতেন, কিন্তু এক বাড়ীতে দুজন মূর্চ্ছারোগী হলে কাকে কে দেখাশুনা করবে। তিনি আর একটি কথা না বলে সোমের দিকে আর একটি বার না চেয়ে সোমকে cut করলেন (অর্থাৎ কাটলেন না, উপেক্ষা করলেন)।

*

বিদায় না নিয়ে চোরের মতো সরে পড়া যায় না! সোম বীরেনের প্রতীক্ষায় বসে বসে "Good Housekeeping" পড়তে থাকল।

বীরেন এসেই বল্ল, "শুনবে একটা সুখবর? কমলাদের ওখানে তোমার আজ নিমন্ত্রণ।"

"কিন্তু," সোম বল্ল, "আমি যে এখনি চলে যাচ্ছি।"

"সে কি হে! কোথায়?"

"জানিনে কোথায়। জানি যাচ্ছি।"

বীরেন মুখ ভার করে মা'র কাছে গেল। দেখল যে মা'ও মুখ ভার করে সেলাই করছেন। "মা, সোম কেন যাচ্ছে?"

মা জ্বলে উঠে বল্লেন, "He is no better than a cannibal."

বীরেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। "No better than what?"

মা পুনরুক্তি করলেন। বীরেন ধপ্ করে বসে পড়ে ভাবল, সোম মানুষের মাংস খায়! এ কি কখনো হতে পারে! মা'কে কি রাঁচি পাঠানো আবশ্যক?

"সে ফর্ম্ মানে না।"

"কী—কী মানে না?"

"ফর্মে বিশ্বাস করে না সে।"

"ফর্মে বিশ্বাস করে না!" বীরেন উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করল। "তবে ঠিক্‌ই বলেছ—নরখাদকের অধম।"

চল্ল সে সোমের কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করতে। বল্ল, "তুমি নাকি ফর্মে বিশ্বাস করো না?"

"সত্যের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধ্‌লেই করি, বাধ্‌লে করিনে,—" এই হলো সোমের কৈফিয়ৎ।

বীরেন ব্যঙ্গ করে বল্ল, "তুমি দেখ্‌ছি সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধী। কেবল পোষাকটা অন্য রকম।"

"তা হলে আসি?"

"আরে থামো, থামো। ঠাট্টাও বোঝ না। বল্‌ছিলুম ওসব সত্য টত্য আমাদের মুখে সাজে না, গান্ধীর মতো fanatic দের দলে আমরা নেই। ফর্মটাকে সর্ব্বদা সব অবস্থায় বাঁচিয়ে তার পরে অন্য কথা, সত্য বা শিব বা সৌন্দর্য্য।"

"তোমার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা নেই," সোম বল্ল, "আমাকে শুধু একবার সকলের কাছে বিদায় নিতে দাও।"

বীরেন গম্ভীর ভাবে বল্ল, "বেশ।" সোমকে উপরে নিয়ে ছেড়ে দিল ও নিজে কমলার বাড়ী গেল।

মিসেস্ ডাট্ বল্লেন, "যদি নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে অনুতপ্ত হও তবে I shall be ever so happy."

প্রতিমা বল্ল, "আমার নিজের বল্‌বার কী থাক্‌তে পারে? মা'র যা বক্তব্য আমারও তাই।"

"আপনার স্বাধীনতা তা হলে চিন্তারও নয় বাক্যেরও নয়? কেবল চলাফেরার?" বল্ল সোম।

প্রতিমা অপমানে কাঁপ্‌তে থাক্‌ল।

মিসেস্ ডাট্ বল্লেন, "তুমি তো অত্যন্ত বেয়াদব হে। তুমি কি মনে করো যে তার মা'র অনুমতি না নিয়ে সে চলাফেরাও করে?"

সোম অপ্রতিভ হয়ে বল্ল, "তা হলে তাঁর স্বাধীনতা কিসে? ক্ষিদে পেলে খাওয়াতে, না ঘুম পেলে শোওয়াতে? না শাড়ী দেখ্‌লে কেনাতে? না রেকর্ড্ বাজিয়ে শোনাতে?"

"না, ওর সভ্য মানুষ হবার সত্যিই সম্ভাবনা নেই," মিসেস্ ডাট্ মেয়ের দিকে চেয়ে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন। "ও আর আস্‌বে না।"

প্রতিমা বিচলিত হয়ে বল্ল, "Will you really never—"বল্‌তে বল্‌তে কেঁদে ফেল্ল।

সোম হেসে বল্ল, "কাঁদার স্বাধীনতা তো আছে বলে মনে হয়।"

প্রতিমা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তর্জ্জনী উঁচিয়ে কোপ ব্যঞ্জনা কর্‌ল। তার মা বল্লেন, "তুমি এখন যেতে পারো।"

"আপনারও কি সেই অভিলাষ?" সোম সুধালো প্রতিমাকে।

"ও ছাড়া আপনি আর কী প্রত্যাশা করেন?" প্রতিমা বল্ল ঝাঁজের সঙ্গে।

সোম অম্লানবদনে বল্ল, "আমি প্রত্যাশা করি যে আপনি আমার সঙ্গে আস্‌বেন।"

"কী? কী?"—মিসেস্ ডাট্ চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লেন।

"O my!"—প্রতিমাও দাঁড়ালো।

"কোই হ্যা—য়?" মিসেস্ ডাট্ চিৎকার কর্‌লেন।

"আব্‌দু—ল।" প্রতিমা ডাক দিল।

তিন তিনটে দাড়িওয়ালা ভৃত্য হুড়মুড়িয়ে এসে হাজির হলো ও 'হুজুর' বলে সেলাম ঠুকে হাঁপাতে লাগ্‌ল।

সোম বল্ল, "লোক জড় কর্‌বার কী দরকারটা ছিল? আমি তো এঁকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলুম না। ইনি আমাকে আশা দিয়েছিলেন।"

মিসেস্ ডাট্ বল্লেন, "চোপ্। এখন মানে মানে বেরিয়ে যাও।"

"যাবোই তো। কিন্তু এতগুলো পার্শ্বরক্ষী তো আমি চাইনি, চেয়েছি একটিমাত্র পার্শ্ববর্ত্তিনী"

প্রতিমা গালে হাত দিয়ে বল্ল, "That beats me!"

মিসেস্ ডাট্ বল্লেন, "বীরেন থাক্‌লে গলাধাক্কা দিয়ে নীচে রেখে আস্‌ত। আব্‌দুল, আবু ও মামুদ সাহস কর্‌বে না। কিন্তু সাহস জোগাবে। আমিই ও কাজ করি।"—এই বলে তিনি সোমের ঘাড়ে হাত তুল্লেন।

সোম হেসে একটি bow কর্‌ল—প্রতিমাকে। মিসেস্ ডাটের হাতটাকে নিজের হাত দিয়ে আস্তে হটিয়ে দিল।

বল্ল, "ফর্ম্‌এর চূড়ান্ত হয়েছে। এইটুকু চাক্ষুষ কর্‌বার জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করা। এখন তবে আসি।"

৬

মায়া

আবার উত্তর কল্‌কাতা।

ললিতা সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, "কই, মেম বৌদিকে আন্‌লে না?

সোম বসে পড়ে বল্ল, "আসল মেমের চেয়ে নকল মেমে নাকাল বেশী। না খেলেন একটা চুমো, না বল্লেন একবার ডার্লিং, সূর্য্যমুখী ফুলের মতো তাঁর একই লক্ষ্য—মা'র মুখ।"

কুণাল বল্ল, "ললিতার যে মা ছিলেন না সে আমার ভাগ্য।"

ললিতা বল্ল, "আমার মা থাক্‌লেও তোমার স্ত্রীভাগ্য একই হতো।"

সোম বল্ল, "প্রতিমার মা না থাক্‌লে আমার স্ত্রী-ভাগ্য একই হতো কি না সে বিষয়ে কিন্তু আমার সন্দেহ থাক্‌ল।"

সোমের মে-ফেয়ার কাহিনী শেষ হলে ললিতা বল্ল,—"ভালো কথা, কে একজন কেষ্টবাবু তোমার খোঁজ নিতে এসে ফিরে গেছেন, বলে গেছেন, তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।"

"কেষ্টবাবু?"

"বল্লেন শুধু কেষ্ট মামা বল্লেই তুমি চিন্‌বে।"

"তাই বল্‌তে হয়—কেষ্ট মামা। হ্যাঁ, কেষ্ট মামা। চা বাগানের কেষ্ট মামা হোঁদল-কুৎকুতের মতো চেহারা—না?"

ললিতা বল্ল,—"আহা, কী মাতুল-ভাগ্য!"

কুণাল আড়চোখে সোমের দিকে চেয়ে বল্ল, "নরাণাং মাতুলক্রমঃ।"

সোম বল্ল,—"তার মানে আমিও একটি হোঁদল-কুৎকুৎ! বেশ, বন্ধু, বেশ। তবু যদি আপন মামা হতেন!"

ললিতা বল্ল, "হোঁদল-কুৎকুৎ না হলে কোথাও বৌ জোটে না কেন? বিয়ের ফুল ফোটে না কেন?"

সোম বল্ল,—"তোরা কেউ পার্‌বি নে গো ফোটাতে ফুল ফোটাতে।" এই বলে দার্শনিকের মতো অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

*

সোম মামার সঙ্গে তাঁর মেসে গিয়ে দেখা কর্‌লে তিনি বল্লেন, "এই যে ভজা।" একমুখ পান চিবোতে চিবোতে তখন তাঁর অসামাল অবস্থা। আর কিছু বল্‌তে পারেন না। "এই যে ভজা।"

ও নাম অনেক দিন বাতিল হয়েছে। সোম একটু বিরক্ত হলো।

"তারপর। কবে ফির্‌লি?"

"মাস দেড়েক আগে।"

"হুঁ; কোথায় চাকরী হলো? না, হয়নি?"

সোম বিমর্ষ ভাবে বল্ল,—"কোথায় আর হলো? বিলেত থেকে যা পুঁজি এনেছিলুম তাও ফুরিয়ে এলো।"

"হবে, হবে। যেমন দিনকাল। একটু সবুর কর্‌তে হয়। প্রোফেসারি কর্‌বি ঠিক্ কর্‌লি?"

"জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ যাতে দু পয়সা আসে তাই কর্‌তে রাজি আছি" তারপর মনে মনে জুড়ে দিল, তবে হবো না মুচি, হবো না, হবো না, যদি না পাই মুচিনী।

"হা-হা-হা-হা। তেমনি ছেলেমানুষ আছিস্। 'ভজগোবিন্দ পরমানন্দ' বলে তোকে ক্ষ্যাপাতুম্ মনে পড়ে? তোর মতো অত বড় স্কলার। বংশের গৌরব। ভাখ্, ও সব কাজ আমার মতো

লক্ষ্মীছাড়ার। কোন্ কাজে হাত না দিয়েছি—বল্। অবশ্য তুই সবটা ইতিহাস জানিস্নে। মাইনিং, প্লান্টিং, মোটর ইম্পোর্টিং। শেষে এই দারুণ ট্রেড ডিপ্রেসান। এবার খুলেছি বিয়ের ব্যবসা।"

"কী! শেষকালে—"

"কেন রে! এতে শক্ পাবার কী আছে! দেশের লোক খেতে পা[illegible] বলে কি মেয়ের বিয়ে ছেলের লেখাপড়া বন্ধ রাখ্বে? একটাও আঁতুড় ঘর কি স্কুল খালি হয়েছে বল্তে পারিস্? তুই একটি বিয়ে কর্ না। লক্ষ্মী যদি অন্তঃপুরে আসেন তো জীবনের সব দিক্ দিয়ে আসেন। পয়মন্ত দেখে বিয়ে কর্লে জীবনের half the battle জেতা গেল।"

"বিয়ে কর্তে কি আমার অনিচ্ছা? কিন্তু—"

"না, না, ও সব কিন্তু টিন্তু শুন্ব না। চল্, চল্, আমার আপিসে চল্।"

মামার আপিস কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে। কামরার বাইরে লেখা—

MR. CARR,

HINDU MARRIAGE BROKER.

মামা কোট ও ভেষ্ট খুলে গোল চেয়ারে বসে এক চক্কর ঘুরে নিলেন। তারপর ভাগ্নের দিকে একটি চুরুট বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন, "Sorry, couldn't offer you a cigarette. দেশের লোকের সেন্টিমেণ্ট্টাকে খাতির কর্তে হয়। আর বিলিতী সিগ্রেট্ কি প্রকাশ্যে কেন্বার জো আছে?"

সোম পকেট থেকে তার ইটালিয়ান সিগ্রেটের কেস্ বের করে মামার সাম্নে ধর্ল। তিনি চোরের মতো ইতস্তত কর্তে কর্তে খপ্ করে মুখে পুর্লেন। বল্লেন, "Thank you. কতকাল পরে!"

সোম বল্ল, "দেশের মস্ত পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু বিয়ের বাজারটা—"

"আমাদের সমাজ," তিনি সিগ্রেট্টা ধরিয়ে এক টান দিয়ে বল্লেন, "কোন brand বল্ তো?"

"সিগ্রেটের আবার brand কী?" সোম বল্ল, "যেমন স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি তেমনি—"

"বোয়েছি (বুঝেছি)। বেড়ে লাগ্ছে। আশা করি স্বদেশী নয়?"

"না, ইটালিয়ান। নেপল্সে কেনা।"

"তাই বল্।" পিঠ পিঠ কয়েক টান দিয়ে সেটাকে নিবিয়ে নিজের কেসে তুলে রাখলেন। এক সঙ্গে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে বল্লেন, "ধোঁয়ারও কেমন মিষ্টি গন্ধ দেখেছিস্?"

তারপর তাঁর মনে পড়্‌ল কী বল্‌তে যাচ্ছিলেন। "হ্যাঁ—আমাদের সমাজ যদিও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই তবু পশ্চিমমুখো হতে হতে কোনো দিন মক্কা পেরিয়ে বিলেত পর্য্যন্ত—য়্যাট্‌ল্যান্টিক পেরিয়ে আমেরিকা অবধি—যাবে কি না আল্লাই জানেন। আমরা আজ কাল কেউ থাকি আকিয়াবে, কেউ করাচীতে, কেউ নেলোরে, কেউ ফতেপুর সিক্রীতে। আমাদের ছেলেমেয়েদের কোর্টশিপ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে না হয় ধরেই নিলুম, কিন্তু হওয়া কি geographically সম্ভব? দৈবাৎ কার সঙ্গে কার চোখের দেখা ও চোখের দেখায় প্রেম হয়ে যেতে পারে বটে—অন্তত বাংলা নভেলে তো তাই লেখে ও তাই পড়ে মেয়েগুলো পর্য্যন্ত বক্‌ছে—কিন্তু গ্রেট্ মেজরিটীর কথাটা ভেবে স্যাখ্‌ ভজগোবিন্দ।"

আবার সেই মান্ধাতার আমলের নাম। সোম ব্যঙ্গ করে বল্ল, "গ্রেট্ মেজরিটীর জন্যে গ্রেট্ থিঙ্কার প্রয়োজন। যেমন আপনি।"

"নেহাৎ ভুল বলিস্‌নি, ভজা," তিনি আর একবার চক্কর দিলেন। "যে কাজটি আমি কর্‌ছি সেটি এক হিসাবে social service. যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। যার যেমনটি পাত্র বা পাত্রী চাই তাকে ঠিক্ তেমনটি জোগাড় করে দিই। তোর বাবা তোর জন্যে নিজের চেষ্টায় জোর একশোটি সম্বন্ধ পাবেন, কিন্তু আমার সাহায্য নিলে এক হাজারটি। Scope কত বেড়ে গেল হিসাব করে ভাখ্। কে জানে হয়তো সাতশো সাতাত্তর নম্বর সম্বন্ধটি সব দিক থেকে নিখুঁৎ হতো। দুই পক্ষেব কারুর মনে কোনো ক্ষোভ থাক্‌ত না, প্রজাপতির স্বহস্তের নির্ব্বন্ধ।"

সোম বল্ল, "প্রজাপতিব স্বহস্তেব মহিমা অপার। আমার কিন্তু প্রাণান্ত হতো হাজারটি পাত্রীকে স্বচক্ষে দেখতে ও স্বকীয় উপায়ে পরীক্ষা কর্‌তে।"

কেষ্ট মামা কান দিলেন না। হাঁটু জোড়াকে সবেগে ঠোকাঠুকি কর্‌তে কর্‌তে বল্লেন, "মুস্কিল এই যে লোকে এখনো এ সব বিষয়ে এক্সপার্টের সাহায্য নিতে শেখেনি। হয় নিজেরা যা তা একটা করে বসে, নয় আনাড়িকে লাগিয়ে দেয়। তাতে পয়সা কি বাঁচে ভাব্‌ছিস্? যাক্, ধীরে ধীরে আমার পসার জম্‌ছে। কয়েক ঘর বাঁধা ক্লায়েন্ট হয়েছেন, ষষ্ঠী যাঁদের ঘরে বাঁধা। হ্যাঁরে তোর নামটা রেজিষ্ট্রী করে রাখব?"

"না। না।" সোম সাতঙ্কে বল্ল। "আপনার খাতা দেখে ষষ্ঠী কোন দিন না আপনি এসে ধন্না দেন।"

"নামটা থাক্ না? বিয়ে তো কেউ জোর করে দিচ্ছে না। ইচ্ছে না হয় না করিস্। কিন্তু মাঝে মাঝে তোকে ডাক দেবো, মেয়ের বাপের ঠিকানা দেবো। তুই যতদিন হাতে থাক্‌বি ততদিন আমার

লাভ। বিয়ে করলে তো হাত থেকেই গেলি। আমি কি তা বুঝিনে?”

টেলিফোনে কে ডাকল।

“Hallo! Yes. I am Mr Carr বলুন কী করতে হবে। মেয়ের বিয়ে দিতে চান? সে তো আনন্দের কথা। শুভস্য শীঘ্রম্—শাস্ত্রেই বলেছে। মেয়েটির রং কেমন? হু। পড়াশুনা? হুঁ। পণ যৌতুক মিলিয়ে কত দান করতে চান্? মোটে। হুঁ। হুঁ। হুঁ। আপনারা? হুঁ। কোন শ্রেণী? হুঁ Alright, I'll fix you up. আজ সন্ধ্যার আগে খবর দেবো। আপনার ফোন নম্বরটি কত! হুঁ। O K. Thank you.”

নম্বরটা টুকে নিয়ে গুণ গুণ করে গান করতে করতে বেল্ টিপলেন। “পিয়ন, সত্যবাবুকো সেলাম দো।” ঐ একটি মাত্র পিয়ন, ঐ একটি মাত্র কেরাণী।

সত্যবাবু কেরাণী এলেন। চশমা কপালে তোলা। ধুতীর উপর শার্ট, তার কলার নেই, তবু ঘাড়ের উপর একটি stud আছে। প্রৌঢ়, রোগা, ছাঁ-পোষা মানুষ।

“সত্যবাবু, বামুনদের রেজিষ্টারখানা নিয়ে আসুন।”

সত্যবাবুর তথাকরণ। কেষ্টবাবু রেজিষ্টারের দুই তিন জায়গায় লাল পেন্সিলের দাগ দিলেন। তারপর ফোন তুলে নিলেন।

“৫৩২ঃ (অপ্রকাশ্য)। Hallo, শরৎবাবু বাড়ী আছেন? আমি মিষ্টার কার, ম্যারেজ ব্রোকার, যাকে বাংলায় বলে ঘটক।....এই যে শরৎবাবু। একটি ভালো পাত্রী পেয়েছি। রং ধরতে গেলে ফর্সাই। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাবার আশা আছে। দেওয়া নেওয়া এই—আজকালের বাজারে—আপনারও তো জানা আছে। একবার দেখতে

চান? কখন যাবেন বলুন? আমাকে যেতে হবে? বেশ তো। আমি আরো হাজার খানেকের জন্যে বলে দেখতে রাজি আছি। যদি আমার কমিশনটা ভুলে না যান্। শতকরা একটাকা মাত্র।"

সোম শুন্‌ছিল আর মনের রাগে হাস্‌ছিল।

"এই হচ্ছে, বাবাজি, আমাব কাজ।" কেষ্ট মামা আর এক চক্কর দিয়ে দু চার বার হাত তুলে স্যাণ্ডো কর্‌লেন—বিনা ডাম্বেলে। "তা তুই তৈবি থাকিস্। কল্‌কাতা ছাড়িস্‌নে। সত্যবাবু, কায়স্থদের রেজিষ্টারখানা নিয়ে আস্থন দেখি।"

*

দিন চারেক পরে সোম পেল কেষ্টমামার চিঠি। লিখেছেন, মায়া মেয়েটির নাম। পিকেটিং করে ছ মাস জেল খেটে ফিরেছে। পাছে আবার ওদিকে ওর মতি যায় সেই ভয়ে বাপ মা ওকে এই মাসেই পাত্রস্থ করতে ব্যগ্র। বড়লোক। তোর সঙ্গে যদি হয় তবে আমরাও হবো কুটুম্ব। তুই সোজা আমার আপিসে চলে আসিস্, আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

ভবানীপুরে কুমারী মায়া মল্লিকের বাড়ী।

মামা ভাগ্নে সেই বাড়ীতে পৌছে বৈঠকখানার পথ খুঁজে পেলেন না—এমনি বিরাট ব্যাপার। একজন বলে, "কাকে চান্? ওঃ! যান্, ওইদিকে যান্।" আর একজন বলে, "কিস্‌কো মাংতে হেঁ। বগল্‌মে তল্লাস কী জিয়ে।" তৃতীয় একজন বলে, "আরে, কুআড়ে যাউছ ম।" (কোথায় যাচ্ছ?)

মহা বিভ্রাট। কেষ্ট মামা বল্লেন, "এ বাড়ীর একটা নিজস্ব ডাইরেক্টরী থাকা দরকার।"

সোম বল্ল, "এবং এক সেট ভাষা শিক্ষার বই।"

এই সময় কে একজন সাহেবী পোষাক পরা ভদ্রলোক হন্ হন্ করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কেষ্ট মামা তাঁর পথ রোধ করে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মশাই, বাংলা বোঝেন?"

"দেখছেন না, মশাই, আমি ডাক্তার? ছাড়ুন, ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন।" ভদ্রলোক যে patient নন্ তাঁর গতির দ্বারা তা প্রমাণ হলো।

একজন নরসুন্দর সেই পথ দিয়ে হেলে দুলে চলেছিলেন। কেষ্ট মামা বল্লেন, "ও ভাই সাহেব, বলি তুমি তো সবাইকার দাড়িগোঁফের খবর রাখো। এ বাড়ীতে ফটিকবাবু বলে কাউকে চেনো?"

"কৌন্ ফটিকবাবু? যিস্‌কো লড়কী গান্ধীমাঈ বন্ গই?"

"ঠিক্, ঠিক্, সোহি।"

"ও ক্যা?" নরসুন্দর আঙুল দিয়ে কাকে বা কোন্ জিনিষকে নির্দ্দেশ কর্‌লেন তিনিই জান্‌লেন। কেষ্ট মামা ও সোম সেই দিকে গিয়ে দেখেন গারাজ!

"নরসুন্দরের চাতুরীর প্রবাদ আছে। তারই একটা দৃষ্টান্ত আজ প্রত্যক্ষ করা গেল।"—সোম বল্ল।

"ব্যাটাকে আবার দেখলে চড় দিয়ে দাঁত উড়িয়ে দেবো। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি!" বলে কেষ্ট মামা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুল্‌তে থাক্‌লেন।

সেই গারাজের লোক তাঁদের একটা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাবার পরামর্শ দিল, বল্ল, বাবুরা নীচে নামেন না। কার যে কোন মহল তা উপরে খোঁজ কর্‌লে পাত্তা পাওয়া যাবে।

ফটিকবাবু বল্লেন, "আপনারা সোজা তেতালায় চলে এলেন না কেন? আমরা তো ভেবে আকুল। ইনিই পরম কল্যাণীয় কল্যাণ? দেখে সুখী হলুম। ওদেশ থেকে কবে আসা হলো?"

সোম এর উত্তর দিল। অমনি আরো কত মামুলি প্রশ্নেরও। কেষ্ট মামা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুরুব্বিয়ানা ফলাতে থাক্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাবুর মোসাহেবদের মুখ ছুট্‌ল। তাদের একজন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বলুন দেখি, সার্‌, ওদেশের ঝি-চাকর কি এই দেশ থেকে গিয়ে বসবাস কর্‌ছে, না আফ্রিকা থেকে ?....কী বল্লেন ? ওরাও সায়েব ? য়্যা ! ঝি চাকর সাহেব মেম !"

আর একজন সবজান্তার মতো মন্তব্য কর্‌লেন, "কেমন ? আমি বলিনি ও কথা ? সিনেমায় যা দেখায় তা নেহাৎ যা তা নয় হে। ওদের সমাজের জ্বল্‌জ্বলে ছবি।"

সোম বল্ল, "আপনি ওঁর চেয়ে আরো ভুল কর্‌লেন।"

তাই নিয়ে সোমকে অনেকক্ষণ বকবক কর্‌তে হলো। এক পেয়ালা চায়ের অভাবে তার গলা যখন শুকিয়ে এসেছে তখন তিনটে চাকরের ছয় হাতে খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করে তাদের পিছু পিছু এলো মায়া। সে জেলে ছয় মাস কাটিয়েছে বলে কায়া তার শীর্ণ শুষ্ক রুগ্ন নয়। বরঞ্চ তার নিটোল অঙ্গ অনাবশ্যক মেদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেনি। তার চক্ষু অসাধারণ দীপ্ত ; কিন্তু চপল নয় তার চরণ। আপনি সে সংহত, কিন্তু ঢেউ ওঠে তার চতুর্দ্দিকে।

চাটুকারেরা বলাবলি কর্‌ল, "আগুনের ফুল্‌কি। জেলে মন পড়ে আছে।"

"জানো না বুঝি, সার্জেণ্টের ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

"শুধু দাঁড়ায়নি, লাগাম ধরেছিল।"

"নাম মায়া, কিন্তু প্রাণের মায়া নেই।"

"কিসের মায়াই বা আছে ? ঐশ্বর্য্যের ? গৃহের ?"

"যা বলেছ, এমনটি দেখা যায় না।" "নকল অনেক হয়েছে, কিন্তু আসলের ধার দিয়েও যায় না।"

মহিলাকে সম্মান প্রদর্শন কর্‌বার জন্যে সোম আসন ছেড়ে দাঁড়ালো। মায়া তার কাছে এসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বৈলাতিক সম্ভাষণ কর্‌ল ও তার পাশের চেয়ারে বস্‌ল।

সোম বল্ল, "আপনি ও আমি প্রায় এক সময়েই বাড়ী ফিরেছি, যদিও এক জায়গা থেকে নয়।"

মায়া বল্ল, "কদিনের জন্যে ফেরা আমার! আবার তো যাচ্ছি।"

ফটিকবাবু আপত্তি জানিয়ে বল্লেন, "তোর না হয় প্রাণের মায়া নেই, আমাদের তো সন্তানমায়া আছে।"

চাটুকারগণ ব্যস্ত হয়ে গুঞ্জন করল। সেই সঙ্গে ভুঞ্জনটাও চল্‌ছিল পরিপাটীরূপে।

"আমিও", সোম হেসে বল্ল, "ঘুরে আসব ভাব্‌ছি। কাজ কর্ম্মের বাজার যেমন মন্দা, গবর্ণমেণ্টের ভাত থাক্‌তে ঘরের ভাত খাই কেন? তবে ছুটন্ত ঘোড়ার সুমুখে ঝাপিয়ে পড়তে সত্যি বল্‌ছি আমার সাহসে কুলাবে না।"

"আমি বুঝি দুবেলা তাই করে বেড়াই?" মায়া বল্ল স্তোক দিয়ে।

"দুবেলা দূরে থাক্‌, জীবনে একবারও আমি পার্‌বো না।"

"আমিও কি দ্বিতীয়বার পার্‌বো ভেবেছেন? আর লোকে যতটা বাড়িয়ে বলে ততটা নয়।"

চাটুকারেরা বল্লেন, "কী বিনয়!" "সাধে কি লোকে বলে গান্ধীমায়ী!"

কেষ্ট মামা এতক্ষণ খাদ্যবস্তুর শ্রাদ্ধ কর্‌ছিলেন। সব কথা

[illegible]নি। একটা কিছু বল্‌তে হয়, তাই বল্লেন, "ঘোড়ায় চড়্‌তে পারো তো মা?"

মায়া বিষম অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নীচু কর্‌ল। ফটিকবাবু বল্লেন, "ওর দোষ নেই, আমিই ও শিক্ষা দিইনি।"

মোসাহেবরা বল্লেন, "তাতে কী?"

"দোষটা কিসের?"

এবার স্তোক দেবার পালা সোমের। সে বল্ল, "ঘোড়ায় চড়তে যে সে পাবে, আমিও। কিন্তু ছুটন্ত ঘোড়ার সুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পার্‌তেন বিলেতের সাফ্রেজটরা আর পারেন বাংলার আপনি।"

মায়া কৃতজ্ঞ হয়ে লজ্জা চেপে বল্ল, "এটা কিন্তু অত্যুক্তি।"

সেদিন কথাবার্ত্তা হলো প্রচুর, কিন্তু কেউ কারুর নতুন বা গভীর কোনো পরিচয় পেল না। ওঠবার সময় সোম বল্ল, "আমার বন্ধুদের বাড়ী একদিন চা খেতে আসুন।"

মায়া বল্ল, "দেখলেন না, চা আমি খাইনে? অভ্যাস গেছে, আবার কর্‌লে আবার যাবেও।"

"তা হলে এমনি বেড়াতে আসুন। এত বড় বীরাঙ্গনার দর্শন পাবার জন্যে ওরা সবাই আগ্রহ বোধ কর্‌বে। না কর্‌লে ওদের উপর আমি এমন রাগ কর্‌বো।"

কেষ্টমামা ভরা পেটে বল্লেন, "বাস্তবিক, আমার এত বড় কারবার, কত পাত্রী নাড়াচাড়া করতে হয়, কিন্তু ওরা সবাই অঙ্গনা, কেউ বীরা নয়। এতদিনে কুমারী মায়া মল্লিক আমার ব্যবসায়ী জীবন সার্থক কর্‌লেন। ওরে ভজা, তুই আর দ্বিধা করিস্‌নে, আমি জাহ্নবীদাকে লিখি যে ছেলের পছন্দ হয়েছে, ছেলের মামারও—মা তো নেই, ধরে নিতে হয় যে মামাই এক্ষেত্রে মা, তুষ্ণীভাবে ঘোলং দদ্যাৎ—

এখন ছেলের বাপ 'হাঁ' বল্লেই বাকী থাকে মিষ্টান্নং ইতরে জনাঃ।"

মোসাহেবরা বল্লেন, "সে আমরা জানি আর জানেন ফটিকদা।"

ফটিকবাবু বল্লেন, "ফটিক শুধু চান সঠিক খবর যে তাঁর বড় মেয়ে মায়া ঘোড়ার পায়ে না পড়ে মানুষের হাতে পড়েছে।"

মায়াকে সোম একান্তে বল্ল, "তা হলে?"

মায়া চোখ নামিয়ে বল্ল, "অ চ্ছা।"

"আসুন কেষ্টমামা," সোম পা বাড়িয়ে বল্ল, "ওসব পরে হবে। মায়া দেবীকে যে জেলে যেতে দেওয়া হবে না অন্তত কিছুদিন এই অপাতত যথেষ্ট।"

পথে কেষ্টমামা সোমকে ভর্ৎসনা করলেন। "তুই কেন দেরি কর্‌ছিস্, বল্ তো? আমি কারবারী মানুষ, আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে অমন মাল আমি কোনোদিন নাড়াচাড়া করিনি, বিশ্বাস হলো না? দেখলি তো কত বড় বাড়ী, তিন তিনখানা মোটর, ঝি চাকর অগুণতি, মোসাহেবই বা কত! অর্দ্ধেক রাজকন্যা—না, না, অর্দ্ধেক রাজত্ব—ফটিকবাবুর অংশের আট আনা তুইই তো একদিন পাবি, ওঁর যদি ইতিমধ্যে পুত্র-সন্তান না হয়।"

"জমিদার বুঝি?"

"নয়? দেশ ওদের রংপুর জেলায়। এক তামাক থেকে ওদের আয় কত! আমার ক্লায়েণ্ট, তা না হলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তোর মতো বহু যোগ্য পাত্রের দরখাস্ত পেত। তোকে কি এতটা সমীহ করত রে ভজা?"

সোম বল্ল, "আমি দরখাস্তই করতুম না।"

মামা বল্লেন, "সেই ভজাই আছিস্। সংসারের তুই বুঝিস্ কী? সংসার কেবল একটি অক্ষে ঘুরছে—নাম তার টাকা। সেই টাকার জন্যে মানুষ না করছে কী! আর তুই করবিনে বিয়ের দরখাস্ত! যাক্, তোকে দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে না। আমি একরকম সব গুছিয়ে এনেছি। এখন তোর মত হলেই আমি কমিশন যা পাবো তুই নাই বা জান্‌লি। ওসব কনফিডেন্‌শিয়াল।"

"কিন্তু," সোম বল্ল, "কংগ্রেসী মেয়ে আমি বিয়ে করতে চাইলেই বাবা অমনি রাজি হয়ে যাবেন ওটা তোমার ভুল ধারণা, কেষ্টমামা। ওঁকে এখনো সরকারী চাকরী করে খেতে হয়, সরকারী পেন্‌সন ওঁর শেষ বয়সের ভরসা, আব আমাকেও সরকারী চাকুরে করবেন বলে ওঁর তদ্বিরেব ত্রুটী নেই।"

কেষ্টমামার উৎসাহের তেজ মুহূর্ত্তে নিবে গেল। ট্যাক্সিও মেসের নিকটবর্ত্তী হয়েছিল। তিনি নেমে পড়ে বল্লেন, "গুড বাই, ভজা।"

মায়া বলেছে আস্‌বে। কিন্তু সত্যি আস্‌বে কি না, এলেও সোমের সঙ্গে তাব সম্বন্ধ নিবিড়তর হবে কি না, যে পুরুষ সরকারী চাকরী পেলেও পেতে পারে তাকে বিয়ে করবে কি না, বিয়ে করলে কংগ্রেসের কাজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে কি না এইরকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সোম পৌঁছে গেল।

ললিতাকে বল্ল, "কাকে দেখে এলুম ও ডেকে এলুম জানো? মায়া মল্লিক!"

ললিতা থম্‌কে দাঁড়ালো। বল্ল, "সর্ব্বনাশ। ও মেয়েকে সাম্‌লাতে পারবে?"

"তুমি চেনো ওকে?"

"সাক্ষাৎভাবে না হোক্ পরোক্ষে।"

"আমার তো বিশেষ শ্রদ্ধা হলে ওর উপর। দেখা যাক্ তোমার কী হয়!"

ললিতা বল্ল, "তুমি যাকে বৌ করবে সেই হবে আমার বৌদিদি, তাকেই করবো ভক্তি। কিন্তু মায়া মল্লিক কি বৌমানুষের মতো ঘরে চুপ করে থাকবে?"

সোম বল্ল, "কে বল্‌ছে তাকে গৃহলক্ষ্মী হতে। সে যা হতে চায় তাই হোক্, মেকী না হলেই হলো। ভণ্ডামি ছাড়া আমি বোধ হয় আর সব সইতে পারি, ললিতা।"

"কী জানি বাপু, আমি অত বুঝিনে। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষের মতো না দেখলে আমার মাথা বিগড়ে যায়।"

কুণাল বল্ল, "কল্যাণ যা বলছে ও তোমার প্রতিপক্ষের কথা নয় গো, তোমারই কথা। মেয়েমানুষ যদি খাটি হয় তবে মেয়েমানুষই থাকে, দেখতে যারই মতো হোক। ঘোমটার আকার মেপে যদি নারীত্ব নির্ণয় করতে হতো তবে তুমিই তোমার ঠাকুরমার চেয়ে নারীত্বে খাটো হতে।"

"যাও", বলে ললিতা তর্কে ভঙ্গ দিল। "শোনো, ললিতা, শোনো", সোম তাকে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে বল্ল, "আমার একটু উপকার করতে হবে। মায়ার সঙ্গে যাতে আমার নিভৃত আলাপ হয় তার কৌশল তোমরা চিন্তা করো। তার সঙ্গে যদি আসেন কোনো মহিলা তবে তাঁকে নিয়ে যেতে হবে ভুলিয়ে পাশের বাড়ীতে। আর যদি কোন পুরুষ আসেন তবে কুণাল যেন তাঁকে জমিয়ে রাখতে পারে।"

কুণাল বল্ল, "ওবাড়ীর গল্প-দাদাকে নিমন্ত্রণ করলে ভাবনা থাকে

না। ভদ্রলোক যা তিব্বতের গল্প করেন, না শুনলে বিশ্বাস করবে না, শুনলেও বিশ্বাস করবে না।"

ললিতা বল্ল, "মায়াকে ও তোমাকে এক ঘরে রেখে যাওয়া সম্ভব হলেও সঙ্গত কি না তাই প্রশ্ন। হয়তো তুমি আদর করে কিছু বলবে আর সে অমনি তোমার জিব উপড়ে নেবে।"

সোম বল্ল, "না, না, যতটা শুনেছ ততটা অরসিক সে নয়। রসের নিবেদন স্থান কাল ও নিবেদনকর ব্যক্তিত্ব অনুসারে সাড়া পায়। আমি পটীয়ান ব্যক্তি, আমার জিব অক্ষত থাকবে, ভয় নেই।"

*

মায়ার সঙ্গে এলো তার বোন ছায়া আর তাদের অভিভাবক রূপে এলেন তাদের বাড়ীর সরকার মশাই। সরকারের যা বিদ্যার দৌড় তিব্বত তার মানসিক ভূগোলে দেশ কি পর্বত তার ঠিক্ নেই। গন্নদদা তাকে বৃথাই শোনালেন যে, "মশাই, আমার তিব্বতী বন্ধু বিদেশে যাবার সময় তার বৌকে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, ভাই, এ তোমারও।" সরকার থাপ্পা হয়ে বল্ল, "আপনি বুড়ো মানুষ, আপনার মুখে এসব কী কথা। রামঃ রামঃ।" দাদা বল্লেন, "ওহে ওটা যে পঞ্চপাণ্ডব ও এক দ্রৌপদীর দেশ।"

যা হোক সরকারকে নীচে আটকে রাখা গেল। এদিকে ছায়া কি সহজে দিদির কাছ থেকে নড়তে চায়? বছর তেরো চৌদ্দ বয়স তার, দিদির স্বেচ্ছাদাসী। এমন দিদি কার আছে? ললিতা তাকে পরিশেষে খোকা-কল্যাণের দ্বারা আকর্ষণ করল। খোকার কী জানি কেন তাকেই পছন্দ হলো বেশী। "এসো, এসো, এত রোগা হয়ে গেছ কেন? তুমি বুঝি খুব পড়ো? তোমার চোখে

এই বয়সেই চশমা" ইত্যাদি পাকা পাকা কথা বলে খোকা তো নিয়ে গেল তার শাড়ী ধরে টেনে।

সোম বল্ল, "মায়া দেবী, জেলে কি আপনি সত্যি আবার যেতে চান্?"

মায়া বল্ল, "কী করবো বলুন। জেলের বাইরে আমি বন্দিনী, জেলেই আমি মুক্ত। বাড়ীতে আমি নিজের হাতে এক গ্লাস জল খাবো তার জো নেই—দশটা চাকর হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে। লেখাপড়া করতে চাই, দু বেলা আধ ডজন্ প্রাইভেট টিউটার হাজিরা দেন। কোথাও যাবো—সঙ্গে লোক লস্কর, হৈ চৈ, উপদেশ, পরামর্শ, তোষামোদ। জেলে আমি গোটকয়েক নিয়ম মেনে নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট।"

"কিন্তু মায়া দেবী," সোম ব্যথার ব্যথীর মতো বল্ল, "জেল তো কারো চিরদিনের নয়। এমন দিন আসবেই যে দিন মেয়েরা দলে দলে তীর্থযাত্রীর মতো কারার পথ ধরবেন না। তখন আপনার কী গতি হবে।"

"সেটা ভাবিনি।"

"সেইটে ভাবুন।"

"দেখুন, বাইরে যতক্ষণ থাকি দেশের কত দাবী। চাই অন্ন, চাই স্বাস্থ্য, চাই মুক্ত বায়ু,—কিন্তু এ চাওয়া মেটাবে কে? আমারই কানে এসে বাজে, প্রাণে পীড়া লাগে, কিন্তু কী আমার ক্ষমতা! মোটে তো দু খানি হাত।"

সোম হেসে বল্ল, "হাত বাঁধেও যেমন মারেও তেমনি। দু খানা হাত নিয়েই ইউরোপের লোক যা লড়াই করছে তা বনের চতুষ্পদের অসাধ্য। আপনি কী করবেন কে জানে।"

"সত্যি!" মায়া বল্ল, "ক্ষমতা যার অল্প মমতা তার বেশী হওয়া উচিত নয়—ভগবানের ভুল।"

"ভগবান তো এও চেয়েছেন," সোম বল্ল, "যে, মমতা যাদের বেশী তারা রইবে ঘরে আর ক্ষমতা যাদের বেশী তারা বইবে বাইরের ঝুঁকি। মেয়ে পুরুষে ঐ যে অধিকারীভেদ ওটা মান্‌লে তো ভগবানের ভুল ধর্‌তে হয় না।"

"কিন্তু কই," মায়া এদিক ওদিক চেয়ে বল্ল, "ছায়া কোথায় গেল?"

"তিনি," সোম বল্ল, "এখন নিরাপদ দূরবর্ত্তিনী।" তারপর বিনা ভূমিকায় বল্ল, "আপনার সঙ্গে আমার একটু নিভৃত আলাপের আবশ্যক আছে।"

মায়া সচকিত ভাবে বল্ল, "ছায়া থাক্‌লে ভালো হতো না?"

"কিছুমাত্র না। Two is company, three is a crowd."

মায়া চুপ করে বসে দেয়ালে কুণাল-ললিতার ফটো নিরীক্ষণ করতে মন দিল।

সোম বল্ল, "মায়া দেবী, জেলে আবার নাই গেলেন?"

মায়ার চুড়িগুলো কন্‌কনিয়ে উঠল। কিন্তু মুখ ফুট্‌ল না।

"জেল আপনার যে কারণে ভালো লাগে ঘরও ভালো লাগ্‌বে সেই কারণে, অধিকন্তু বাইরের সঙ্গে তার যোগ থাক্‌বে অবারিত।"

"সে তো এখনও আছে," মায়া কড়া সুরে বল্ল।

"এখন যা আছে," সোম সহিষ্ণুভাবে বল্ল, "তাতে আপনার প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব নেই, আছে প্রভূত মান। যা হতে পারে তা ঠিক্ এই জিনিষ নয়।"

মায়া সশব্দে হেসে বল্ল, "সোজা কথায় বলুন। অত আকার ইঙ্গিত কেন? আমি কি কালা, না আপনি বোবা?"

"এই তো চাই।" সোম হৃষ্ট হয়ে বল্ল, "আমার গৃহিণী হবেন?"

"আপনার কাছে কী পাবো?" মায়া ফস্ করে জিজ্ঞাসা করল।

"আর যাই পান্ টাকা দিয়ে যে সব সুবিধা কেনা যায় সেসব পাবেন না।"

"বাঁচা গেল। তারপর?"

"পাবেন একটি পরিশীলিত বিদগ্ধ মন। বহুদেশ দর্শনে যার যাবতীয় কোণীয়তা—angularities—ঘর্ষিত হয়েছে।"

"অমন মনের প্রতি আমার লোভ আছে। তারপর?"

"তারপর! কী, আপনি কেবল মন নিয়ে সন্তুষ্ট নন্ এত বড় আধ্যাত্মিক দেশের নারী হয়েও?"

মায়া অপ্রতিভ হায় নীরব রইল।

"জানতে যখন চাইলেন তখন শুনুন। অবশ্য না জানতে চাইলেও শোনাতুম।"

মায়া উৎকর্ণ হয়ে আরক্তবর্ণ হলো।

সোম বল্ল, "আর পাবেন একটি অনুশীলিত অভিজ্ঞ দেহ।—"

মায়া শিউরে উঠ্ল।

"শিউরে উঠ্লেন যে বীরাঙ্গনা। দেহ কথাটা এতই অশ্লীল? যদি বল্তুম পাঁচ বছর ধরে অম্বলের ব্যারামে ভুগ্ছি, এদিকে মাথা ধরাও অনিত্য জীবনে নিত্য সত্য, পায়ে বাত, পিঠে বিষফোঁড়া তা হলেও তো সেই দেহের কথাই হতো। কিন্তু আপনি শিউরে উঠ্তেন কি? ব্যাধিজীর্ণ বিষাক্ত দেহ বলিনি, বলেছি অনুশীলিত অভিজ্ঞ দেহ।"

মায়া জিজ্ঞাসা করল, "তার মানে?"

সোম থেমে থেমে বল্ল, "দেখুন, প্রথমে আমার কাছে সত্য

করুন যে আমার মত সামান্য প্রাণীকে—আমি ঘোড়াও নই, সার্জ্জেণ্টও নই—বাধা দেবেন না, আমার কথার মাঝখানে উঠে যাবেন না, ছায়াকে ডেকে নির্জ্জনতাকে জনতায় পরিণত করবেন না।"

"কী সাংঘাতিক শপথ!" মায়া মৃদু হেসে শপথ পাঠ করল।

"এরূপ ক্ষেত্রে করমর্দ্দনের ও কিঞ্চিৎ পানের বিধি আছে। আপনি কি অন্তত করমর্দ্দনও করবেন না?"

মায়া ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। সোম তাতে এমন বিপুল ঝাঁকানি দিল যে বালাতে চুড়িতে জলতরঙ্গ বাজল।

সোম তর্জ্জনী আস্ফালন করে বল্ল, "সত্য রক্ষা করবেন, ভুলবেন না!"

মায়া টিপে টিপে হাসতে থাকল।

"মায়া দেবী," সোম সাড়ম্বরে আরম্ভ করল, "মেয়ে পুরুষে তফাৎটা বাস্তবিক কিসে? আত্মায় নয় নিশ্চয়। আপনার আত্মা স্ত্রী আত্মা আর আমার আত্মা পুরুষ আত্মা এ আমি অস্বীকার করি, আপনিও—"

"আমিও অস্বীকার করি।"

"তা হলে হয়তো মনে। কিন্তু মন তো দেহের সামিল। আমার মনটা পুরুষের মন। এর অর্থ এমন নয় যে আমার মনটা পুরুষের বলে আমি পুরুষ। এর অর্থ আমি পুরুষ বলে আমার মনটা পুরুষের। আমি পুরুষ, সে কেবল আমার দেহ পুরুষের বলে। তেমনি আপনি নারী আপনার দেহ নারীর বলে।"

মায়া আবার শিউরে উঠল। এবার অগোচরে।

"তা হলে", সোম বল্ল, "দেহই আমাদের ভিন্ন করেছে।"

মায়া বল্ল, "সমস্তটাকে অমন বিশ্লেষণ করা আমার মতে অনুচিত। আমি সব জড়িয়ে নারী, আপনি সব জড়িয়ে পুরুষ।" এইটুকু বলে সে সরমে অরুণ হলো।

"আপনাকে," সোম বল্ল, "একটু আগে আমি বলেছি আমার গৃহিণী হতে। যদি আপনি তাই হন্ ও আমাদের একটি সন্তান হয় তবে তার জন্মমুহূর্ত্তে সকলে যখন জান্‌তে চাইব খোকা হলো না খুকী হলো তা নির্ণয় কর্‌বার কী উপায়?"

মায়া লজ্জায় নিরুত্তর। তার উজ্জ্বল চোখ দুটি দিয়ে চুরি করে চেয়ে দেখ্‌ল কেউ কোথাও নেই। কিন্তু কেউ আড়ি পেতে শুন্‌ল কি না কে জানে।

সোম হাসিমুখে বল্ল, "আর একটা উদাহরণ দিই। মা বাপ যখন স্থির করেন যে এই বেলা বিয়ে না দিলে নয়, মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, নইলে লোকে নিন্দে কর্‌বে তখন কি পিতামাতা বা সমাজ কন্যার আত্মার পরিণতি পরখ করেন? আত্মা তো অজরামর। না মনের পরিণতির খবর নেন? বর্ণপরিচয় পড়া বোকা মেয়ের বাপ ও ম্যাট্রিক পাশ করা বুদ্ধিমতীর বাপ কেউ কি কারুর চেয়ে কম ভাবনায় পড়েন মেয়েকে পাত্রস্থ করা নিয়ে? বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক্, তারপর যতখুশি পাস্ করুক্, একথা কি যত্র তত্র শোনেননি, "মায়া দেবী?"

মায়া মুচকে হেসে বল্ল, "শুনেছি।"

"তবে?" সোম জয়ের গর্ব্বে বল্ল, "তবে? আমার দেওয়া দুটো দৃষ্টান্ত মিলিয়ে ধরুন। স্ত্রীপুরুষকে জন্মকালে ভিন্ন করে দিল প্রকৃতি —কিসের দ্বারা? না দেহের দ্বারা। যৌবনকালে যুক্ত করে দিল

সমাজ—কিসের দ্বারা? না দেহেরই দ্বারা। জন্মত আমরা স্ত্রী এবং পুরুষ না হলে বিবাহের কি কোনো আবশ্যক থাকৃত, না সম্ভাব্যতা থাকৃত? আর স্ত্রী ও পুরুষ হয়ে যে জন্মিয়েছি তার নিদর্শন আমাদের আত্মায় আছে, না মনে আছে?"

মায়া ভাবতে লাগল আনত আননে।

"ভাবছেন কি মায়া দেবী," সোম বল্ল। "নিন্ একটা সিগ্রেট্ নিন্। নেবেন না? বিলিতী নয়, ইটালিয়ান। দোষ হবে না।"

মায়া দৃঢ়ভাবে বল্ল, না।"

"না? চাও খাবেন না, সিগ্রেটও না। অতিথি হিসাবে আপনি অতি নির্দ্দয়। আপনাকে দিতে পারি এমন খাদ্য আর কী আছে —এক আছে 'চ' দিয়ে আরম্ভ দুই অক্ষরের শব্দ, অথচ 'চড' নয়।"

মায়া কোপদৃষ্টি হান্ল। সোম ভুরু উঁচিয়ে জিব্ কাটল।

"কিন্তু," সোম বল্ল, "আমার কথাটি ফুরোয়নি, নটে গাছটি মুড়োয় নি। বল্ছিলুম দেহ শব্দের মানে। আশা করি বুঝেছেন যে দেহের মানে বিয়ের একমাত্র উপকরণ।"

"বুঝেছি," মাযা বল্ল। "কিন্তু মানিনে।"

"জানিনে আপনি কী মানেন। হয়তো অলঙ্কার, হয়তো বস্ত্র, হয়তো সানাই, হয়তো মন্ত্র।"

"এগুলোর কোনোটা নয়।"

"তবে?"

"মনের মিল।"

"ঐটে," সোম বল্ল, "আধুনিকদের কুসংস্কার। মনের মিলই যদি বিয়ের কারণ হয় তবে চোখের আড়াল হলে এত বেদনা কেন? বিরহ তবে নিরর্থক। মনের মিল বিয়েরই বা কারণ

হবে কেন? দুই পুরুষ বন্ধুতে দুই মেয়ে বন্ধুতে মনের মিল লক্ষ্য করা যায়। তারা কি বিয়ে করে?"

মায়া পরাজিত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্‌ল।

তার আর ভালো লাগ্‌ছিল না এই বক্তৃতা, কিন্তু কথা দিয়েছে সবটা শুনবে।

বিজেতা বল্ল, "দেহ, দেহ, দেহ। সংস্কৃত কবিরা তা মান্‌তেন। আপনি কবি না হতে পারেন কিন্তু সংস্কৃত হবেন না কেন? সংস্কৃত হয়েও আধুনিক থাকা যায়।"

বিজিতা বল্ল, "আমি উঠি?

"না, না, বসুন। এখনো একটা শব্দের মানে বলা হয় নি ···· 'অভিজ্ঞ দেহ'। দেহের মানে বলেছি। বাকী আছে অভিজ্ঞ"

মায়া মনোযোগ কর্‌ল।

"দেহই যখন উপকরণ তখন সব জিনিষের মতো তার ইতর বিশেষ আছে। অভিজ্ঞ দেহ দেহান্তরকে কোমল লীলার সহিত ধারণ করে, যেমন গুণীর হাত ধরে বীণাকে। অভিজ্ঞের স্পর্শ নিশ্চিত, অকম্পিত, স্বচ্ছন্দ। অভিজ্ঞ হচ্ছে রসোত্তীর্ণ, তার লোভ নেই, উদ্বেগ নেই, শঙ্কা নেই। সে ভুল করবে না। সে জানে, বোঝে, ক্ষমা করে।"

মায়া ব্যঙ্গ করে বল্ল, "আমি জানলুম না বুঝলুম না, ক্ষমাও করলুম না। কী আবোল তাবোল বক্‌ছেন, মিষ্টার সোম? আমি উঠি।"

সোম রহস্য করে বল্ল, "তার থেকে ধরা পড়ল আপনি অনভিজ্ঞ।"

"বেশ, আমি অনভিজ্ঞ। আমরা বিলেতও যাইনি, অভিজ্ঞ হইনি। তা নিয়ে উপহাস কর্‌তে চান্, করুন বসে। আমি কিন্তু উঠি"

"আরে, আরে, ভালো করে না শুনে না বুঝে অমনি রাগ করা হলো। অহিংস অসহযোগীদের কি রাগ করা সাজে? বলুন, মায়া দেবী, বলুন।"

ছায়া অনেকক্ষণ গেছে, ফিরছে না কেন? সরকার মশাইয়ের দরকার মায়াকে ওঠ্‌বার তাগাদা দেওয়া, কিন্তু তিনি তিব্বতের গল্প শুনে চীনের সেচুয়ান প্রদেশের বিপ্লব কাহিনীতে মনোনিবেশ করেছেন। একজন মুসলমান বণিক তাঁর একমাত্র কন্যা ও বহু সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা সমেত গল্পদাদার Consulateএ উপস্থিত হয়ে বল্লেন, জনাব, জান বাঁচান্‌। অবশ্য চীনা ভাষায়। যেহেতু মুসলমানটি হিন্দুস্থানের নন্‌, চীনের। দাদা তাঁদের দুজনকে ও তাঁদের সোনার ঘড়াগুলিকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন যে চীনে ব্যাটারা তাঁর দাড়িটি দেখ্‌তে পেল না। বিপ্লবের অন্তে বণিক বল্লেন, সাহেব,—দাদার তখন সাহেবী পোষাক, Consulate এর বড়বাবু—যে উপকার কর্‌লেন তার বিনিময়ে আপনাকে কী দেবো? দাদা বল্লেন, কিছুই দিতে হবে না। বণিক বল্লেন, তা কি হয়? আপনি আমার এই কন্যারত্নটিকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে আমাকে ও আমার সোনার ঘড়াগুলিকে হিন্দুস্থানে নিয়ে চলুন; চাকরী আপনাকে কর্‌তে হবে না। দাদা হচ্ছেন গোঁড়া কায়স্থ, এখন যেমন, তখনো তেমনি। বণিককে বল্লেন, আমার যে দেশে একটি আছেন। বণিক দাড়ি নেড়ে বল্লেন, অধিকন্তু ন দোষায়—অবশ্য দেবভাষায় নয়। বণিক এবং বণিককন্যা দুজনেই দাদাকে কত কাকুতি মিনতি কর্‌লেন, কিন্তু দাদার নাম গৌরীশঙ্কর।

সরকার মশাই বল্লেন, "মশাই, অতগুলো টাকা!"

"কেন আপনার আফশোষ হচ্ছে নাকি?"

[illegible]? বিয়ে না কর্‌লেন, রাখতেও তো পার্‌তেন।"

"ওরে বাস্‌রে। কোন দিন জল তেষ্টায় অন্ধ হয়ে তার হাতে জল খাই আর ফুড়ুত করে জাতটি উড়ে যাক্! আমার বাপ মা'কে গয়ায় পিণ্ডি দেবে কে? আপনি?"

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা উঠ্‌ল। কুণাল হলো যার পর নাই লজ্জিত।

হঠাৎ একটা গুরুভার পতনের শব্দ শুনে সরকারের হলো কম্প, দাদা দিলেন লম্ফ। কুণাল ক্ষণবিলম্ব না করে উপরে ছুটলো। "কী হলো," "কী হলো" বলে ওদিক থেকে ললিতা ছায়া ও পাশের বাড়ীর জন কয়েক বেরিয়ে এলেন।

কুণাল দেখ্‌ল সোমের চেয়ারটা চারটে পায়া তুলে দিয়ে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে, সোম ডিগবাজি খেতে খেতে দূরে গিয়ে পড়্‌ছে। মেজেতে কয়েক ফোঁটা রক্ত। মায়া মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে খোলা চোখে ধ্যান কর্‌ছে।

কুণাল সোমকে উঠিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্ল, "কী হয়েছে, কল্যাণ? কী হয়েছে?"

সোম কথা বল্‌তে পার্‌ছিল না। মায়ার দিকে তাকিয়ে কষ্টের হাসি হাস্‌ল।

"কী হয়েছে, কল্যাণদা, কী হয়েছে?" একই প্রশ্ন ললিতার মুখে।

সোম মাথা নেড়ে জানাতে চাইল কিছুই হয়নি।

পাশের বাড়ীর মহিলারা বল্লেন, "ওঁকে ও ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিন, ডাক্তারের জন্যে আমরা ফোন কর্‌ছি।"

ছায়া দিদির কাছে গিয়ে দিদির গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। দিদি বল্ল, "চল্, যাই।"

ললিতা কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। গম্ভীর স্বরে মায়াকে বল্ল, "ও কী! কিছু মুখে দিয়ে যাবেন না?"

মায়ার রাগ হচ্ছিল ললিতার উপর, সে কেন মায়াকে সোমের সঙ্গে একা রেখে গেল। উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না। তর তর করে নেমে গিয়ে মোটরে চেপে বসল। ছায়া ললিতাকে নমস্কার করল। বল্ল, "আসবেন একদিন আমাদের ওদিকে।" খোকা-কল্যাণকে চুমু খেয়ে বল্ল, "তুমিই এসো, জ্যাঠামশাই।"

গাড়ী যখন চল্ল ছায়া জিজ্ঞাসা করল, "দিদি, কী হয়েছিল বলো তো?"

"কিছু না।"

"কিছু হলো না তো মিষ্টার সোম গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন কেন?"

"আমি জানিনে। তুই ছেলেমানুষ, তোর জানবার দরকার?"

"ছেলেমানুষ বৈ কি। তুমি ওঘরে ছিলে, তুমি জানো না কী রকম।"

"বেশ জানি তো জানি। তুই আমাকে জেরা করবার কে?"

"বলো না ভাই, লক্ষ্মীটি।"

মায়া দৃঢ়তার সহিত বল্ল, "না।"

ছায়া যদি চুপ করল সরকার মশাই মুখ খুল্লেন। "কিসের শব্দ রে, মা? আমি তো ভাবলুম বোমা ফাটল না কী হলো।"

মায়া বল্ল, "মিষ্টার সোম চেয়ারশুদ্ধ পড়ে গেলেন, তারই শব্দ, সরকার কাকা।"

"আহা। পড়ে গেলেন। লাগেনি তো?"

"যার লাগে সেই জানে। আমি কেমন করে বলবো?"

"আহা। বড় ভালো ছেলেটি।"

"ভালো না আর কিছু"

সরকার মশাই চুপ করলেন।

ওদিকে গল্পদাদা কুণালকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, "চোট লাগেনি তো ?"

"লেগেছে একটু।"

"পরিতাপের বিষয়। আমারও একবার অমন হয়েছিল। আমি তখন সিকিমে। চেয়ারে বসে চিন্তা করছি। পা দুটি দিয়েছি তুলে টেবিলের উপর। একটু দোল খাচ্ছি পা দিয়ে টেবিলটাকে ঠেলে, চেয়ারের পিছনদিকের পায়া দুটোর উপর ভর দিয়ে। দোল খাচ্ছি আর ভাবছি। ভাবছি আর দোল খাচ্ছি। আরাম লাগছে। হঠাৎ শুনি দুড়ুম করে একটা আওয়াজ। বন্দুকের নয়। চেয়ারের। আমার পিঠটা ফুটবলের মতো ঢপ্ করে পড়্ল, আবার উঠ্ল, আবার পড়্ল। পা দুটো বাদুড়ের মতো উপরের দিকে তোলা। নাম্ল যখন তখন আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম আমি উঠে দাড়িয়েছি। ডিগ্‌বাজি-খাওয়া জাপানী পুতুলের মতো।"

দিন দুই পরে সোম মাথায় ফেটি বেঁধে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় কুণাল ও ললিতাকে বৃত্তান্তটা আনুপূর্ব্বিক শোনাচ্ছিল।

ললিতা শুনে বল্ল, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আমি কি তোমাকে সাবধান করে দিইনি ?"

সোম বল্ল, "আমি তো ওকে আদরের কথা বলিনি, আদরও করিনি। আমি বল্‌ছিলুম নারীদেহ আমার নিকট অজ্ঞাত রাজ্য নয়, আমি দেশাবিষ্কারক, explorer. অমনি আমার কপাল টিপ করে নারীহস্তের অশিক্ষিতপটু এক ঘুঁষি। দেশ আবিষ্কারক আমি ভূপৃষ্ঠ আবিষ্কার করলুম।"

"বেশ হয়েছে।"—বল্ল ললিতা।

"তুমি সবাইকে নাকাল করলে, কিন্তু মায়া তোমাকে হটিয়ে দিল।"—বল্ল কুণাল।

"ইংরেজের ইতিহাস," সোম বল্ল, "তুমি পড়েছ ও পড়িয়েছ। তার কোনোখানে দেখেছ যে ইংরেজ কোনো যুদ্ধে হেরেছে? আমিও তেমনি অপরাজিত। মায়ার হাতের মার তো আমার জয়ের মালা। হার যদি তাকে বলো তবে সে আমার সোনার হার।"

"তুমিও ওরকম হার পরবে কি গো?" ললিতা সুধালো তার স্বামীকে।

"প্রিয়ে তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো আমার জয়।" কুণাল দিলীপকুমার রায়ের শরণ নিল।

"কিন্তু মায়া তো দাদার প্রিয়া নয়," বল্ল ললিতা।

"কেন নয়?" বল্ল সোম।

"সবে দুবার দেখা—তাতেই এত?"

"প্রেম কি দুবার দেখার অপেক্ষা রাখে? Whoever has loved that has not loved at first sight? আমার তৃতীয়ার কাহিনী তো জানো। দেখা না হতেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা।"—অথ সোম।

"বরং বলো দেখা না হয়েই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, দেখা হলে প্রেমের প্রতিপরাকাষ্ঠা, anticlimax"—অথ কুণাল।

"তা হলে মায়া তোমার প্রিয়া। কয় নম্বর?" সুধালো ললিতা।

"পাগল?" বল্ল সোম। "আমি কি এতবার ঠেকে এইটুকু শিখিনি যে যাকে ভালোবাসা যায় তাকে বিয়ে করা যায় না, যাকে বিয়ে করা যায় তাকে ভালোবাসা যায় না।"

কুণাল ও ললিতা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। তাদের মনে আঘাত লাগ্‌ল। সোম বুঝ্‌ল।

বল্ল, "তোমরা যদি বিয়ের খাঁচায় ভালোবাসাকে পুষ্‌তে পারো, বন্ধু, তবে তোমরা অসাধ্য সাধন কর্‌লে, তোমরা মানবকুলের নমস্য। আমি প্রেমের সঙ্গে বিবাহের সঙ্গতি কোনো মতেই ঘটাতে পার্‌লুম না বলে ও দুটোর একটাকে বেছে নিয়েছি—বিবাহকে। তাই সুলক্ষণাই বলো মায়াই বলো যাদের প্রতি খুব সম্প্রতি আমার হৃদয়ে আবেগ অনুভব করেছি তারা আমার নায়িকা নয়, তারা আমার সম্ভবপর জায়া। সে হিসাবে তারা অমিয়া কি প্রতিমা কি শিবানীর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।"

"দাদা দেখ্‌ছি নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হয়েছেন," টিপ্পনী কাট্‌ল ললিতা।

"তুমি ওকে সত্যি নির্ব্বিকার ভেবো না," কুণাল ললিতাকে সতর্ক করে দিল। ওর ঐ পণটি, ওটির ভিতরে নির্ব্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে। কোন মেয়ে ওর পণ শুনে ওকে সহজ মনে বিয়ে কর্‌বে বলো? প্রায় মেয়েই বিকার বোধ কর্‌বে, কেউ ওকে ঘটা করে ক্ষমা কর্‌তে চাইবে, কেউ শাসিয়ে বল্‌বে আর অমন কাজ কোরো না, কেউ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌বে, পুরুষ মানুষ তো? আর কত হবে! হাজারের মধ্যে হয়তো একজন ওকে ভালোবাস্‌বে, ভালোবাস্‌বে ওর দেহকে, বিকারের পরিবর্ত্তে পুলক বোধ কর্‌বে, দেহের ইতিহাস মনে রাখ্‌বে না। পরের দেহকে যে মেয়ে ভালোবাস্‌তে জানে সে মেয়ের আপন দেহ স্বাস্থ্যবান, শুচি ও সুশ্রী না হয়ে পারে না, কল্যাণও তার দেহকে অবলম্বন করে তাকে ভালোবাস্‌বে। বিবাহ সেই ভালোবাসাকে কেন যে ঘুম পাড়াবে তার সঙ্গত হেতু নেই, বিবাহ তাকে জাগিয়েই রাখ্‌বে, কেননা বিবাহ মানে তো সঙ্গ? অঙ্গের পক্ষে সঙ্গই সর্ব্ব।"

কুণালের আজ মন খুলে গেছ্‌ল। মনের বাহন মুখ। কুণাল বল্‌তে লাগ্‌ল, "বাল্মীকির প্রথম শ্লোক স্ফূর্ত্ত হয়েছিল কিসের সমবেদনায়? সঙ্গচ্যুতির। বিরহ যেক্ষেত্রে কেবল উদ্বেগে আনে—প্রিয়জন যথাসময়ে আহার কর্‌ছেন কি না, প্রিয়জনের হঠাৎ অসুখ কর্‌ল বুঝি, প্রিয়জন না জানি কত অসুবিধা ভোগ কর্‌ছেন—সেক্ষেত্রে তার মতো হাস্যকর আর কী আছে?"

"বাহবা, বন্ধু, বেশ।" সোম হেসে বল্ল, "তোমাকে তো নেহাৎ ভালো মানুষের মতো দেখায়, তুমি এত কথা শিখ্‌লে কোথায়? ও যে আমার কথা।"

"হয়তো তোমারই কাছে শুনেছি ছাত্রকালে।" কুণাল বল্ল নম্রভাবে।

ললিতা লজ্জায় গম্ভীর হয়ে গেছ্‌ল। তার ভালোবাসাকে সে কোনোদিন বিশ্লেষণ করেনি। কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ বেরোবে এই রকম একটা আশঙ্কা তার অবচেতনায় অবস্থিতি কর্‌ছিল। দেহ মানুষের চিরদিন সতেজ থাকে না, আধি আছে ব্যাধি আছে দারিদ্র্য আছে অনশন আছে। তাকে প্রেমের ভিত্তি কর্‌লে প্রেম একদিন টল্‌বে। প্রেম অর্থে অসীম মমতা, অনন্ত সহিষ্ণুতা, অখণ্ড ধৈর্য্য, অবিরত স্বার্থত্যাগ। এই তো ছিল তার ধারণা। স্বামীর মুখে অন্যরূপ ব্যাখ্যা শুনে সে লজ্জায় বাক্য-হারা হয়েছিল।

সোম বল্ল, "এই দুদিন ভেবে কী ঠিক করেছি জানো?"

কুণাল বল্ল, "থট্‌ রিডিং তো শিখিনি, অপরের ভাবনা কি উপায়ে জান্‌বো?"

সোম ঘোষণা কর্‌ল, "তবে শোনো। আমি পাঁচ বছরের জন্যে লোকান্তরিত হবো।"

কুণাল ও ললিতা সচমকে বল্ল, "কী!" "কী!"

"ভয় নেই," সোম আশ্বাস দিল, "আত্মহত্যা যে নয় তা পাঁচ বছর পরে জানতে পাবে। আত্মগোপন।"

"না?" কুণাল বল্ল অবিশ্বাসের স্বরে।

"অসম্ভব," ললিতা বল্ল প্রত্যয়ের ভরে।

"কঠিন কিছু নয়। পাঁচ বছর তোমরা আমার ঠিকানা পাবে না, চিঠি পাবে না—এই তো ব্যাপার। আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করো আমি সভ্যতার আসল ও নকল দুই দেখেছি, দেখে মরীয়া হয়ে উঠেছি। 'Good-bye to Civilisation' বলতে পারবার সামর্থ্য নেই, তাই পাঁচ বছরের জন্যে বলছি 'পুনর্দর্শনায় চ'।"

"তুমি কি সত্যি বনে যাবে?" সুধালো কুণাল।

"সে কিছুতেই হতে পারে না," জবাব দিল ললিতা।

"বাবাকে লিখো আমি গঙ্গায় ডুবে মারা গেছি, আমার শব উদ্ধার করতে পারা যায়নি।" সোম বল্ল।

"কিন্তু তুমি যাবে কোথায় শুনি? সুন্দরবনে?"

কুণালের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সোম জানালো সে যাবে সাঁওতাল কোল ভীল কুকি নাগা জৈন্তিয়া খাসি চাক্‌মা গাবো খোন্দ গোন্দ জুয়াঙ্গদের ট্রাইবে স্ত্রীরত্নের অন্বেষণে। পাঁচ বছর পরে যখন সে ফিরবে তখন তাকে জীবিত দেখে তার বাবা এত উল্লসিত হবেন যে তার অর্দ্ধাঙ্গিনীর জন্মপরিচয় সন্ধান করবেন না।

"অতিরিক্ত আনন্দবাজার," "টেলিগ্রাফ, বাবু, নয়া টেলিগ্রাফ," "তাজা খবর। গান্ধীমায়ী গ্রেপ্তার।"

কুণাল একখানা কিনল। বেচারা দেশের জন্যে ত্যাগ করবার

মধ্যে করছে সকাল বেলা ছুটি ও বৈকালে কোনো কোনো দিন একটি পয়সা।

কুমারী মায়া মল্লিক। আবার ছয় মাস। "এ" ক্লাস কয়েদী। মায়া মল্লিকের অস্পষ্ট প্রতিকৃতি। মায়া মল্লিকের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত। সেই ছুটন্ত ঘোড়ার সুমুখে ঝাঁপ দিয়ে লাগাম ধরার বিবরণ। এবার কিন্তু ও সব কিছু নয়। ডিক্টেটার হয়ে ঘরে বসে গ্রেপ্তার।

১৯৩৩